Contents

একাদশ বর্ষ

দশম-একাদশ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

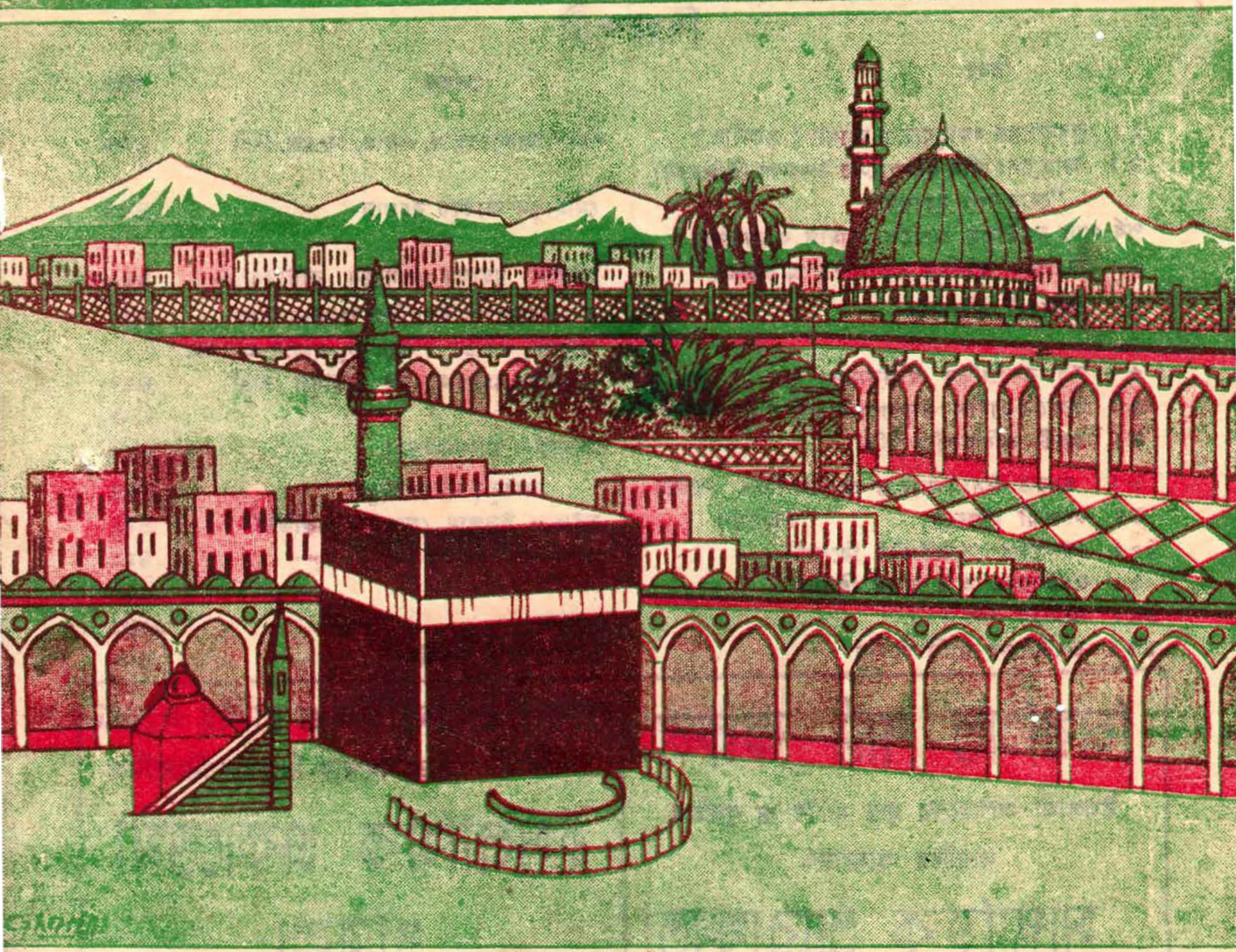

সম্পাদক
শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

এই সংখ্যার মূল্য এক টাকা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

কন্‌ফারেন্স সংখ্যা

একাদশ বর্ষ—দশম-একাদশ যুগ্ম সংখ্যা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—১৩৭১ বাং মে-জুন—১৯৬৪ ইং

যিলহজ্জ-মোহররম—১৩৮৩-৮৪ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (তফসীর)	শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি	৪৩৭
২। আহ্‌লেহাদীস ইতিহাসের উপকরণ (ইতিহাস) "দোর রায়ে মুহাম্মদী"	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৪৩
পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কনফারেন্স :		
৩। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	মওলানা মুহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরী	৪৪৬
৪। উদ্বোধনী অভিভাষণ	মূল—মওলানা ইসমাঈল গুজরানওয়ালা; অনুবাদ—মোহাম্মদ আবদুছ্ ছামাদ এম. এ,	৪৫২
৫। মূল সভাপতির অভিভাষণ	(ডক্টর মওলানা) মুহাম্মদ আবদুল বারী	৪৬০
৬। আহলে হাদীস কন্‌ফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবাবলী		৪৭১
৭। একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি	মোহাম্মদ আয়েশউদ্দীন	৪৮০
৮। হযরত ঈসা (আঃ) ও ক্রুশের ঘটনা (প্রবন্ধ)	আবদুন্ নঈম চৌধুরী	৪৮৪
৯। কাণ্ডারী হুশিয়ার (কবিতা)	সইফুল ইসলাম মোহাম্মদ শফীউদ্দীন	৪৯১
১০। জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্ট	... ...	৪৯৬
১১। জমঈয়তের আয় ব্যয়ের হিসাব	... ...	৫০০
১২। সাময়িক প্রসংগ	সম্পাদক	৫০১
১৩। জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৫০৫

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬.৫০ ষান্মাষিক : ৩.৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান নিরূপণে নিয়োজিত

ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা

(ঢাকা ইসলামিক একাডেমীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র)

আজই গ্রাহক হউন

প্রতি কপি ২ টাকা বার্ষিক সডাক আট টাকা

ইসলামিক একাডেমী

পাবলিকেশন ম্যানেজার—

৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত সংবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

একাদশ বর্ষ	মে-জুন, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ, যিলহয্‌-মহর্‌রম ১৩৮৩।৮৪হিঃ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বংগাব্দ	দশম ও একাদশ সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٢٩ ۔ الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ـ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن

২২৯। তালাক দুই দফা। অনন্তর, যথারীতি ভদ্রতা সহকারে [স্ত্রীকে] রাখা অথবা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে বিদায় দেওয়া [উভয়ই প্রশস্ত]।[২৩৪] আর যে অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আশঙ্কা করে যে, তাহারা [দাম্পত্য কর্তব্যাদি ব্যাপারে] আল্লার নির্ধারিত গণ্ডী-বিধান পালন

২৩৪। এই আয়াতে তালাকের সংখ্যার কথা বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে তালাকের বার বা দফার কথা। কাজেই এক দফাতে যত সংখ্যকই তালাক দেওয়া হউক না কেন তাহাকে এক দফা বা বার

www.ahlehadeethbd.org

شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

করিতে পারিবেনা সেই অবস্থা বাদে অপর কোন অবস্থাতেই—[হে পুরুষেরা,] তোমরা তাহাদিগকে [মোহর বাবত] যাহা দিয়াছ তাহার কিছুই ফেরত লওয়া তোমাদের পক্ষে হালাল হইবে না।[২৩৫]

অনন্তর, [হে সমাজপতিগণ,] তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তাহারা দুই জনে [দাম্পত্য কর্তব্যাদি ব্যাপারে] আল্লার গণ্ডী-বিধান পালন করিতে পারিবে না তাহা হইলে স্ত্রী বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের মূল্যরূপে যাহা দিতে চায় তাহার আদান-প্রদানে তাহাদের কোন দায় হয় না। এইগুলিই আল্লার গণ্ডী-বিধান—উহা তোমরা লঙ্ঘন করিও না। আর যাহারাই আল্লার গণ্ডী-বিধান লঙ্ঘন করে তাহারাই অন্যায় আচরণকারী।

গণ্য করা হইবে। তারপর, আবার কোন এক দফাতে যত সংখ্যকই তালাক দেওয়া হউক না কেন তাহাকে আয়াতটির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় দফা গণ্য করা হইবে। এই ভাবে দুই দফা তালাক দিবার পরে স্বামী ইচ্ছা করিলে ঐ স্ত্রীকে তাহার ইদ্দত মধ্যে স্ত্রীরূপে ফিরাইয়া লইয়া রাখিতেও পারিবে অথবা ইচ্ছা করিলে ঐ স্ত্রীকে তাহার ইদ্দত অন্তে বিদায় করিয়া দিতেও পারিবে।

তারপর, ঐ দুই দফা তালাক দিবার পরে স্বামী যদি ঐ স্ত্রীকে তাহার ইদ্দত মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া স্ত্রীরূপে রাখে তবে উহার পরবর্তী বিধান কী হইবে তাহা পরবর্তী আয়াতটিতে বলা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠে আয়াতে উল্লিখিত দুই দফার অন্তর্বর্তী কালের পরিমাণ কত সময় হইবে। সকল ইমামের মতেই যে কোন একটি বৈঠকে কোন একটি কথা বারংবার উচ্চারণ করিলে তাহাকে এক দফা গণ্য করা হয়। যথা, সিজদার কোন একটি আয়াত এক সঙ্গে শত বার তিলাওৎ করিলেও সকল ইমামের মতেই শেষে একটি মাত্র সিজদা দেওয়া যরুরী হইয়া থাকে। কাজেই এক সঙ্গে একাধিকবার বা একাধিক সংখ্যক তালাক দিলে তাহা নিঃসন্দেহে এক দফা এবং এক তালাক বলিয়া গণ্য হইতে হইবে।

তারপর তিলাওতের সিজদা ব্যাপারে সিজদার কোন একটি আয়াত এক বার অথবা একাধিকবার তিলাওৎ করিয়া সিজদা দিবার পরে যদি ঐ আয়াতটি আবার তিলাওৎ করা হয় তাহা হইলে ঐ সিজদা দিবার কারণে পরবর্তী তিলাওতের বৈঠকটিকে পূর্ববর্তী তিলাওতের বৈঠক হইতে ভিন্ন গণ্য করা হয় বলিয়া পরবর্তী তিলাওতের জন্য আবার সিজদা দিতে হইবে। সিজদা ব্যাপারে অপর কোন একটি বৈঠকই দুই দফার ন্যূনতম ব্যবধান হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

এখন প্রশ্ন উঠে, তালাক ব্যাপারে দুই দফার ন্যূনতম ব্যবধান কী হইবে। এই ব্যবধানটি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সঃ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন বলিয়া এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৩০। অনন্তর স্বামী যদি [ঐ দুই দফার পরে] আবার তালাক দেয় তবে ঐ [তৃতীয় দফা] তালাক দিবার পরে ঐ স্ত্রী যে পর্যন্ত তাহার ঐ স্বামী ছাড়া অপর কাহাকেও বিবাহ [করিয়া তাহার সহিত যৌন সম্ভোগ] না করিবে[২৩৬] সে পর্যন্ত ঐ স্ত্রী তাহার ঐ (পূর্ব) স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে না।

অনন্তর পরবর্তী স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহা হইলে ঐ স্ত্রী এবং তাহার পূর্ববর্তী স্বামী উভয়ে যদি বুঝে যে, তাহারা দাম্পত্য কর্তব্যাদি পালন করিতে পারিবে তাহাহইলে [পুনরায় বিবাহ যোগে] তাহাদের পুনর্মিলনে কোন দোষ নাই। আর এই গুলি আল্লার [নির্ধারিত] গণ্ডী বিধান—যাহারা জ্ঞান রাখে তাহাদের জন্য আল্লাহ এই গুলি বর্ণনা করিয়া থাকেন।

٢٣٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

ব্যাপারে অন্য কোন কিয়াস বা অনুমান বিবেচনার কোন অবকাশ নাই। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস সমূহে রসূলুল্লাহ স:র যে নির্দেশ পাওয়া যায় তাহা এই:—

"কোন এক ঋতু বিরতি কালে এক দফা তালাক দিবে। তারপর আবার তালাক দিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলে পরবর্তী কোন এক ঋতু-বিরতি কালে দ্বিতীয় দফা তালাক দিবে। উহার পরে আবার তালাক দিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলে পরবর্তী কোন এক ঋতু বিরতি কালে তৃতীয় দফা তালাক দিবে।"

রসূলুল্লাহ স:র এই নির্দেশ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তালাক ব্যাপারে দুই দফার অন্তর্বর্তী ব্যবধান ন্যূনপক্ষে এক ঋতুকাল হইতে হইবে।

এক দফাতেই একাধিক তালাক দেওয়া সম্বন্ধে ইমাম রাযী তফসীর কবীর গ্রন্থে বলেন,

اختلفوا على قولين (الاول)

وهو اختيار كثير من علماء الدين انه لو طلقها اثنتين او ثلاثا لا يقع الا الواحدة - وهذا القول هو الاقيس ٠

"এই মসআলা সম্পর্কে আলিমগণ দুই মত হইয়াছেন। (প্রথম মত) আর বহু উলামায়ে-দীন এই মত গ্রহণ করিয়াছেন—উহা এই যে, কেহ যদি নিজ স্ত্রীকে একই দফায় দুই বা তিন তালাক দেয় তাহা হইলে একটিমাত্র তালাকই বর্তিবে। একটি ছাড়া আর কোন তালাকই বর্তিবে না। আর এই মতটি অধিকতর প্রমাণ-সিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত।

২৩৫। স্ত্রী যদি তালাক লইবার সঙ্কল্প করে তাহা হইলে তাহাকে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা এই আয়াতের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

২৩১। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ - وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم
بِهِ - وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ -

২৩১। আর তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরে [এক দফা অথবা দুই দফা] তালাক দিয়া থাক; অনন্তর তাহারা তাহাদের ইদ্দতের শেষ সীমায় পৌঁছিবার উপক্রম করে তখন তোমরা [তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলে] তাহাদিগকে যথারীতি ভদ্রভাবে রাখ; অথবা [তাহাদিগকে ফিরাইয়া না লইয়া] তাহাদিগকে যথারীতি সুষ্ঠুভাবে বিদায় করিয়া দাও। কিন্তু তাহাদিগকে কষ্ট দিবার মৎলবে [ফিরাইয়া লইয়া] আটকাইয়া রাখিও না। আর যে কেহ উহা করে সে নিজের প্রতিই অনাচার করে। [এবং তাহার জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।]

আর [দেখো,] আল্লার আয়াতগুলিকে নিরর্থক বাজে ব্যাপাররূপে গ্রহণ করিওনা। বরং তোমাদের প্রতি আল্লার এই নি'মাতের কথা স্মরণ রাখ এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও অভ্রান্ত সত্য নাযিল করিয়াছেন তাহাও স্মরণ করিতে থাক। আর আল্লাহকে সমীহ করিয়া চল এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যাপার সম্বন্ধে অবহিত থাকেন।

এই ব্যবস্থাটিকে শরী'অতের পরিভাষায় 'খুলা করা' বলা হয়। খুলা'র স্বরূপ এই যে, স্বামী মোহরানা বাবত স্ত্রীকে যাহা দিয়া থাকে তাহা ঐ খুলা কারিনী স্ত্রী স্বামীকে ফেরৎ দিবে এবং স্বামী তাহার প্রদত্ত মোহরানা ফেরৎ পাইয়া ঐ স্ত্রীকে তালাক দিবে। এ সম্পর্কে ঐ স্বামী এবং ঐ স্ত্রীর অভিভাবক ও সমাজপতিদের পক্ষে যাহা করণীয় তাহা এই আয়াতে বলা হইয়াছে। তাহা এই—কোনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনি-বনাও ব্যাপারে অভিভাবক ও সমাজপতিগণ যদি একেবারে নিরাশ হইয়া পড়েন তবে তাঁহারা ঐ স্বামী-স্ত্রীকে খুলা' ব্যবস্থাটি অবলম্বন করিবার অনুমতি দিবেন এবং তাহা অনুমোদন করিবেন।

সহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থে ইবন আব্বাস রাঃ-র যবানী বর্ণিত হইয়াছে যে, কাইস পুত্র সাবিতের স্ত্রী নবী সঃ-র নিকটে আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, কাইস-পুত্র সাবিতের স্বভাব চরিত্র ব্যবহার সম্পর্কেও আমি তাহার কোন দোষ ধরিতে পারি না এবং তাহার ধন-সম্পদ সম্পর্কেও আমি তাহাকে মন্দ বলিতে পারি না কিন্তু জানি না কেন! তাহাকে দেখিলেই আমার অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া উঠে। (সাবিত তাহার স্ত্রীকে মোহরানা স্বরূপ একটি বাগান দিয়াছিল। তাই,) রসূলুল্লাহ সঃ তাহাকে বলেন, "তাহার বাগান ফিরাইয়া দিতেছ? সে বলিল, "হাঁ"। তখন রসূলুল্লাহ সঃ সাবিতকে বলেন "তোমার বাগানটি তুমি ফিরাইয়া লও এবং তোমার স্ত্রীর প্রতি একটি তালাক আরোপ কর"।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মোহরানা স্বরূপ কিছু দিয়া থাকিলে খুলা' ব্যবস্থাতে সে তাহা ফেরৎ পাইবে। অনন্তর স্বামী এক তালাক দিবে। কিন্তু স্বামী যদি তালাক দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে সরকার তাহাকে তালাক দিতে বাধ্য করিবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৩২। আর যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরে [এক দফা অথবা দুই দফা] তালাক দিয়া থাক ; অনন্তর তাহারা তাহাদের ইদ্দত কাল সম্পূর্ণ করিয়া বসে, তখন তাহারা দুই জনে যদি যথারীতি ভদ্রভাবে সংসার করিতে রাযী হয় তাহা হইলে [হে সমাজপতিগণ,] তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদেরে তাহাদের ঐ স্বামীদেরে পুনরায় বিবাহ করিতে বাধা দিও না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তাহাদিগকে এই নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। উহা তোমাদের [অন্তরের] পক্ষে বিশুদ্ধতম এবং [তোমাদের চরিত্রের পক্ষে] পবিত্রতম [ব্যবস্থা]। আর আল্লাহ [প্রকৃত তথ্য] জানেন—কিন্তু তোমরা জান না।

২৩৩। যে পুরুষ লোক নিজ শিশু-সন্তানের মাতৃ-স্তন্য পানের কাল সম্পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার উদ্দেশ্যে শিশু-সন্তানের মাতাগণ নিজ নিজ শিশু সন্তানদেরে পুরাপুরি দুই বৎসর স্তন্য দান করিবে এবং ঐ মাতাদেরে যথোপযোগী আহার ও পোষাক প্রদানের দায়িত্ব ঐ শিশু-সন্তানের পিতার উপরে রহিয়াছে। কাহারও প্রতি তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান চলিবে না। মাতাকেও তাহার শিশুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলিবে না এবং পিতাকেও তাহার শিশুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলিবে না।[২৩৭] আর [পিতার মৃত্যু

٢٣٢ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ۝

٢٣٣ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

২৩৬। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সঙ্কলিত হইয়াছে, 'আয়িশা রাঃ বলেন, রিফা'আ কুরাযীর স্ত্রী একদা রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আমি রিফা'আর নিকটে ছিলাম। অনন্তর, সে আমাকে তালাক দিতে দিতে [শেষ দফার তালাক দিয়া] আমার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া ফেলে। তারপর আমি যাবীর পুত্র আবদুর রহমানকে বিবাহ করি, কিন্তু তাহার সহিত যাহা রহিয়াছে তাহা কাপড়ের শেষ প্রান্তস্থ ফুঁপির ন্যায় শিথিল। [অর্থাৎ সে যৌন-মিলনে অক্ষম]।" ইহাতে রসূলুল্লাহ সঃ মৃচকি হাসিয়া বলেন, "তুমি কি রিফা'আর নিকট ফিরিয়া যাইতে চাও ? না ; যে পর্যন্ত সে তোমার মধু না চাখিবে এবং তুমি তাহার মধু না চাখিবে [সে পর্যন্ত] তুমি তাহার নিকট ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

২৩৭। আয়াতের ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত

www.ahlehadeethbd.org

مولود له بولده وعلى الوارث مثل

ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما

وتشاور فلا جناح عليهما - وان اردتم

ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح

عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف

واتقوا الله واعلموا ان الله بما

تعملون بصير ٠

ঘটিলে,] ওারিসের উপরে উহার অনুরূপ হুকুম বর্তিবে।[২৩৮]

অনন্তর, পিতা ও মাতা উভয়েই যদি সম্মতি ও পরামর্শক্রমে [দুই বৎসরের মধ্যেই] স্তন্য-পান বন্ধ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাতে তাহাদের কোন দোষ হইবে না।

আর [হে শিশু-সন্তানদের পিতাগণ,] তোমরা তোমাদের শিশু-সন্তানদেরে যদি তাহাদের মাতা ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদেরে [পারিশ্রমিক স্বরূপ] যাহা দেওয়া স্থির কর তাহা যদি তোমরা তাহাদেরে যথারীতি পৌঁছাইতে থাক তবে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ হইবে না। আর আল্লাকে সমীহ করিয়া চল এবং জানিয়া রাখ, ইহা নিশ্চিত যে, তোমরা যাহাই কর তাহাই আল্লাহ অবলোকনকারী থাকেন।

হুকমগুলির বিবাহ-কায়িম স্ত্রীলোক এবং তালাক দেওয়া স্ত্রীলোক উভয়ের প্রতিই প্রযোজ্য হইলে এই হুকমগুলি হইতে একটি হুকম কেবলমাত্র তালাক দেওয়া স্ত্রীলোকদের প্রতি প্রযোজ্য। উহা বিবাহ-কায়িম স্ত্রীলোকদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। হুকমটি এই—

"স্তন্য দানের প্রতিদানে শিশুর মাতা খোর-পোষ পাইবার হকদার হয়।"

বিবি থাকার কারণেই বিবাহে কায়েম স্ত্রীলোক খোর পোষ-পাইবার হকদার হইয়া থাকে বলিয়া এই হুকমটি তাহার প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না।

২৩৮। আয়াতে বলা হইয়াছে, "ওারিসের উপরে"। কিন্তু 'কাহার ওারিসের উপরে'?—তাহা বলা হয় নাই। এই কারণে ইমামগণ এই মস্'আলা সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

এই বাক্যটির পূর্বে وعلى الوارث الخ বাক্যটিতে পিতার কর্তব্যের উল্লেখ থাকায় এর তাৎপর্য 'পিতার ওারিস' গ্রহণ করাই সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন এই অংশটির তাৎপর্য দাঁড়াইবে এই: পিতার মৃত্যু ঘটিলে তাহার উত্তরাধিকারী শিশুপুত্র যেহেতু পিতার মীরাসসূত্রে পিতার ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়া বসে কাজেই তাহার লালন-পালন জনিত ব্যয় তথা স্তন্যদায়িনীর খোর-পোষ শিশু-পুত্রের মীরাস-লব্ধ মাল হইতে দেওয়া হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

আহলে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ
"দোর্‌রায়ে মোহাম্মদী"

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মরহুম মওলানা এলাহী বখ্‌শ সাহেব যে কয়খানা পুঁথি রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে তাঁহার দোর্‌রায়ে মোহাম্মদী সর্ববৃহৎ, সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ এবং সর্বপ্রথম রচিত ও প্রকাশিত। ইহার প্রকাশ কাল ১৩১৮ বাংলা সাল। কলিকাতা ৩৩ নম্বর বেনে পুকুর রোডে অবস্থিত বিখ্যাত আলতাফী প্রেসে মুনশী করিম বখ্‌শ কর্তৃক মুদ্রিত।

সাধারণ পুঁথি সাইজের সূচীসহ ১৬৭ পৃষ্ঠায় বহিঃ মূল্য ॥৹ আনা মাত্র।

কেতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত লিখা হইয়াছে :

قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটি সংক্ষিপ্ত লেখা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে :

"দিল্লীর জনাব হজরত মৌলানা, মুরসেদানা ছৈয়দ মোহাম্মদ নজির হুছেন ছাহেব ও ভুপা-লের জনাব হজরত মৌলানা নওাব ছৈয়দ ছিদ্দিক হুছেন সাহেব এই সকল হজরত বহুত কোশেষ করিয়া রছুল ও ছাহাবার চালচলন কায়েম রাখার কারণ হাতে (কলমে) ও জবানে বহুত কোশেষ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের আম লোক তাহা অনেকেই জ্ঞাত হয়নাই ও হানিফি মজহাবের বেঙ্গা পিতলের কালাই দেখিয়া অনেক লোক ধুকায় পড়িয়াছে, সেই কারণে আমি বহুত মেহানত করিয়া বেঙ্গা পিতলের কালাই খোলার জন্য লিখিলাম।"

এই কেতাব প্রধানতঃ তকলীদের খণ্ডে লিখিত। ইহাতে সমসাময়িক কালের পরিবেশ ও প্রভাব জনিত কারণে কোথাও কিঞ্চিত বাড়া-বাড়ি হয়ত করা হইয়াছে কিন্তু আহলেহাদীস মতবাদের পরিচয় এবং বিশেষ করিয়া তকলীদের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করার জন্য অযৌক্তিক আবেগের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেকটি কথা ও দাবী কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের কউল অথবা বিশিষ্ট মুজতাহিদ, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের বাণী পুস্তকের নাম ও পৃষ্ঠাসহ উধৃত করা হইয়াছে।

অধিকাংশ বক্তব্য পুঁথির প্রচলিত বিভিন্ন ছন্দে প্রকাশ করা হইয়াছে কিন্তু মাঝে মাঝে গদ্যেও বক্তব্য পেশ করা হইয়াছে। তকলীদ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা ও সমালোচনার পর গ্রন্থকার লিখিতেছেন : "মুহাদ্দেছ ও মুফাচ্ছের ও ফকিহগণের মধ্য হইতে, কেহ এই তকলিফে সেরেক, কেহ কুফর, কেহ হারাম, কেহ বাতেল, কেহ বদ লেখিয়াছেন, কেতাব বহুত বড় হয় বলিয়া, ইনিদের দলিলাত না লিখিয়া কেবলমাত্র নমুনার জন্য জ্ঞাত করান যাইতেছে। খোদা চাহে ইহার দলিল রদ্দুত্তকলিদ ওাল মুছাল্লা বেল্

কিতাবেল মাজিদেল মুওাল্লা আরবী জুবান রেছা-লাতে খোব ধুমধামের সহিত বয়ান কারব।"

তাঁহার পরিকল্পিত আরবী ভাষায় সেই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই, তবে তাহা যে প্রকাশিত হয় নাই একথা সুনিশ্চিত। তবে নমুনা স্বরূপ এই আলোচ্য কেতাবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও এক বিরাট ভাণ্ডার। তিনি ৭৪ জন এমন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ হক্কানী আলেমের নাম গ্রন্থে এক এক করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা তকলীদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের অনেকের মন্তব্য তিনি বরাত সহ তাহার কেতাবে উধৃত করিয়াছেন।

এই কেতাবে আলোচ্য বিষয় এবং উধৃতি সমূহের দ্বারা লেখক মওলানা এলাহী বখশ সাহেবের জ্ঞানের সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা যায়।

এই পুঁথি যখন রচিত হয় তখন মুসলিম বাঙ্গালার ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ কোন্দল-মুখর। বাহাস তকরীরের সরগরম জলসা ছাড়াও পুঁথি পুস্তকেও কাঁদা ছুড়াছুড়ি সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। দরবেশনামা, ছহি দিল মোহিত, শামছে মোহাম্মদী প্রভৃতি পুঁথিতে ইহার বহু নযীর মিলিবে। কিন্তু মওলানা এলাহী বখশ এই দিকে সীমা লঙ্ঘনের পথে অগ্রসর না হইয়া দলীল প্রমাণ উপস্থিত করার দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়াছেন। এইজন্যই এই পুঁথির কদর হইয়াছে এবং প্রমাণ ও যুক্তি বলে অনেকের অন্ধ তকলীদের মোহ কাটিয়া গিয়াছে—কুরআন ও হাদীসের প্রতি আগ্রহ প্রবণতা বাড়িয়াছে। এই পুঁথির কল্যাণেই ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী, আসামের গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জিলায় অনেকেই আহলে-হাদীস মত অবলম্বন করিয়াছে। এইসব জিলায় এমনকি সুদূর খুলনা কুমিল্লা জিলাতে আজও এই পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়।

এইসময় প্রতিপক্ষ তাঁহাদের পুথি কেতাবে যে সব আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং মোহাম্মদী আহলে-হাদীসদের প্রতি যে সব অকথ্য ভাষায় অপবাদ এবং বুহতান রচনা করিয়াছেন, মওলানা মরহুম কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া সংযত ভাষায় তাহার জওয়াব দানের চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত অপবাদ এবং বুহতান গুলির ভিতর সমাজতত্ত্ববিদগণ তাঁহাদের গবেষণার জন্য বহু প্রয়োজনীয় মাল-মসলা আহরণ করিতে পারিবেন। নিম্নে উহার কিছু নমুনা পেশ করিতেছি :

মুন্সী আবদুল আযীয তদীয় বিখ্যাত এবং বহুল প্রচারিত সুবৃহত পুঁথি 'দরবেশ নামায়' আহলেহাদীসগণের প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনার পর তাহাদের পরিণাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

বড় জামাত হৈতে জারা গিয়াছে ফুটিয়া।
বেসক পড়িল তারা আগুনে জাইয়া *
মক্কা মদিনাতে নাহি লামজহাব চাল॥
এহারা পাইল কোথা হইয়া বাঙ্গাল *
আপন মতলব মত মছলা নেকালিয়া॥
আপসে বানায় মজহাব মহাম্মদিয়া *
সেই সে ধরিল চাল খেলাফ মক্কার॥
ইবলিসের মত আপে হইল ছরদার *

হজরত ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) প্রশংসা কীর্তন করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন :

পহেলা কারণে পয়দা আবু হানিফার॥
সাগরেদ আছিল তিনি ছয় ছাহাবার *
চার হাজার ওস্তাদ তার চার হাজার সাগরেদ॥
চাল্লিশ এমাম হইল শাগরেদ রসিদ *
জাহার তকলিদে হইল অলি আবদাল॥
তাহাকে জানিয়া বুরা হইল দজ্জাল *

(৪৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

মওলানা মুহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরী

[২০, ২১ ও ২২শে চৈত্র, ১৩৭০ বাং ৩য়া, ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল, ১৯৬৪ ইং রোজ শুক্র, শনি ও রবিবারে চাপাই নবাবগঞ্জ মহকুমা শহরে অনুষ্ঠিত পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের ঐতিহাসিক কনফারেন্সের প্রথম দিনের অধিবেশনে পঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।]

الحمد لله رب العالمين - والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين - سيدنا محمد امام الخير ورحمة للعالمين - وعلى اله واصحابه نجوم المهتدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين - اما بعد -

মাননীয় মেহমানানে কেরাম ও উলামায়ে মুহাতারাম এবং সমবেত ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! যাঁহার অসীম অনুগ্রহে আমরা আজ এই মহা সম্মেলনে সমবেত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি সেই বিশ্বপতি রহমানুর রহীমের কাছে আমরা আমাদের হৃদয়ের অনাবিল কৃতজ্ঞতা ও শোকরগোযারী প্রকাশ করিতেছি।

কনফারেন্স অভ্যর্থনা সমিতি আমার ন্যায় অক্ষম ও অযোগ্য ব্যক্তিকে আপনাদের সম্বর্ধনার জন্য পুরোভাগে স্থান দান করিয়াছেন। আমি সমিতির প্রধান প্রতিনিধিরূপে আমাদের সমুদয় মাননীয় অতিথি এবং সমবেত ভ্রাতা-ভগ্নিকে শ্রদ্ধার সহিত সাদর সম্ভাষণ ও খোশ-আমদেদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মহোদয়গণ! বহুদিন পর পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের এই মহা-সম্মেলন বহুবিধ বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়া নবাবগঞ্জ মহকুমার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র শহরে আহ্বান করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমাদের ত্রুটী-বিচ্যুতিগুলির সংখ্যা নিরূপণ করা যেরূপ দুঃসাধ্য, আপনাদের ঔদার্য ও মহানুভবতাও সেইরূপ সীমাহীন। তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজনের, ত্রুটী-বিচ্যুতি এবং আপনাদের বহুবিধ অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেও আপানাদের মহত্বে আস্থাহারা নই। এই ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আমরা আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

মহোদয়গণ! এখন আমি আপনাদের খেদমতে নবাবগঞ্জের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা নিবেদন করিতে প্রয়াস পাইব।

বৃটিশ শাসনের পূর্বে মুসলমান শাসকদিগের রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নওয়াব ও আমীর-ওমরাগণ নবাবগঞ্জের অনতিদূরে ভীষণ অরণ্যানী মধ্যে শিকার করিবার জন্য প্রায়ই আগমন করিতেন। সেই সময়ে এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর বৃটিশ অধিকারে আসার পর ইহা একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখান হইতে ধান্য, চাউল, বিখ্যাত ফজলি আম প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হইতে থাকে। এখানকার তৈয়ারী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাসার থালা, বাসন এবং পিতলের কলসী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বড় বড় মাড়োয়ারী, ধনী ব্যবসায়ী ও হিন্দু ভূস্বামীগণ এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। তখন হইতে এখানে হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুষ্টিমেয় মুসলমান তাহাদের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকে। ফলতঃ প্রাক-পাকিস্তান যুগে এই শহরে মুসলমান জন সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। অবশ্য শহরের উপকণ্ঠে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে অধিকাংশ মুসলমান বাস করিত। ধর্মে কর্মে ও আচার ব্যবহারে ইহারা অনৈসলামিক পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিত। শির্ক, বিদআত, দুর্গাপূজা, তাজিয়া, সান্ধ্যবাতি প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত থাকিত। কতিপয় বিদআতী মোল্লা ও পীর ফকীরের দল মধ্যে মধ্যে আসিয়া ইহাদিগকে তলকীন করিয়া যাইত। হযরত রসূলুল্লার (দঃ) প্রবর্তিত বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি মুসলমানদের সত্যিকার অনুরাগ তো দূরের কথা পরিচয়ও বিশেষ ছিল না। হিন্দুয়ানী আচার ব্যবহার ও রসম রেওয়াজের তাহারা অনুকরণ ও অনুসরণকরিয়া চলিত। ফলতঃ ইসলামের আদর্শ শিক্ষা হইতে তাহারা ছিল শত যোজন দূরে। মুহাম্মদী ইসলামের পরিবর্তে পীর, ফকীর, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবিত লোকাচার ইসলামই এখানে প্রচলিত ছিল। সর্বত্র যখন ইসলামের এই অবস্থা ঠিক সেই সময় কতিপয় মর্দে মুজাহিদ ও মুবাল্লিগে ইসলাম কোরআন ও হাদীসের প্রচার ও আহলে হাদীস মতবাদ প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহাদের জীবনকে আল্লার পথে উৎসর্গ করিলেন। শতাব্দীকাল পূর্বে এই মহকুমায় আহলে হাদীসগণের কোনই অস্তিত্ব ছিল না। সর্ব প্রথম অত্র মহকুমায় আহলে হাদীস আন্দোলনে যাঁহারা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁহারা হইতেছেন (১) মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস সাহেব মোল্লাটুলী, (২) মুজাহিদে ইসলাম মওলানা মোহাম্মদ আমীর উদ্দীন সাহেব মরহুম নারায়নপুরী, (৩) মওলানা মুফতী মোহাম্মদ আবদুল করীম সাহেব মরহুম বাসুদেবপুরী।

মওলানা আবদুল কুদ্দুস সাহেব কিছুদিন পর তাঁহার বাসস্থান ত্যাগ করিয়া দিনাজপুর যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। ইনি দিনাজপুর সালেককুড়ী নিবাসী বিখ্যাত পীর মরহুম মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম সাহেবের বুযুর্গ পিতা এবং হাফেযুল হাদীস মরহুম মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সালেক কুড়ী সাহেবের দাদা ছিলেন। মওলানা আমীর উদ্দীন সাহেব নারায়নপুরী তবলিগী কার্যের সহিত জেহাদী আন্দোলন শুরু করেন, ফলে বৃটিশের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া তথাকথিত ওহাবী আন্দোলনে রাষ্ট্রদ্রোহীরূপে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হন। মুফতী আবদুল করীম সাহেব বাসুদেবপুরী সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল হিন্দুস্তানে অবস্থান পূর্বক শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাযীর হোসাইন মুহাদ্দিস দেহলভীর নিকট কোরআন ও হাদীসের পূর্ণ শিক্ষা ও সনদ লাভের পর বোম্বাই নগরীতে বহুদিন যাবৎ মুফতী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তথা হইতে হজ্জব্রত উদযাপনার্থে পবিত্র ভূমি মক্কা মোয়ায্যমায় দুই বৎসরকাল অবস্থান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

যখন দিল্লী হইতে উত্থিত মুহাম্মদী তথা আহলে হাদীস আন্দোলন দিকে দিকে প্রসারিত হইতে থাকে সেই সময় মুহাদ্দিস সৈয়দ নযীর হোসাইন সাহেবের যশস্বী ও কৃতি ছাত্র মুফতী আবদুল করীম সাহেব পরম উৎসাহ আবেগে, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত কর্ম্ম প্রেরণায় সংস্কার কার্যে ব্রতী হইয়া অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি ই'লায়ে কলেমাতুল্লাহ ও ইহ্ইয়ায়ে সুন্নতে রসুলিল্লাহ—আল্লার কলেমাকে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত এবং রসুলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতকে পূর্ণজীবন দান করিবার জন্য শির্ক বিদআতের মূলোৎপাটন ও অন্ধ বিশ্বাসের অপসারণ এবং অবিকৃত ইসলামের প্রতিষ্ঠাকল্পে একদিকে যেমন প্রচার কার্য্য জোর-শোরে আরম্ভ করিলেন, তেমনই অপরদিকে কোরআন ও হাদীসের পঠন ও পাঠন এবং দীনী ইলমের সম্প্রসারণার্থে দরস-'দরীসের দ্বার উদঘাটন করিলেন। তাই আজ আমরা দেখিতে পাই এই মহকুমার প্রায় ৭ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় তিন শতাধিক গ্রামে ২½ আড়াই লক্ষ হইতে তিন লক্ষের মত আহলে হাদীস বাস করেন।

পরবর্ত্তী কর্মী আলেমগণের মধ্যে যে সমস্ত বিশিষ্ট আলেম তবলীগে দীন ও সুন্নতের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন তন্মধ্যে নামোধৃমি গ্রাম নিবাসী উস্তাযনা মওলানা মুহাম্মদ নিয়ামত উল্লাহ সাহেব, চামগ্রাম নিবাসী মওলানা হেসামুদ্দীন সাহেব মুন্সী নাসিরুদ্দীন সাহেব বাসুদেবপুরী, মওলানা মুহাম্মদ আবদুস সামাদ সাহেব, মওলানা আহমদ আলী সাহেব, মওলানা মুহাম্মদ ইদরীস সাহেব, মওলানা আবদুল হামীদ সাহেব, দেবীনগর নিবাসী মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব, মওলানা মুহাম্মদ রফাতুল্লাহ সাহেব, চাতরা নিবাসী মওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব, শিবনগর চাপাদাসী নিবাসী মওলানা আবদুল আযীয সাহেব, সর্জন নিবাসী মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব, রাণীবাড়ী নিবাসী মওলানা মুহাম্মদ ইমারতুল্লাহ সাহেব, গোমস্তাপুর নিবাসী মুনশী শাখাওয়াতুল্লাহ সাহেব, অনন্তপুর নিবাসী মওলানা আবদুল গফুর সাহেব, ইমামনগর নিবাসী মওলানা আবদুল গণী সাহেব, গোপালগঞ্জ নিবাসী মওলানা মুহাম্মদ আইউব সাহেব, হাঁসপুকুর নিবাসী মওলানা আবদুল লতীফ সাহেব, মোল্লাটুলী নিবাসী মওলানা আবদুল হক সাহেব ও টিকরামপুর নিবাসী মওলানা আনিসুর রহমান সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অত্র মহকুমার অন্যান্য যে সমস্ত বিশিষ্ট আলেম তবলীগে-দ্বীন ও সুন্নতের প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন, আমি তাঁহাদের নাম অবগত না থাকায় প্রকাশ করিতে অক্ষম রহিলাম। আমি তাঁহাদের সকলের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মহোদয়গণ! বর্তমান সময়ে দেশ ও সমাজের ধর্ম্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। ইসলাম দরদী মুসলমানদের আশা ও আকাঙ্খার বিপরীত পাশ্চাত্যের লাদ্বিনী ভাবধারা ও নীতি-হীনতার সয়লাবে দেশ আজ ভাসিয়া চলিয়াছে। আমাদের শিক্ষিত ও যুব-সমাজ অন্ধ অনুকরণের এক দুর্দম মোহে ইসলাম হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। জনসাধারণও গড্ডলিক প্রবাহে গা এলাইয়া দিয়াছে। কোরআন ও হাদীসের অনুসরণের দাবীদার আহলে হাদীসগণও সেই স্রোতবেগের আকর্ষণ হইতে মুক্ত নহে। আজ মুসলমান যে পথে ধাবিত সে পথ মুক্তির পথ নহে, সে পথ মুসলিম জীবনের সাধনা ও স্বার্থকতার পথ নহে।

ترسم نه رسی باکعبه ای اعرابی
کین راه که تو میروی بترکستانست

বন্ধুগণ! আজ দ্রুত গতিতে যে পথ অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে চলিয়াছি এ পথ আমাদের গন্তব্য পথ নহে, এ পথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে। আমরা আমাদের আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন মোটেই উপলব্ধি করি নাই। এখন সর্বাগ্রে আমাদিগকে আত্ম পরিচয় বিশেষরূপে অবগত হইতে হইবে। এই পরিচয়ের মাধ্যমেই আমাদের জাগ্রত হইতে হইবে আত্ম-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চেতনা এবং আসিবে প্রাণ স্পন্দন, অতঃপর জাগ্রত হইবে কর্তব্যবোধ।

মহোদয়গণ! জগতে প্রত্যেক জাতিরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার এবং স্ব স্ব মত প্রচারের স্বাধীনতা রহিয়াছে। আমরাও আমাদের সুন্দর তম আদর্শ ও মহত্তম বৈশিষ্ট্য লইয়া সসম্মানে জগতে বাঁচিয়া থাকিতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি, আহলে হাদীস মত ও পথ খাঁটি ইসলামেরই নামান্তর। নিজেদের আত্ম-বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য উহার আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং সকলের নিকট তাহা ঘোষণা করার দায়িত্বও আমাদের স্কন্ধে অর্পিত রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে দেশ ও সমাজের বহুবিধ সমস্যার, চতুর্দিকের অনৈসলামিক পরিবেশে বিজাতীয় ভাবধারার বন্যা প্রবাহে বৈজ্ঞানিক পন্থায় হিকমতের সহিত খাঁটি ইসলামকে লোক সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার দায়িত্ব শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মুসলিম সমাজ-জীবনে, মুসলমানদের চিন্তাধারায়, চাল-চলন প্রভৃতিতে একটা আমূল পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। আজ এ মহাসম্মেলনে ওলামায়ে কেরাম এবং চিন্তাশীল বক্তাবৃন্দ সে দায়িত্ব পালন করিবেন। কাহারো প্রতি কোনরূপ অবাঞ্ছিত মন্তব্য না করিয়া কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের বিভিন্ন দিকে তাঁহারা আলোক সম্পাত করিবেন। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেশ ও জাতির উপস্থিত সমস্যার উপর এই কনফারেন্সের অভিমত প্রস্তাবাকারেও প্রকাশিত হইবে।

মহোদয়গণ! পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠার পূর্বে জামাতের অবস্থা ছিল শতধাবিচ্ছিন্ন। হযরত পীর সাহেবানও স্ব স্ব এলাকায় নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিয়া নিজ নিজ জামাতী খেদমত আনজাম দিতেছিলেন। আহলে হাদীস হিসাবে কাহারো সৌহার্দ্য ও মতের মিল ছিল না। খুঁটি নাটি মসলা মসায়েল লইয়া পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ কলহ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। জাতি ও মযহাবের উন্নতি কল্পে সংঘবদ্ধ হইয়া কোন কার্য সম্পাদন করা সম্ভবপর ছিল না। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের হাযার হাযার শোকর তাঁহার অসীম রহমতে জমঈয়তে আহলেহাদীসের প্রতিষ্ঠাতা উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুজাহিদে ইসলাম হযরতুল আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শীর (রহঃ) জীবন ব্যাপী সাধনা ও তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে যাবতীয় তিক্ততা তিরোহিত হইয়া সকলে একই পতাকা তলে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহার সাধনার ফলেই আজ নবাবগঞ্জের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র শহরে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কনফারেন্সের ঐতিহাসিক অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভবপর হইয়াছে।

বন্ধুগণ! পাকিস্তান অর্জনের পূর্বে নবাবগঞ্জ শহরে আহলে হাদীসগণের কোনই অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীগণ এখান হইতে প্রস্থান করিবার পর ধর্মপরায়ণ আহলে হাদীস মোহাজেরগণ দলে দলে আগমন করিতে থাকেন। আজ আল্লাহর ফযল ও করমে অত্র শহরে আহলে হাদীস জনসংখ্যা শতকরা ৩৫ জনের কম নহে। মহকুমার এলাকাগুলিতেও শতকরা ৪৫ হইতে ৫০ জন আহলে হাদীস বসবাস করিয়া থাকেন। আপনারা আনন্দিত হইবেন যে, অত্র মহকুমার আহলে হাদীসগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৩টী আলিয়া মাদ্রাসা সুখ্যাতির সহিত পরিচালিত হইতেছে এবং আরও আনন্দিত হইবেন যে, দিল্লীর প্রাক্তন মাদ্রাসা দারুল হাদীস রহমানিয়ার নেসাব অনুযায়ী অন্ততঃ ৭টি দারুল হাদীস সুদক্ষ অধ্যাপকগণ দ্বারা সগৌরবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের কোন জেলায় এতগুলি উচ্চাঙ্গের মাদ্রাসা আহলে হাদীসগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবার সংবাদ আমরা অবগত নহি।

অত্র শহর নবাবগঞ্জে মোহাজের ভ্রাতাগণের আগমনের পর পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের একনিষ্ট সেবক অক্লান্ত কর্মী জনাব মওলানা মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব রহমানীর প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে এবং স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী আহলে জামায়াতের সাহায্য ও সহানুভূতিতে একটী জামে মসজিদ এবং একটী উচ্চাঙ্গের আদর্শ দারুল হাদীসের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। বিগত বৎসর উক্ত দারুল হাদীস হইতে ৮জন ফাযেল ছাত্র কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া ফারিগ হইয়াছেন। ইহাও যে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের অবিস্মরণীয় কীর্তি ও খেদমতের অন্যতম ফল—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বন্ধুগণ! পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের বিভিন্ন মুখী খেদমত প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু তাহা আপনাদের নিকট অবিদিত নাই। এই জমঈয়তকে শক্তিশালী করিবার এবং আহলে হাদীস আন্দোলনকে আরও জোরদার করিবার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে।

আমার মতে ইহাকে জোরদার করিতে হইলে নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজনঃ (১ম) জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাতুল হাদীসকে আরও শক্তিশালী করা, (২য়) মুবাল্লিগ বাহিনী গঠন ও তাহাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা, (৩য়) সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকাটিকে অন্ততঃ অর্ধ সাপ্তাহিকে পরিণত ও উহার সাইজ পরিবর্ত্তন করা (৪র্থ) প্রেমের উন্নতি সাধন ও বড় করা এবং হাদীসের তর্জমা, জীবনী, ইতিহাস, মসলা-মাসায়েল ও আধুনিক সমস্যার কোরআন ও হাদীসের সমাধান মূলক বই পুস্তকাদি রচনা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা। কাজ কঠিন হইলেও ইহা সত্য প্রচারক-দলের অপরিহার্য্য দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এবং নীতিহীনতা, শির্ক বিদআতের প্রসার প্রভৃতির প্রতিরোধে আহলে হাদীস আন্দোলনকে জোরদার করিয়া তোলা আশু কর্তব্য।

আহলে জামায়াতকে—অনৈক্যের অশুভ পরিণতি হইতে সতর্ক থাকিয়া এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া জমঈয়তের পতাকাতলে সকলকে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

বন্ধুগণ! আসুন, আমরা অতীতের কোন্দল কোলাহলকে বিসর্জন দিয়া নব যুগের পত্তন করি। আমরা সংকল্প বদ্ধ হই যে, আমাদের দেহে রক্তের একটি কণিকা বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত আমরা জমঈয়তে আহলে হাদীসকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপাত করিব। আমরা আমাদের এবং স্ত্রী পুত্র ও পরিবারবর্গের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহ ও তদীয় প্রিয় রসুলের (দঃ) কলেমার গৌরবকে এতটুকুও ম্লান হইতে দিবনা। জমঈয়ত চিরঞ্জীব হইবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং হিংসান্ধের দল যত বড়ই শক্তিমান হউক না কেন, আমরা ইহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে দিবনা।

মহোদয়গণ! আজ আমাদের সর্ব-জনমান্য প্রিয় নেতা আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শী (রহঃ)কে বিস্মৃত হইলে উহা অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহার অকাল তিরোধানে আমরা গভীর শোকে অভিভূত। কিন্তু বন্ধুগণ! স্মরণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাখিবেন, তাঁহার অমর আত্মা আজিও আমাদিগকে প্রেরণাদান করিতেছে। যদি আমরা তাঁহার জীবনাদর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহার আমানত—জমঈয়তে আহলে হাদীসকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই, তবেই তাঁহার প্রতি যথোচিত ও প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে। প্রার্থনা করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁহাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের গুল বাগিচায় স্থানদান করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

তাঁহার মহাপ্রয়াণে আমরা যোগ্য কর্ণধারের অভাব উপলব্ধি করিয়া যখন নিরাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন তাঁহার অপার ও অসীম রহমতে তাঁহার উপযুক্ত যোগ্য স্থলাভিসিক্ত পুত্ররত্ন হযরতুল আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী এম, এ, ডি ফিল-সাহেবকে ভগ্ন তরীর কর্ণধাররূপে দান করিলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা আস্থাবান ও নিজেকে ধন্য এবং গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আল্লাহ পাক তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দান এবং সমাজ-সেবা করিবার তওফীক এনায়েত করুন। (আমীন)

আমার বক্তব্য সমাপ্তির পূর্বে দুইটি মর্মন্তুদ ঘটনার কথা উল্লেখ করা অপরিহার্য্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। প্রথমটি হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও শ্রেষ্ঠতম আলেম ও মুহাদ্দিস পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুযোগ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট হযরতুল আল্লামা মওলানা কবিরুদ্দীন আহমদ রহমানী সাহেবের তিরোভাব। দ্বিতীয়টি হইতেছে পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রেসিডেন্ট ও আমীর-জামায়াত, গজনবী খান্দানের চশ্ম ও চেরাগ, সুবিখ্যাত আলেম, শ্রেষ্ঠতম কূটনীতি-বিশারদ শয়খুল ইসলাম হযরতুল আল্লামা মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ দাউদ গজনভী সাহেবের মহাপ্রস্থান। জ্ঞানবত্তা ও সাধনার এই দুই পূর্ণ চন্দ্রের চরম ক্ষয়প্রাপ্তিতে আমাদের হৃদয়াকাশ বিষাদ ও শোকের অমানিশিতে পরিণত হইয়াছে। নশ্বর জগতে মানুষের শেষ পরিণতির এই ব্যবস্থাকে কেহ এড়াইতে পারিবে না। অবিনশ্বর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইহাই বিধান।

كل من عليها فان ويبقي وجه ربك
ذو الجلال ولاكرام •

چوں ختم انبياء هم رفت كسے باقي نمي ماند
بجز ذات مقـــدس قادر وقيـــوم صمداني

কিন্তু সত্যই কি মৃত্যু মানব-জীবনের শেষ পরিণতি? বন্ধুগণ! আমরা মুসলমান, জড়দেহের শেষ পরিণাম মনে করিতে পারি, কিন্তু আত্মার মৃত্যু ও কর্ম-সাধনার পরিসমাপ্তিকে আমরা কদাচ বিশ্বাস করি না। যদি মৃত্যুই চরম ব্যাপার হয়, তবে মানব জীবনের সার্থকতা কি?

ত্যাগী বীর-কর্মী মুজাহিদে ইসলাম মওলানা কবীর উদ্দীন রহমানী ও আল্লামা দাউদ গযনবী (রহঃ) কর্ম-যোগের যে জীবন্ত আদর্শ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আসুন, আমরা তদ্দারা অনুপ্রাণিত হই এবং তাঁহাদের অমরত্ব ঘোষণা করি।

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

আসুন আমরা তাঁহাদের এবং আমাদের পরলোক প্রাপ্ত সহকর্মীদের বিশেষতঃ যাঁহারা এ'লায়ে কলেমাতুল হকের জন্য এবং মুসলমানগণের জাতীয়-জীবনের মুক্তি সাধনায় আত্মদান করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের আত্মার মুক্তি ও নাজাতের জন্য আল্লার দরবারে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করি।

بنا کردند خوش رسمے باخاک خون غلطیدن
خدا رحمت کنند ایں عاشقان پاک طینت را

www.ahlehadeethbd.org

Contents

اللهم اغفر لهم وارحمهم

মহোদয়গণ! আপনাদের অভ্যর্থনা সমিতি আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ ও স্বাগতম জ্ঞাপন করার জন্য আমার মতো একজন অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তাঁহাদের পুরোভাগে স্থানদান করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, আজ আমাদের সম্মুখে যে সংকটময় মুহূর্ত সমাগত হইয়াছে, তাহাতে বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদেরও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকার আর অবসর নাই। আমরা যতই দুর্বল হই আমাদের আয়োজন যতই অকিঞ্চিৎকর হউক, কনফারেন্সের সফলতার পথে সুযোগ সন্ধানীরা যতই বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকুক, আমাদের হৃদয়ের অনাবিল প্রীতি ও শ্রদ্ধা আমাদের সম্ভ্রান্ত অতিথিদিগকে সিক্ত করিবেই। আমাদের মাননীয় অতিথিগণ আমাদের সমুদয় ত্রুটি বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করিয়া এই সংকট মুহূর্তে জাতির সম্মুখে বাস্তব এবং সত্যপথের সন্ধান দান করিবেন।

উপসংহারে পশ্চিম পাকিস্তানী মুহতারাম ও মুকাররম মেহমানানে কেরাম ওলামাগণ যাঁহারা বহু তকলীফ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদিগকে প্রেরণা দানের জন্য তশরীফ লইয়া আসিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের অন্তরের অন্তস্থল হইতে অশেষ শোকরিয়া ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। অতঃপর পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা হইতে যে সমস্ত বিশিষ্ট অতিথি ও প্রতিনিধিগণ শুভাগমন করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেককে এবং সমাগত সমুদয় ভ্রাতাদিগকে হৃদয়ের অনাবিল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্বশেষে সর্বসিদ্ধিদাতা পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে ইসলামের জয় এবং কনফারেন্সের সাফল্য কামনা করিয়া আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

www.ahlehadeethbd.org

উদ্বোধনী অভিভাষণ

[পূর্ব পাকিস্তান আহলে-হাদীস কনফারেন্স]

নওয়াবগঞ্জ, ৩রা এপ্রিল, ১৯৬৪

শায়খুল ইসলাম মওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল গুজরানওয়ালা

[আমীর, পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীস]

الحمد لله الذى لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل وسلم على من ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى اله وصحبه الاتقياء هذا الخلق فاسئل بهم خبيرا ۔

ভদ্রমণ্ডলী !

আজ তওহীদবাদী ও সুন্নতের অনুসারীদের এরূপ আনন্দপূর্ণ পরিবেশ আমি লক্ষ্য করছি যা একমাত্র আল্লার খাস অনুগ্রহে সংঘটিত হয়েছে। দেশের দু-অংশের এই বিরাট দুরত্ব ও পরিবেশের বৈসাদৃশ্য সত্বেও যে বস্তু আমাদের সম্মিলিত করেছে তা হচ্ছে শুধুমাত্র ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, তওহীদ ও সুন্নতের অনুসরণ এবং দাওয়াতের ঐকিক যোগসূত্র। এই পবিত্র আকর্ষণের সংস্পর্শে আমি আমার সম্মুখে

فاصبحتم بنعمته اخوانا

(অর্থাৎ তার অনুগ্রহে তোমরা হয়েছ পরস্পরে ভাই ভাই) এর বাস্তবায়িত পবিত্র দৃশ্য অবলোকন করছি।

হযরাত !

আমি আমার অযোগ্যতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত এবং এটাও আমি সম্যক বিদিত যে, এখানে আমার চাইতে বহুগুণে উৎকৃষ্ট ও গুণান্বিত মহাত্মন বর্তমান আছেন। তা সত্বেও আমি যে পদে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ লাভ করেছি তা হচ্ছে আমার প্রতি আপনাদের মহৎ আচরণের ফল আর আপনাদের উদার মনোভাবের পরিচায়ক। অন্যথায়

من انم كه من دانم

"অর্থাৎ আমি কে বা কেমন তা আমি (ভালভাবেই) জ্ঞাত আছি"।

ভ্রাতৃমণ্ডলী !

আপনারা আমাকে বলতে অনুমতি দিন, আমি আপনাদের এই জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলনে দুটি বেদনাদায়ক অপূর্ণতা ও শূণ্যতার কথা উল্লেখ করবো যা আমি অনুভব করতে পারছি। প্রথমটি হচ্ছে ঃ পূর্ব পাকিস্তানের জামাআতে আহলে-হাদীসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, এলম ও ফযলের মহান প্রতীক, অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তির অধিকারী হযরতুল আল্লামা মওঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর অভাব। তিনি আজ নেই—কিন্তু তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ফল আমি চোখের সামনে অবলোকন করছি। দ্বিতীয় অভাবটি হচ্ছে সেই মহান ব্যক্তির—আমার অন্তরলোকে যাঁর গভীর চিহ্ন রেখাপাত করেছিল বৎসরকাল পূর্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলেহাদীসের ঐতিহাসিক কনফারেন্সে। অতি নিকট থেকে ফেরেশতা খাসলত সেই মনীষীকে দেখেছিলাম। তাঁর মূল্যবান বাক্যগুলো দ্বারা আমার ও অপরাপর বন্ধুবান্ধবের রূহানী খোরাক মিলেছিল। আজ আমার দৃষ্টি আঁধারে ঘেরা—আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনা। আমার উদ্দেশ্য মনীষী হচ্ছেন হযরতুল আল্লাম জনাব মওলানা কবীরুদ্দীন আহমদ রহমানী সাহেব।

www.ahlehadeethbd.org

ما كان قيس هلكه هلك واحد
ولكنه بنيان قوم تهدما

[কয়েসের মৃত্যু একা একজনের মৃত্যু নয় বরং সে হচ্ছে জাতির স্তম্ভ যা টুটে গিয়েছে]

আল্লাহ উভয়কে আপন অনুগ্রহের আবরণে আবৃত করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের পদাংকানুসরণ করে চলার তৌফীক এনায়েত করুন!

অল-ইণ্ডিয়া আহলেহাদীস কনফারেন্স:

আজ থেকে আঠার বৎসর পূর্ব পর্যন্ত কিতাব ও সুন্নতের প্রচার এবং আহ্বানের প্রধান দায়িত্ব অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীস কনফারেন্সের উপর ন্যস্ত ছিল। অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীস কনফারেন্সের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন জামাআতের গৌরব রবি উস্তাদ কুল-ভূষণ মওলানা হাফিয আবদুল্লাহ সাহেব গাযীপুরী, হযরতুল ইমাম মওলানা আবদুল আযীয সাহেব রহীমাবাদী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম (রহঃ)। হযরত মওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব সিয়ালকোটী, হযরত মওলানা সানাউল্লাহ সাহেব অমৃতসরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম (রহঃ) উক্ত কনফারেন্সের নেতৃত্ব দান করেন আর হাজী আলীজান মরহুমের বংশধরগণ এবং হাতিমে মিল্লাত হাফিয হামীদুল্লাহ (রহঃ) উহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

اللهم اغفرلهم وارحمهم وادخلهم الجنة

এখন [দেশ বিভাগের পর হতে] কনফারেন্সের প্রচার তৎপরতা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। হিন্দুস্তানে এই খেদমত পূর্ববৎ কনফারেন্সই করে যাচ্ছে। পূর্বপাকিস্তানে এই খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এই জামাআতের গৌরব রবি হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী (রহঃ) এবং এখন তা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর পদাঙ্কানুসরণকারী বন্ধু বান্ধব। আর পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের জামআতের সর্বসম্মানিত নেতা মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ দাউদ গযনভীর (রহঃ) নেতৃত্বে একার্য শুরু করে বহামদিল্লাহ আমাদের সাধ্যমত খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ইখলাস ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফীক এনায়েত করুন!

আহলেহাদীস মতবাদ:

হযরাত! আহলেহাদীস মতবাদ একটি সনাতন চিন্তাধারা যা কতগুলো মৌলিক নীতি বিধানকে সর্বদাই সম্মুখে রেখেছে। সেগুলো হচ্ছে এই; (১) ইসলামের সহজ সরল আহ্বান, (২) মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করে তাঁদের সংস্কার ও সংশোধন করা এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ হতে রক্ষা করা, (৩) ব্যক্তিবিশেষের মত ও চিন্তাধারার বাধ্যবাধকতা মুক্ত হয়ে কিতাব ও সুন্নতের দিকে সবাইকে আহ্বান করা এবং ৪ কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট দলীলগুলো হৃদয়ঙ্গমে স্বর্ণ যুগসমূহের তথা পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের অনুসরণ করা।

আপনারা ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের প্রতি একটু গভীর চিন্তা করে দেখুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাকিয়ে ইফ্রাত ও তফ্রীতের প্রচলনের উপর গভীর দৃষ্টি সংযোগ করুন, তা'হলে আপনারা ভাল ভাবেই অনুভব করতে পারবেন যে, আহলে-হাদীস ফকীহ্ বিদ্বানগণ এবং সুন্নতপন্থী ইমামগণ থেকে কখনো ন্যায়নিষ্ঠতা দূরে সরে যায়নি। সাহাবা ও আহলেবায়েতগণের পদমর্যাদা ও আসন নির্ধারণে যখন বেইনসাফী ও সীমা লঙ্ঘন শুরু হয়—এমনকি একে অপরকে কাফের পর্যন্ত বলতে থাকে তখন আহলেহাদীস ইমামগণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে যখন মামুনুর রশীদের অবিচারের ফলে ইউনানী চিন্তাধারা ধর্মীয় ভাবধারাতে অরাজকতার সৃষ্টি করে তখন আয়েম্মায়ে হাদীস ও সুন্নতপন্থী বিদ্বানগণের আত্মত্যাগের ফলেই ন্যায় ও সততার সম্ভ্রম রক্ষিত হয়েছিল। অনুরূপ প্রচলিত তথাকথিত তাসাউফের অনাচার বন্ধের মুহূর্তে যখন বিদআতের সয়লাব প্রবাহিত হয় তখন যাঁরা সুন্নতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তাঁরা ছিলেন আহলে-হাদীস। এই তথাকথিত

তাসাওউফের ব্যবসা ইসলামের বিধ্বংসী সাধনে এবং তওহীদ ও সুন্নতের বিরোধিতায় যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল তার জওয়াব দেওয়া কেবলমাত্র সে সব মহাজনদের পক্ষেই সম্ভব ছিল যাঁদের অন্তর আল্লাহ ছাড়া অপর সকলের প্রেম থেকে পবিত্র আর যাঁরা সত্যের প্রতিষ্ঠায় ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। আমার সংক্ষিপ্ত নিবেদনগুলোতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, প্রথম শতক থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বহামদিল্লাহ্ কুরআন ও সুন্নতের প্রতি আহ্বানকারীগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

نعم ما قال الامام عبد العزيز الرحيمابادى

پیشترا زپیشتراز پیشتر
نصرت حق راهمے بستم کمر

(হযরত ইমাম মওলানা আবদুল আযীয রহিমাবাদী (রহঃ) কি চমৎকার কথাই বলেছেন! "আগে, তারও আগে—আরও আগে সত্যের সহায়তায় আমরা প্রস্তুত রয়েছি।")

হযরাত! আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, আহলে-হাদীস কোন ফেরকা বা দল বিশেষের নাম নয় বরং এটা ইসলামের সেই উদার ও সংকীর্ণতা-মুক্ত আওয়াজ যা তখনও ছিল যখন মহামতি ইমাম চতুষ্টয়, তাঁদের শিষ্য শাগরেদগণ এবং তাঁদের ইলমী খিদমত ও ফিক্‌হী চিন্তাধারা বিশ্বজগতে সম্পূর্ণ অজানিত ছিল আর তাঁদের ফরয়ী মসায়েলে গবেষণা-মূলক জ্ঞানের বিকাশের কল্পনা হতেও সকলের অন্তরলোক শূণ্য ছিল। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তয়মীয়াহ্ (রহঃ) বলেন,

ومن اهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة ومالكا والشافعي واحمد فانه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذالك كان مبتدعا عند اهل السنة والجماعة •

অর্থাৎ "আহলে সুন্নতের একটি সনাতন ও প্রসিদ্ধ মযহব আছে যা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ইমাম চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করার পূর্বেও বর্তমান ছিল। এটা সাহাবায়ে কেরামের মযহব যা তাঁরা হযরত (দঃ) থেকে তাঁরা শিখেছিলেন। যে ব্যক্তি এই মযহবের বিরোধিতা করবে আহলে সুন্নতের মতে সে হবে বিদ্‌আতী।"—মিনহাজুস্‌সুন্নাহ্ (১) ২৫২ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র বলেন;

واما اهل الحديث والسنة والجماعة فقد اختصوا باتباع الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم صلي الله عليه وسلم في الاصول والفروع وما كان عليه اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم •

অর্থাৎ "আহলেহাদীস এবং আহলেসুন্নত ওয়াল জামাআতের কথা—আল্লার কিতাব ও প্রমাণিত সুন্নতসমূহের অনুসরণ হচ্ছে তাঁদের বৈশিষ্ট্য। মূল মাসায়েল ও শাখা-প্রশাখায় তাঁরা আঁ হযরত (দঃ) এবং সাহাবাগণের অনুসরণ করে থাকেন—"মিনহাজুস্‌সুন্নাহ (২) ১০৩ পৃষ্ঠা।

শায়খুল ইসলামের বর্ণনায় একথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, আহলেহাদীস—আহলে সুন্নতের চিন্তাধারা প্রচলিত মযহবী চিন্তাধারার আগেই বিদ্যমান ছিল আর তাঁরা মূল মাসায়েল ও শাখা প্রশাখায় রসূলুল্লাহ ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর উপর আস্থাশীল ছিলেন—তাঁরা কোন বিদ্বান বিশেষের অভিমতকে দলীল মনে করতেন না। শেষ যুগেও আহলেহাদীসগণ এই মযহবের অনুসরণের আহ্বান জানালেন। এটা সেই মতবাদ যার সম্বন্ধে হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) "তফ্‌হীমাতুস্‌সুন্নাহর ২য় খণ্ড ২৪ পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে উপরোক্ত মত পোষণ করেছেন।

যখনই এই আহ্বান ঘোষিত হয়েছে তখনই কিছু সংখ্যক লোক উহার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। যমখশরী তাঁর সমসাময়িক যুগের বিদ্বানগণের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারস্পরিক দোষারোপের প্রসঙ্গ আলোচনা করে আহলেহাদীসের প্রতি আরোপিত একটি চমৎকার অপবাদের উল্লেখ করেছেন। সেটা এই:

وان قلت من اهل الحديث واهله
يقولون تيس ليس يدري ويفهم

"যদি আমি নিজেকে আহলেহাদীসের সাথে সম্পর্কিত বলে প্রকাশ করি তাহলে লোকেরা আমাকে বলে এটা একটা ভেড়া—বুদ্ধি বিবেচনা বলতে তার কিছুই নেই।"

সাধারণতঃ মুতাকাল্লেমীনের পুস্তকগুলোতে আহলেহাদীসদেরকে হাশবীয়া বলে কুখ্যাত করা হয়েছে। অসম্মানসূচক বিশেষণ ব্যবহার করার বদ অভ্যাস জগতে আজও বিদ্যমান আছে। শুধু সাধারণ লোকদের মধ্যেই নয়, লেখা পড়া জানা লোকও এ ব্যাপারে সংযত নয়। এরা হক পন্থীদেরকে ওয়াহ্হাবী, লা-মযহাবী, বেদীন প্রভৃতি বাক্যবাণে বিদ্ধ করতেও কোন রকম সংকোচ বোধ করেন নাই। এজন্য আমাদের কোন আফসোস নেই, আর ঐ সব তহমত অপনোদন করার কোন আবশ্যকতা আছে বলেও আমি মনে করিনা। হাফিয ইবনুল কাইয়েম কসীদায়ে নূনিয়া, সাওয়ায়েকে মুরসলা, ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন প্রভৃতি গ্রন্থে, হাফেয ইবনে তায়মীয়াহ 'নকজুল্‌মানতেক' প্রভৃতিতে হাশবীয়াদের প্রকৃত অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই শেষযুগে পৌনে এক শতাব্দীর অধিককাল সব মিথ্যা অপবাদের স্বরূপ উদঘাটন করতেই অতীত হয়ে গেল। সম্ভবতঃ আজ পর্যন্তও আমরা তাঁদেরকে বুঝিয়ে উঠতে পারিনি অথবা তাঁরা সঠিক বোধশক্তির তৌফীক থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। আমি তাঁদের আল্লার হাতে সোপর্দ করছি। আর সময় নষ্ট করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। যা আমি বলতে যাচ্ছি খোলাখোলি ভাবেই বলছি।

আমরা মোনাজাত করছি, আল্লাহ তাআলা হককে হক হিসাবে বুঝবার তওফীক তাদের প্রদান করুন।

كم من عائب قولا صحيحا
وآفته من الفهم السقيم

"সত্য কথাতেও ছিদ্রান্বেষণকারীর অভাব নাই। তাদের আপদ হচ্ছে তাদের রোগ দুর্বল বোধশক্তি।"

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান

সময় ও সামর্থ অনুসারে এই জামাআত জাতির রাজনৈতিক খেদমতের ত্রুটি করে নাই। আয়েম্মায়ে হাদীসগণ কোন মুসলিম রাষ্ট্রের মোকাবেলায় রাজকীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা না করে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান, অন্যায়ের সমালোচনা এবং প্রয়োজন বোধে শাসনকর্তাদের সম্মুখে হক কথা বলার দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। যখনই সময় ও সুযোগ এসেছে, তখনই বিনাদ্বিধায় জিহাদের দায়িত্ব পালনে অসি হস্তে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। পাক-ভারত উপমহাদেশ বিজয় উদ্দেশ্যে প্রথম যে বাহিনী ভারত মহাসাগরের উপকূলস্থ দীবলে অবতরণ করে তারা সবাই ছিল হক পথের অনুসারী আহলেহাদীস। এই ফৌজ বাহিনী হিজরী ৯২ সনে অলীদ বিন আব্দুল মালিকের নির্দেশক্রমে বীর কেশরী মুহাম্মদ বিন্ কাসেমের নেতৃত্বে ভারতে পৌঁছে। তাদের বিজয় পতাকা মুলতান থেকে কন্নৌজ পর্যন্ত উড্ডীন হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, যারা 'আহলে সুন্নত' নামের দাবীদার এবং আহলে হক দিগকে আহলে সুন্নতের বহির্ভূত করে দিতে উদ্যত তাদের কারও কোন অস্তিত্ব তথায় ছিল না, তাদের মহামান্য ইমামদেরও কেহই তখন বিদ্যমান ছিলেন না।

সে সময় হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) মাত্র ১২ বছরের বালক। তার পর থেকে প্রত্যেক যুগেই হকপন্থীগণ পূর্বোল্লেখিত খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ্, হাফিয ইবনুল কাইয়েম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের জাতীয় খিদমতের কথা ইতিহাস ভুলতে পারে না। এই শেষ যুগে হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ ও সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং তাঁদের অনুসারীগণ শিখ ও ইংরাজদের

www.ahlehadeethbd.org

বিরুদ্ধে উত্থান করেছেন। এই খালেস ধর্মীয় আন্দোলন নিখিল ভারত ইসলামী আইন এবং কিতাব ও সুন্নতের বিধান জারী করার নিমিত্ত আরম্ভ হয়েছিল। সময়ের দুর্বিপাকে ১৮৩১ ইং (মোতাবেক ১২৪৭ হিঃ) সালে এই আন্দোলন সঙ্কট নিপতিত হয়। আল্লামা শাহ ইসমাঈল ও মওলানা সৈয়দ আহমদ বহু সংখ্যক বন্ধুবান্ধব সহ বালাকোট উপত্যকায় শাহাদত বরণ করেন। এই করুণ শাহাদতের মূলে বিরোধী মুসলিমদের কারসাজি যথেষ্ট ছিল।

অতঃপর এই আন্দোলন গোপনে চলতে থাকে। মওলানা এনায়েত আলী ও মওলানা বেলায়েত আলী পাটনাবী সাদেকপুরী এবং তাঁদের খলীফাগণ উহার নেতৃত্ব করেন তাঁরা ছিলেন খালেস আহলে হাদীস। তারপর নানা কারণে আস্তে আস্তে অনেকে জিহাদী আন্দোলন থেকে নির্লিপ্ত হতে থাকে।

১৯২৭ সনের পর কার্যতঃ এ আন্দোলন খতম হয়ে গেছে। এখন কেন্দ্রে পাঁচজন লোক ছাড়া আর কিছুই নেই। বর্তমানে উক্ত আন্দোলনের আর কিছু মাত্রও গুরুত্ব নেই।

স্বয়ং আহলে হাদীস ওলামাদের মধ্যে অনেক বুজর্গান গোড়াতেই পঠন-পাঠনে বিশেষ মনোযোগ দেন। তাঁরা অধ্যাপনা ও বিতর্কে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতে থাকেন। রসুলুল্লার (দ) সুন্নতের প্রচার আর হাদীস তফসীরের খেদমতকে তাঁরা নিজেদের প্রধান দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ ইং পর্যন্ত এ অবস্থায়ই চলতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনেও আহলেহাদীস নেতৃবৃন্দ অগ্রগামী ছিলেন এবং জেল-জুলুম ও কারা বরণের কষ্ট বরদাশ্‌ত করতেও তারা পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁরা দেশের আযাদী লাভের জন্য পুরাপুরা সচেষ্ট থাকেন। মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা আবদুল কাদের কসুরী, মওলানা মোহাম্মদ আলী কসুরী, মওলানা মুহীউদ্দীন আহমদ কসুরী, মওলানা আবদুল অ উমাল গযনভী, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ দাউদ গযনভী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল বাকী, মওলানা মো. আবদুল্লাহেল কাফী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের গঠনমূলক কাজে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খেদমত আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। পাকিস্তান কায়েম হয়েছে, ইসলামী নেযাম প্রবর্তনের জন্য দেশের ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হয়েছে। এখন কিতাব ও সুন্নতের প্রচার এবং ইসলামী নেযাম প্রবর্তনের জন্য তওহীদপন্থীদের খেদমত উৎসৃষ্ট।

তাঁদের আন্তরিক বাসনা এই যে, দেশে ইসলামের পতাকা সমুন্নত হোক, কোরআন ও হাদীসের আদর্শ বাস্তব জীবনে রূপায়িত হোক!

একথা সত্য যে, রাজনৈতিক পার্টিসমূহের ন্যায় আমরা এ ময়দানে চৌকস খেলোয়াড় নই। নির্বাচনের হৈঃ হুল্লোড়ে আমাদের তেমন আকর্ষণ নাই। তবে নিজেদের অভিমতের মূল্যায়ন এবং উহার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা অনবহিত নই। সঠিক অভিমত প্রকাশে আমরা পশ্চাদপদ নই। ধর্মপ্রাণ ন্যায়নিষ্ঠ ও উদার প্রাণ ব্যক্তিদিগকে আমরা প্রাণ ভরে শ্রদ্ধা করি।

اللهم وفقنا لما تحب وترضى

প্রভুহে! আমাদেরকে সেই কার্যের তৌফীক এনায়েত করুন যা আপনার পসন্দনীয় এবং যাতে আপনি তুষ্ট।

চিন্তাধারা ও আচরণের পরিবর্তনঃ

১৯৪৮ সালের আযাদীর নেয়ামত ও তার পর ১৯৫৮ সালের সামরিক ইনকেলাব দেশের পরিবেশ বদলিয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সময়ে বাহাস-মুনাযেরার মাধ্যমে ধর্মের বিরাট খেদমত হচ্ছিল বলে মনে করা হ'তো, প্রকাশ্য জনসভায় গরম গরম বক্তৃতা ক'রে জনগণকে মুগ্ধ ও তাদের উপর প্রভাবও বিস্তার করা হ'ত মাদ্রাসাগুলো ও সামঞ্জস্যভাবে কোরআন ও সুন্নার খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে এ সকল বিতর্ক, ভাষণ এবং ছোটখাট মাদ্রাসাসমূহ

www.ahlehadeethbd.org

মিল্লতের বহুবিস্তৃত প্রয়োজন মিটাতে পারছে না। প্রচলিত বাহাস মুনাযেরাগুলোর প্রতি জনগণের মানসিক প্রবণতাও কমে গিয়েছে।

হযরাত!

সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদেরকে নিজেদের কর্মপন্থা বদলাতে হবে, প্রচার প্রোপাগাণ্ডার নিয়ম-প্রণালী পরিবর্তন করতে হবে, জনগণকে আকর্ষণের জন্য ওলামা, ধনিক শ্রেণী এবং জামাতের শুভাকাঙ্খী-দেরকে নিজেদের পন্থা বদলাতে হবে এবং তাদের পুরাতন টেকনিকও শোধরাতে হবে।

খিদমতে খাল্‌ক:

হাফিয ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) "যাদুল মাআদ" গ্রন্থে বলেছেন, সৃষ্টির সেবা ঐ সকল উপকরণের অন্তর্ভুক্ত যাহারা মানুষের বক্ষ-প্রশস্তি ঘটে—মানুষের মধ্যে সেবার উৎসাহ উদ্দীপিত হয়। অতএব যদি আপনারা দ্বীনের খেদমত করতে ইচ্ছা করেন এবং জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে চান তা হলে সেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। বিত্তশালীগণ চিকিৎসালয় খুলে দিন। দারিদ্র, পীড়িত ও অনাহার রোগীদের চিকিৎসার সহজ উপায় উদ্ভাবন করুন। ফলে তারা আপনার সব বিষয়ে চিন্তা করে দেখবে।

খৃষ্টান ব্যবসায়ীরা আপনাদের চোখের সামনে চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে। আমার জ্ঞান মতে খৃষ্টান প্রচারকরা ব্যবসাসুলভ বুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এসব কাজ করে যাচ্ছে। তা সত্বেও এতে তারা ঢের সাফল্যলাভ করছে। তাদের নিকট থেকে আমাদের ঢের শিখবার রয়েছে। আমার মনে হয় যদি আমাদের একাজ খালেসভাবে দ্বীনের কার্য হিসাবে উৎসাহের সাথে করা যেতো তাহলে আশা-তীত ভাবে উহা সফল হতো।

পাঠাগার:

বাহাস মুনাযেরার টক্করের সাথে সাথেই বিরোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে—যা অনেক সময় উদ্দেশ্যের জন্য মৃত্যুসম ভয়াবহ প্রমাণিত হয়। যদি উপযুক্ত স্থান-সমূহে পাঠাগার খোলা হয় আর সেগুলোতে প্রামাণ্য ও চিত্তাকর্ষক সহিত্য রক্ষিত থাকে, কোরআন ও হাদীসের অনুবাদ সহজ দেশীয় ভাষায় রাখা হয়, বিভিন্ন রুচির প্রতি আকর্ষণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় তবে এটা হবে সর্বোত্তম পন্থা। নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনাপঞ্জী প্রমাণ করে যে, সংশোধিত ভাষা শাস্ত্র এমন সব চিত্তকে আকর্ষণ করেছে যেগুলোর প্রতি কোন আশাই করা যেতো না।

এতিমখানা:

এতীমরা হচ্ছে জাতির আমানত। এই আমা-নতের হেফাযত ও প্রতিপালন জাতির দায়িত্ব। যে সকল জাতি এতীমদের হিফাযত করতে অভ্যস্ত নয় তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আঁহযরত (দঃ) فداء ابي وامي বলেছেন;

من ترك مالا فهو لورثته ومن ترك كلا او ضياعا فهو علي والي

"মৃত ব্যক্তি যে সম্পদ পরিত্যাগ করে যাবে সে সম্পদ হবে তার উত্তরাধিকারীদের। আর যে ব্যক্তি অসহায় অথবা অনাথদের ছেড়ে যাবে সেগুলোর তত্বাবধানের দায়িত্ব আমার আর তারা আমার দিকে ফিরে আসবে"।

হাদীসে বর্ণিত كلا ও ضياعا এর যিম্মাদারী হচ্ছে এতীমদের প্রতিপালনের একটি দিক। এতীমরা জাতির অনুর্বর ভূমিকে শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে থাকে। এতীমদের সেবা ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা করুন! আল্লাহ আপনাদের সকল মুশকিল আসান করে দেবেন।

মুহতাজ খানা

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে সাধারণভাবে অবৈধ ঘোষণা করেছিল। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়ার পর বলা হয়েছে;

اما سوا ذالك ياقبيصة سحت ياكل صاحبه سحتا الحديث

আঁ-হযরত কাবীসাকে বলছেন; "দেখ, এসব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্ষেত্র ব্যাতিরেকে যদি কেহ ভিক্ষা করে তবে সে হারাম দ্বারা আপন উদর পূর্ণ করলো" কিন্তু বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য, এ ভিক্ষাবৃত্তিকে নীতিগতভাবে বারণ করা আপনাদের কর্তব্য হবে যারা সাহায্য পেতে পারে অর্থাৎ বিকলাংগ, অনাথ, দরিদ্রদের জন্য মুহতাজ-খানা খুলে সম্মান সহকারে তাদের পানাহারের ব্যবস্থা করা। এসব মুহতাজ খানাগুলোতে কিছু প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষা ও কারিগরী বিদ্যার প্রচলন করে তাদের খেদমতে আত্মনিয়োগ করে দেখুন কি ফলাফল দাঁড়ায়।

ধর্মীয় শিক্ষাগার ঃ

এটা হচ্ছে দ্বীনের খেদমতের উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠতম উপায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ছোট ছোট মাদ্রাসা-গুলো ব্যবসায়িক রূপ আনয়ন করে চলেছে। এটা সত্য যে, জনসাধারণ খালেস অন্তঃকরণে উহাতে অংশ গ্রহণ করছেন কিন্তু বর্তমান কর্মপদ্ধতি কতটুকু সঠিক হচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণের খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা আবশ্যক।

যুগের প্রয়োজন ঃ

এই ছোট ছোট মাদ্রাসাগুলো ইল্‌ম্‌ ও দ্বীনের খিদমতের দিক দিয়ে সত্যিই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, ওগুলি সময়ের প্রয়োজন পুরাপুরি মিটাতে পারছে না। উস্তাদ-কুল-ভূষণ শায়খুল কুল মওলানা নযীর হুসাইন (রহঃ) তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি বলে ইলমের যে চর্চা করেছিলেন সময়ের আবর্তন ও পরিবর্তন উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। মিয়া সাহেবের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্য থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য কেউ কেউ আজও বেঁচে থাকতে পারেন। যদি কেউ থেকেও থাকেন তাঁরাও অচিরেই বিদায় নেবেন। আলেমের অন্তর্ধানে ইলম অন্তর্হিত হবে। ছোট ছোট স্থানীয় মাদ্রাসাগুলোর দ্বারা ইলমের বাঞ্ছিত প্রসার সম্ভব নয়, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও জামাআতের মধ্যে হয়ে উঠছে না—এজন্য আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বিরাট শূণ্যতা অনুভব করছি। এখন সামরিক ও ক্ষুদ্র শিক্ষাগারগুলো জ্ঞান পিপাসা বর্ধিত করছে কিন্তু উহার দ্বারা পূর্ণতা সম্পন্ন আলেম উলামা তৈরী হতে পারছেন না অথচ প্রয়োজন হচ্ছে সার্থক শিক্ষকের, প্রভাবশীল খতীবের, প্রজ্ঞামণ্ডিত লেখকের যুক্তিবাদী মুনাযিরের এবং উদার প্রকৃতির গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেমের। কিন্তু আমা-দের প্রচলিত মাদ্রাসাগুলো যে আলেম তৈয়ার করছে তাতে এসব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না—আমাদের মনের পিপাসা মনেই রয়ে যাচ্ছে, শূণ্যতাও পরিপূরিত হচ্ছে না।

اللهم احفظنا من خزى الدنيا والاخرة

আমাদের শিক্ষাকে করতে হবে সুব্যবস্থিত। ছোট ছোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক হতে হবে বড়গুলোর সঙ্গে তথা বৃহত্তম জামেউল উলুমের সাথে। পাঠ্যতালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের চলাফেরা ও চালচলন নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। সার্টিফিকেটের জন্য পড়া ও পরীক্ষা পাশ করা—ছাত্রদের মন থেকে এ মনোবৃত্তি ছাড়াতে হবে। সঠিকভাবে এ ব্যবস্থা তখনই চলতে পারে যখন হুকুমত এ দায়িত্বকে মনোযোগ ও সহানুভূতির সাথে বুঝতে সক্ষম হবে। কিন্তু এ কাজটিই হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন। সরকারের সুদৃষ্টি আকর্ষণ যদি সম্ভবপর নাই হয় তবু আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এসময় আমরা নীতিগতভাবে পরস্পরের সহযোগিতার ভিতর দিয়ে যতটুকু করা সম্ভব করবো। আহলে হাদীস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং অনুরূপ ভাবে অন্যান্য জামাআতগুলো যদি এ নিয়মে কাজ চালিয়ে যায় তবে আশা করা যেতে পারে হয়তো কোন এক সময়ে এই ব্যবস্থা হতে অজ্ঞতার এবং ধর্মের প্রতি ঔদাসিন্য রূপ রোগ দূরীভূত করা সম্ভব হতে পারে।

আমাকে ক্ষমা করুন! আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি। কনফারেন্সের ব্যবস্থাপকদের প্রতি আমার শুকরীয়াহ আদা করছি যাঁদের সুনজর অনুগ্রহে আমি আমার নিবেদনগুলো পেশ করতে পারলাম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি আপনাদের সকলের শুকরীয়াহ আদা করছি যে, আপনারা আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছেন।

বন্ধুগণ!

আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি। এখন আমি আল্লার নাম নিয়ে এই মহতী কনফারেন্সের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আপনাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করুন। যে উদ্দেশ্যে এখানে আপনারা সমবেত হয়েছেন তা সার্থক করুন। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তওফীক দান করুন!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين •

অনুবাদ :

মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ এম, এম,

—):০:(—

www.ahlehadeethbd.org

মূল সভাপতির অভিভাষণ

(ডক্টর মওলানা) মুহাম্মদ আবদুল বারী

بسم الله الرحمن الرحيم

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীসের সুযোগ্য আমীর হযরত মওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব গুজরানওয়ালা, ডেলিগেট বন্ধুগণ, ওলামায়ে কেরাম ও সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলী!

যে মহাপ্রভু পরম কারুণিক আরহামুর রাহেমীনের অশেষ কৃপায় বিভিন্ন বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীসের তৃতীয় অধিবেশন আজ ইতিহাস বিশ্রুত বরেন্দ্র ভূমের বর্তমান প্রাণকেন্দ্র নওয়াবগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সর্বপ্রথম তাঁর বারগাহে জানাই হাজারো সেজ্দা ই-শোকর। আর যাঁদের অদম্য উৎসাহ, নিরলস কর্মচাঞ্চল্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দীর্ঘ পনর বছর পর পূর্ব পাকিস্তানের আহলেহাদীসগণ এই মহাসম্মি-লনীতে সমবেত হ'তে পেয়েছেন তাঁদের খেদমতে ব্যক্তিগত ভাবে এবং পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীসের তরফ হ'তে নিবেদন করি আন্ত-রিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ।

মূল সভাপতির দায়িত্ব যোগ্যতর কোন আলেম ও নেতার 'পরে অর্পিত হ'লে সব দিক দিয়ে হোত সুন্দর ও শোভন। অভ্যর্থনা সমি-তির উদ্দেশ্যও ছিল তাই; সে কারণে তাঁদের প্রকাশিত ইশতিহারে সভাপতির নাম ঘোষিত হয়নি। অধিবেশনে সদারত্ করার জন্য যাঁকে আপনারা মনোনীত করেছিলেন দুর্ভা[illegible] শারীরিক কারণে তাঁর পক্ষে নওয়াবগঞ্জের দূর সফর সম্ভবপর নয়। তিনি ছাড়াও অনেকে এই অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করতে পারতেন। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহের-বাণীতে আমাদের জামাআতে প্রকৃত আলেম ও জননায়কের সত্যই তো অভাব নেই।

انا اذا التقت المجامع لم يزل
منا لزاز عظيمة جشامها

তবু, আপনাদের বদ নসীব, ইলম ও আমলের কলংক এক অজ্ঞাতনামা খাদেমের 'পরে এ গুরু দায়িত্বভার অর্পণ করতে আপনারা বাধ্য হয়েছেন।

وكان امر الله قدرا مقدورا

আমাদের সৌভাগ্য, পশ্চিম পাকিস্তান জামাআতে আহলেহাদীসের সুযোগ্য কর্ণধার হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবকে আজ আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি। আমা-দের ডাকে সাড়া দিয়ে ব্যক্তিগত সকল অসু-বিধাকে অগ্রাহ্য করেও অসুস্থ শরীরে তিনি যে দয়া করে তশরীফ নিয়ে এসেছেন সেজন্য আমরা অত্যন্ত মমনূন ও কৃতজ্ঞ। তাঁর ও পশ্চিম পাকিস্তানী অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি আমাদের এ ইজলাসের রওনক অনেকগুণ বর্ধিত করেছে এবং তাঁদের শিরকত আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে যে আরও দৃঢ় করবে [illegible] আমি নিঃসন্দেহ। আপনাদের সবাের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পক্ষ হ'তে আমি তাঁদের অভিনন্দিত করি।

لقد سمعنا باوصاف لكم كملت
فسرنا ما سمعناه واحيانا
من قبل رؤيتكم نلنا محبتكم
والاذن تعشق قبل العين احيانا

বন্ধুগণ! নওদাপাড়া কনফারেন্সের পরে জাতীয় জীবনের সাথে সাথে জামাআতী জিন্দেগীতেও আমাদের এসেছে অনেক ঝড়, হয়েছে অনেক পরিবর্তন। আমরা হারিয়েছি আমাদের অবিসম্বাদিত নেতা এবং জমঈয়তের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা হয্‌রতুল আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শী (রহঃ)কে। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বল্‌তে পারি ঃ

"মনুষত্বহীন এইসব মানুষেরই মাঝে কবে
হে অতি মানুষ, তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।
চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী,
এরই মাঝে এলে দিনের আলোকে নির্ভীক পদচারী
রাজার প্রাচীর ছিল দাঁড়াইয়া তোমারে আড়াল করি'
আপনি আসিয়া দাঁড়াইলে তার সকল শূন্য ভরি'!
পয়গম্ব মুসার তবু তো ছিলা 'আসা' অদ্ভুত।
খোদ সে খোদার প্রেরিত -- ভাবিলে আসিত স্বর্গ দূত!
পয়গম্বর ছিলে নাক' তুমি পাওনী ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিল না দোসর, ছিলে না শাস্ত্র পাণি।
আদেশে তোমার নীল দরিয়ার বক্ষে জাগেনি পথ,
তোমারে দেখিয়া করেনি সালাম কোন গিরি পর্বত।

—নজরুল ইসলাম

তবু পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটী আহলে-হাদীসের জয় করেছিলে তুমি স্নেহ সম্মান, হে মহাপ্রাণ।

খিলাফতের নির্ভীক কর্মী, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর-সেনানী, পাকিস্তান আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা, খণ্ড-ক্ষুদ্র-শতধা-বিভক্ত আহলে হাদীস জামাআতের দরদী রাহবর, পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত-কায়েম-স্বপ্নে-বিভোর স্বাপ্নিক কবি, সে স্বপ্নকে বাস্তবায়নে উৎসৃষ্ট প্রাণ চিন্তাবিদ—যেরূপেই তাঁকে আমরা কল্পনা করিনা কেন সর্বাগ্রে যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হোল তাঁর নিষ্ঠা ও সততা—Sincerity and integrity, জীবন-যৌবন, ধন-মান সব কিছু তিনি কোরবান করেছিলেন জামাআত ও ইসলামের জন্য। এর জন্যই তিনি জীবন ধারণ করেছিলেন আর এর জন্যই তিনি করেছেন জীবন পাত। ধন্য এ জীবন আর সুন্দর এ মরণ।

'মৃত্যুর পানে চলিতে আছিলে জীবনের পথ দিয়া
জীবনের পানে চলিছ কি আজ মৃত্যুরে পারাইয়া" ?

—নজরুল ইসলাম

আমাদের প্রিয় নেতা আর ইহজগতে নেই।

كل من عليها فان ويبقى وجه
ربك ذو الجلال والاكرام

কিন্তু তাঁর স্মৃতি সে তো অমর।

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل
الله اموات بل احياء ولكن لاتشعرون

তাঁর 'চলার পথের শেষ পয়গাম' ব্যর্থ হয়নি, হ'তে পারে না। জামাআত স্বীয় আমানত বুঝে নিয়েছে। আজকের এই কনফারেন্স এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চল হ'তে এতে আপনাদের অংশ গ্রহণই হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব সাধু সাবধান!

الا لا يعلم الاقوام انا
تضعضعنا وانا قد وفينا
الا لا يجهلن احد علينا
فنجهل فوق جهل الجاهلينا

www.ahlehadeethbd.org

সম্প্রতি আর দু-জন মহাপুরুষের তিরোধানে আমরা মুহ্যমান হয়ে পড়েছি একজন হলেন তহরীকে আযাদীর নির্ভীর মুজাহিদ পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীসের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামাআতে আহলেহাদীসের গৌরব-রবি হযরতুল আল্লামা মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ দাউদ গযনভী (রহঃ), অপর জন হচ্ছেন পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের সুযোগ্য সহ-সভাপতি, ঢাকা মাদ্রাসাতুল আলীয়ার স্বনামধন্য অধ্যাপক, সমাজ, ও জামাআতগত প্রাণ, সাধক আলেম-কুল-তিলক হযরত মওলানা কবীরুদ্দীন আহমদ রহমানী (রহঃ)। সাথে সাথে গত ক বছরে আমরা হারিয়েছি আরও অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ আলেম, প্রবীণ সমাজকর্মী, ইসলাম ও মুসলমানের খেদমতে সমর্পিত-প্রাণ সাধক মহাপুরুষকে!

بنا کردند خوش رسمے بخاک وخوں غلطیدن
خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ٠

কুরআন—৩৩ : ২৩

আসুন আমরা আমাদের পরলোকগত নেতৃমণ্ডলী ও সহকর্মীবৃন্দের জন্য পরম প্রভুর দরবারে আকুল প্রার্থনা করি।

اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار ٠

বন্ধুগণ!

আহলেহাদীসরা নতুন কোন মতবাদ যেমন প্রচার করেন না, কোন ব্যক্তি, বংশ পরিবার বা ভৌগলিক সীমারেখাকে কেন্দ্র করেও তেমনি তাঁদের আন্দোলন পরিচালিত হয় না। দুন্‌য়া জাহানের সকল মুসলমানকে এক অভিন্ন জাতি রূপে দেখতেই তাঁরা বদ্ধপরিকর। কুসংস্কার, গতানুগতিকতা, অন্ধ আনুগত্য ও মুর্খ বিদ্বেষের আবর্জনা দূর করে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাই তাঁদের কাম্য ও উদ্দেশ্য। মানুষের গড়া আইন ও কানুন, আপাতঃ দৃষ্টিতে তা যতই হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় রূপে প্রতিভাত হোক না কেন, দুন্‌য়াতে স্থায়ী শান্তি আন্‌তে পারে না। একমাত্র ইলাহী বিধানই সকল শান্তির মূল। আল্লাহ তাঁর রসূল খাতেমুল মুরসালীন রহমতুল্‌লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দান করেছেন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, তমুদ্দুনিক, অর্থনৈতিক, ব্যবহারিক আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের প্রতিস্তরে তার অকুণ্ঠ অনুসরণ ও বাস্তবায়নই হোল আহলেহাদীসদের চরম ও পরম লক্ষ্য। ওলী, দরবেশ, পীর মুরশিদ, মুজতাহিদ, ফকীহ, বিদ্বান, দার্শনিক, আমীর ও হাকিমের ব্যক্তিগত বা দলমত সকল মতামতকে উপেক্ষা করে আহলেহাদীসরা উলুহীয়ত, রবুবীয়ত, মালেকীয়ত, হাকিমীয়তের একমাত্র সার্বভৌম অধিকারী পরম প্রভু রব্বুল আলামীন ও তদীয় রসূলের (দঃ) কোরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণিত প্রতিটি নির্দেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ ও দ্বিধাহীন চিত্তে প্রতিপালন করেন। 'তত্‌বীক' ও 'তওফীক' এর মায়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বা মনগড়া অভিমতকে তাঁরা ইলাহী ওয়াহীর আসন দান করেন না। বরং তাঁরা ফির্কাবন্দী-পীড়িত মুসলিম সমাজকে জাতীয়তার মর্মকেন্দ্র—কিতাবুল্লাহ বনাম সুন্নতে রসূলিল্লার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ومن احسن قولا ممن دعا الى
الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين

আভ্যন্তরিণ গোলযোগ ও ভ্রাতৃবিরোধ কিরূপে মুসলিম জাতীয় সংহতি বিনষ্ট ক'রে তাদের পতনের সূচনা করছিল ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই তা অবগত আছেন। মুসলমানরা যে শুধু শিয়া ও সুন্নী দু'টি দলেই বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়। এমন কি সুন্নীদের মধ্যেও দলাদলির অন্ত ছিল না। অপরপক্ষে শরীঅতপন্থী ও শরীঅত-পরিপন্থী কত সুফী ও ফকির দলের যে অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং আজও ঘটছে কে তার ইয়ত্তা করবে? উগ্রপন্থী মযহাবী ভাইদের কল্যাণে বাগদাদের রাজপথ বহুবারই রক্তরঞ্জিল হয়েছিল। আর বাগদাদের পতনের জন্যও কি গৃহবিবাদ দায়ী না? অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিলেও এই পাক-ভারত উপমহাদেশে মোগলদের পতন যুগে ইরাক ও তুরাণী দলপতিদের ন্যাকারজনক ক্ষমতা শিকার ও ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধবিগ্রহ কি সহজে বিস্মৃত হবার, না আহলেহাদীস ভাইরা এত শিগগির ভুলতে পারেন আযাদী আন্দোলনের সে কলংকময় অধ্যায় যখন এদেশেরই একদল আলেম বদ্ধ-পরিকর হয়েছিলেন নানারূপ কুৎসা রটিয়ে আমাদের ওয়াহহাবী প্রতিপন্ন করতে? ১৮৭০ সনের ২৩শে নভেম্বর তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত Mohamedan Literary Society এর এক বৈঠকে এঁদেরই একজন চরম ধৃষ্টতারসাথে ঘোষণা করেছিলেন; "As for the wrteched Wahabees, they may indeed be said to have no regard for their own religion and Conscience, but being urged by selfish motives, they have spread their nets of violence and wickedness; and under the clock of religion, hope to gain worldly advantages. What concern can such men have with Islam or infidelity?"

[আর হতভাগা ওয়াহহাবীরা—তাদের সম্বন্ধে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, স্বীয় ধর্ম ও বিবেকের প্রতি তারা দৃকপাত করে না। অধিকন্তু স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়ন ও বজ্জাতির জাল বিছিয়ে দিয়েছে। ধর্মের নামে তারা স্বার্থসিদ্ধির ফিকিরে রয়েছে। এ জাতীয় লোকদের ইসলাম ও কুফর সম্পর্কে কি-ইবা খেয়াল থাকতে পারে?] (ক)

যে ফির্কাবন্দীর লজ্জাস্কর পরিণতি হিসেবে পরবর্তীকালে "কিয়ামাল্লিল্লিন্নাছ" পবিত্র কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শে মযহাব চতুষ্টয়ের জন্য চারটি পৃথক পৃথক মুসাল্লা নির্দিষ্ট হয়েছিল তার সূত্রপাত হয়েছিল আব্বাসী খিলাফতের প্রারম্ভে। এ সম্পর্কে হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী তদীয় ইযালাতুল খাফা (১) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন:

تا انقراض دولت شام هيچ كس
خودرا حنفي شافعي نمى گفت بلكه
ادله رابر وفق مذهب اصحاب خود
تاويل مى كردند - در دولت عراق هر

(ক) Proceedings of the meeting of the Mohamedan Literary society, Calcutta, held on 23rd Nov., 1870, Calcutta, 1870.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

کسے برای خود نامی معین نمود - تانص اصحاب خود نیابد بادلۂ کتاب وسنت حکم نکند - اختلافے کمال مقتضیٔ تاویل کتاب وسنت لازم می آمد - فی الحال محکم الاساس گشت - چوں دولت عرب منتقضی گشت ومردم در بلاد مختلفۂ افتادند - هریکے آنچۂ از مذهب یاد گرفتۂ بود همان را اصل ساخت وآنچۂ مذهب مستنبط سابق بود - الحال سنت مستقرۂ شد علم ایشاں تخریج بر تخریج وتفریع بر تفریع - دوات ایشاں مانند دولت مجوس الا آنکۂ نماز گزارند ومتکلم بکلمۂ شهادت می شوند - مامردم در دامان همیں تغیر پیدا شدیم نمی دانیم خدائے تعالی بعد ازیں چۂ خواستۂ است ؟

"সিরিয়ার (উমাইয়া) বংশের পতন কাল পর্যন্ত কোন মুসলিম নিজকে হানাফী বা শাফেয়ী বলতেন না, বরং নিজ নিজ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক —আসহাব—পরিগৃহীত নীতি অনুসারে (কোরআন ও হাদীসের) ব্যাখ্যা করতেন। ইরাকে আব্বাসী শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে প্রত্যেকে নিজের জন্য একটি করে নির্দিষ্ট নাম (নির্বাচন) করলেন এবং নিজ নিজ গুরুদের উক্তি না পাওয়া পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ মান্য করার রীতি পরিহার করলেন। কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা নিয়ে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল এক্ষণে সেই মতভেদ মযহাবের বুনিয়াদরূপে দৃঢ় হল। আরব রাজত্বের অবসানের পর (৬৫৬ হিজরী) মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। প্রত্যেকে স্ব স্ব মযহাবের যতটুকু অংশ স্মরণ রাখতে পেরেছিলেন তাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেন আর যা পূর্ববর্তীগণের উক্তির মাধ্যমে পরিগৃহীত হয়েছিল এক্ষণে তা অবিসম্বাদিত সুন্নতরূপে পরিগণিত হোল এদের জ্ঞান হোল এক অনুমানের 'পরে গঠিত আর এক অনুমান, এক কল্পনার ভিত্তির 'পরে স্থাপিত আর এক কল্পনা; আর এদের রাজত্ব অগ্নি পূজকদের ন্যায়—তফাত শুধু এইটুকু যে এরা নামায আদায় করে এবং শাহাদতের কালেমা উচ্চারণ করে থাকে। এই যুগ সন্ধিক্ষণে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, জানি না এর পর আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় কি ?" *

শাহ সাহেব এ উপমহাদেশে ইংরেজ পূর্ববর্তী কালের কথা স্মরণ করে বিলাপ করছেন। কিন্তু তখনও মুসলমানরা নামায আদা করত, জুমআর দিনে ঢাকা, করাচী, লাহোর নগরীর বুকে ক্রিকেট টেষ্ট খেলার মহড়া চলত না এবং মুসলমানরা অন্ততঃ শাহাদতমন্ত্র উচ্চারণ করত, হয়ত বা তার অর্থও হৃদয়ঙ্গম করত। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তখনও তারা নিজেদের সব কিছু খুইয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়েনি, দিকে দিকে আজ শুনি শুধু বিজ্ঞান ও টেকনলজিকাল অগ্রগতির জয়গান। সমসাময়িক কালের বিজ্ঞান-পূজারীগণ ভুলে যান যে,

The debt of our Science to that of the Arabs does not consist in startling discoveries or revolutionaryth eories Science owes a great deal more to Arab culture, it owes its existence. The ancient world was, as we saw, pre-scientific. The anatomy and mathematics of the

* আহ্‌লে হাদীস পরিচিতি, রাজশাহীর অভিভাষণ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Greeks were a foreign importation, never thoroughly acclimatized in Greek culture. The Greeks systematized, generalized and theorized, but the patient ways of investigation, the accumulation of positive knowledge, the minute methods of Science, detailed and prolonged observation, experimental enquiry were altogether alien to the Greek temperament ··· ···That spirit and those methods were introduced into the European world by the Arabs—

Briffanet :—The Making of Humanity, P 191.

[আরবদের কাছে আমাদের বিজ্ঞানের ঋণ শুধুমাত্র চমকপ্রদ আবিষ্কার বা যুগান্তকারী মতবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আরব সংস্কৃতির কাছে বিজ্ঞানের ঋণ আরও অনেক বেশী—(প্রকৃত প্রস্তাবে) সে ঋণ জন্মের ঋণ। আমরা দেখেছি যে, প্রাচীন পৃথিবী ছিল প্রাক-বৈজ্ঞানিক। গ্রীকদের জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্র ছিল বিদেশ হইতে আমদানীকৃত এবং গ্রীক সংস্কৃতির সাথে তার বিশেষ সামঞ্জস্য কোনদিনই হয়নি।

গ্রীকগণ সুষ্ঠায়ন, শ্রেণীবিভাজন ও প্রতিপাদ্য নির্ণয়ন ব্যাপারে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার ধৈর্য্যসাপেক্ষ পন্থাসমূহ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সমষ্টিকরণ, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পদ্ধতিসমূহের বিস্তারিত ও বিলম্বিত পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান—এই সকলই গ্রীক চরিত্র বহির্ভূত। এই (অনুসন্ধান) স্পৃহা ও ঐ সকল পদ্ধতি আরবগণই ইউরোপীয় জগতে পরিচিত করেন।]

রকম বেরকমের ছোট-বড়-মাঝারি শক্তির কল্পিত দেব-দেবীর ক্ষুদ্র গণ্ডি ও খণ্ডিত সীমা থেকে বিশ্বচরাচরকে মুক্ত করে এক মহা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী রহমানুর রহীমের মহিমা গানের মাধ্যমে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করেছিল কারা? সকল বিজ্ঞান সাধনার মূল উপাদান এক অখণ্ড বিশ্ব—one homogenious universe এবং অবিভাজ্যপ্রকৃতির uniform laws of nature-এর সবক দিয়েছিল কারা? তওহীদের পাক বারি সিঞ্চনে যাদু ও মন্ত্রের মায়াজাল ছিন্ন করে যুক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল কারা? আজকের বৈজ্ঞানিকদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এ ঋণ, আর সাথে সাথে তাঁদের এও মানতে হ'বে যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ প্রভূত উন্নতি করলেও নৈতিক জীবনে সে বর্বরতার যুগেই ফিরে চলেছে। সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজ কোন ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি বিশেষের শোষণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে; বিশ্ব মানবতার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ এর দ্বারা সূচিত হচ্ছে না। গত বছর ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত বৃটিশ এসোসিয়েশনের ১২৪তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে Sir John Cockcroft মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন :

"There is no doubt that the venrtues are being undertaken mainly for prestige reasons and as an instrument of Power Politics." (The times, London, 30 August, 1962.)

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই পরিকল্পনা গুলো মূলতঃ মান সম্মানের খাতিরে এবং Power Politics এর অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে।"

মানুষ যদি সত্যই উপলব্ধি কর'ত যে,

ان الارض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

[বস্তুতঃ পৃথিবী আল্লারই অধিকারভূক্ত ; তিনি তাঁর দাসানুদাসদের যাকে ইচ্ছা তাকে ধরিত্রির উত্তরাধিকার দান করেন। কিন্তু পরিণাম সমীহকারীদের জন্যই।]

তা হ'লে Sir Wilfrid Le Gros Clark কে এই বলে অপেক্ষা করতে হোত না যে,

"The frightening question is beginning to present itself whether the civilization which mankind has slowly and laboriously built up over a period of many thousands of years can avoid disastrous dissolution as a result of uncontrollable struggles for political power or economic superiority and indeed whether the human species can avoid at least partial extinction by the misapplication of its ingenuity."

"হাজার হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে কঠোর পরিশ্রমের সাথে মানুষ যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে তা রাজনৈতিক ক্ষমতা শিকার ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের অদমনীয় সংঘর্ষের ফলে চরম বিধ্বস্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে কিনা সেই ভয়াবহ প্রশ্নই আজ উঁকি মারছে। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন : মনুষ্যকুল স্বীয় বুদ্ধির অপপ্রয়োগে অন্ততঃ আংশিক ভাবে বিনষ্ট হ'বে কিনা।"

(টাইম্‌স্, লণ্ডন, ৩০শে আগষ্ট, ১৯৬২)

প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানকে অবহেলা করে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনকে অনুন্নত রাখাই মানব সভ্যতার এ বিপর্যয়ের কারণ।

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس

জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তানসম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকেনা চরণ,
মাটির মালিক তাঁরাই হন—
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান।
অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জাতি
শত মহারথী শিশু বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি।
—নজরুল ইস্‌লাম।

মানব সভ্যতার এই সংকট মুহূর্তে তাই প্রয়োজন কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রসূলিল্লার বিধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে বিশ্ব মানবকে সত্য পথের নির্দেশ দান করা। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে, সুন্নতকে কোরআনের মত শাশ্বত বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, "রসূলুল্লার কথা এবং কার্যকলাপের অনেকাংশ এক বিশেষ যুগের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতকে লক্ষ্য করিয়াই।" যাঁরা এমত দাবী করে থাকেন তাঁদের সম্বন্ধে দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা কোরআনের সামগ্রিক ডাক গ্রহণ করেন না। কারণ স্বয়ং কোরআন ঘোষণা করছে :

تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

(২৫ : ১)

জগদ্বাসীর সম্মুখে কোরআনকে ব্যাখ্যা করার ভার অর্পিত হয়েছিল নবী করীম (দঃ) এর উপর। তিনি ছিলেন কোরআনের সচল ভাষ্য ও মূর্ত-প্রতীক। তাঁর উক্তি ও কার্যাবলীর মাধ্যমে কোরআন হয়ে উঠেছিল জীবন্ত ও প্রাণবন্ত ; আর তাঁর উক্তি, আচরণ ও অনুমোদনেরই নামান্তর হ'ল হাদীস বা সুন্নত। কোরআনের ব্যাখ্যা

www.ahlehadeethbd.org

এই হাদীস তাঁর কোন ব্যক্তিগত মতের অভিব্যক্তি নয়—এ'ত প্রত্যাদেশ বা ওয়াহী।

وما ينطق عن الهوى - ان هوا الا وحي يوحي-

হুজুরের সকল সিদ্ধান্তই পরম প্রভু কর্তৃক অনুমোদিত।

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله

'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর(দঃ) স্বীকারোক্তি ব্যতীত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' অঙ্গীকার যেরূপ অর্থহীন, রসূলুল্লাহর (দঃ) সঠিক ও প্রমাণিত হাদীসকে অস্বীকার ক'রে কোরআনকে অনুসরণ করার দাবীও সেরূপ নিরর্থক। খারেজী, নাসেবী, রাফেযী, ইমামী, মু'আত্তিলা, মুশাব্বিহা, জহমী, মুরজিয়ী কোন দলই কোরআনকে অমান্য করেনি বরং স্ব স্ব মতবাদের সমর্থনে কোরআনেরই উধৃতি দানের প্রয়াস পেয়েছে। সুন্নতকে পরিহার ক'রে কোরআনের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করার ভয়াবহ পরিণাম স্বরূপই তারা বিভিন্ন ভ্রান্ত দলে ও মতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সপ্তম শতকের আলেম ও ফকীহ ইমাম আবুল ফাযায়েল আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আল-মুযাফ্ফার রাযী হানাফী তাঁর 'হুজ্জাজুল কোরআন' গ্রন্থে পূর্ব বর্ণিত দল উপদলগুলির কোরআন ভিত্তিক উৎপত্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষ করে আকর্ষণ করেছেন। এও সর্বজনবিদিত সত্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত নবুওতের দাবীদারের উদ্ভব হয়েছে তাদের অধিকাংশই, এমন কি কাদিয়ানী ও বাবী 'উপনবীরা' পর্যন্ত স্ব স্ব দাবীর পরিপোষকতায় কোরআনকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। এইজন্যই হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আমাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

سيأتي قوم يجادلون كم بشبهات القرآن فخذو هم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله عزوجل

"সত্বর এমন একটি দলের উদ্ভব ঘটবে যারা কোরআনের অস্পষ্ট আয়াতগুলি অবলোকন ক'রে তোমাদের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হ'বে। ঐরূপ বিতর্ককারীদের বিরুদ্ধে তোমরা সুন্নতের সাহায্য গ্রহণ করো। কারণ হাদীস অনুসরণকারীরাই আল্লার কিতাব সম্পর্কে সমধিক জ্ঞানের অধিকারী।"

বস্তুতঃ যারা রসূলুল্লাহ(দঃ)কে কোরআনে বর্ণিত গুণাবলীতে গুণান্বিত মনে করেন না অথবা তাঁর রিসালতকে নির্দিষ্ট জাতি বা জনপদের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করেন তাঁরা মুসলিম পর্যায়ভুক্ত হতে পারেন না। নবী ও রসূল হিসাবে আগমন ক'রেও হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস্সালাম ছফী, নবী, খলীল, কলীম ও রূহ নামেই কথিত হয়েছেন। একমাত্র মুহাম্মদ মুস্তাফা (দঃ)কে রসূলুল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে ঃ

قل يايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض

হেদায়ত বংশ, পরিবার, গোত্র, জাতি, বিশেষ জনপদ বা ভূখণ্ডে আর সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য বিশ্বধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হলেন বিশ্বনবী। অখণ্ড মানবতা অখণ্ড ইলাহী ধর্ম ইসলাম কায়েম করার সবক পেয়ে হ'ল ধন্য ও কৃতার্থ।

স্বভাবধর্ম ইসলামে 'ধর্মীয়'—Religion এবং 'ধর্ম নিরপেক্ষ'—Secular কথা দু'টির ঠাঁই

www.ahlehadeethbd.org

নেই। সামগ্রিক ভাবে মানব জীবন ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, যা কিছু সুন্দর ও কল্যাণকর কোরআনের দৃষ্টিতে তাই সৎ; আর যা কিছু অসুন্দর ও অকল্যাণকর তারই নাম হোল অসৎ। দুনয়াতে সমৃদ্ধি, প্রগতি ও শান্তিবিধান এবং আখেরাতে চরম মুক্তিই ইসলামের কাম্য। যারা শুধু সমৃদ্ধি ও প্রগতির পিছনে ছুটতে গিয়ে অন্তর ও বাহিরের শান্তিকে হারিয়ে ফেলেছেন তাদের যেমন পূর্ণ মুসলিম বলা যায় না। তেমনি যারা পরমার্থিক চিন্তায় আর্থিক সকল সমস্যাকে জঞ্জাল বলে দূরে নিক্ষেপ করেছেন তাদের মোক্ষলাভ সুদূর পরাহত। আমরা আজ জোর গলায় বলে থাকি যে, ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই আমাদের জাতীয়তার মূলভিত্তি। আমরা আরও আশাকরি যে, এ ভিত্তির 'পরে নির্মিত হবে জাতীয় সংহতির সুদৃঢ় প্রাসাদ। আমাদের বক্তৃতা ও প্রেস থেকেও মাঝে মাঝে হ'য়ে থাকে ইসলাম ও ইসলামী 'এ''ও' র জায়গান। কিন্তু আমাদের বর্তমান জীবনের সাথে নীতি ও ধর্মের সম্পর্ক কতটুকু? আমাদের ধ্যান, ধারণা, খাওয়া পরা, চলাফেরা, ব্যবসা বাণিজ্য, আফিস আদালত ও স্কুল কলেজে ইসলামী নীতি নৈতিকতার কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে বা হচ্ছে? আমদের নবীনপন্থীরা ইসলামকে সরাসরি প্রগতি বিরোধী না বললেও যেভাবে ইসলামকে এড়িয়ে বা সযত্নে মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে নির্বাসিত করে প্রগতির স্বপ্ন দেখছেন তাকে ইসলাম প্রীতি বা ইসলাম অনুরক্তি বলা যায় না। ইসলামের জন্য নেতিবাচক এক ভূমিকা যা তারা নির্দেশ করছেন তা Secularissm এর নামান্তর মাত্র। অপর পক্ষে সনাতন পন্থীরা 'পঞ্চপিলার' নিয়েই ব্যস্ত। তাঁদের দেয়াল আর উঠল না, ছাদের পরিকল্পনাও আর কার্যকারী হোল না।

Islam offers a complete political and social system as an alternative to socialism, fascism, syndicalism, bolshevism and all the other 'isms' offered as alternatives, to a system which is manisfestly threatened with extinction. The system of Islam has the great advantage over all those nostrums, that it has been practised with success—the greater the success, the more complete the practice. Every muslim believes that it must eventually be adopted in its essentials by all nations, whether Muslims or non-muslims in the technical sense because its laws are the natural (or divine) laws which govern human progress, and men without the revelation of them, must find their way to them in course of time and painfully, after trying every other way and meeting failure. The system of Islam promises peace and stability where now we see the strife of classes and of nations, and nothing steadfast. It would surely be more folly on the part of any one to refuse even to study the advantage of such a system merely because it is a system founded on the thought of God, and claiming to have been revealed by a messenger of God. That would be sheer bigotry of atheism" (M. pickthal, Islamic culture, P, 18)

www.ahlehadeethbd.org

"বর্তমানের মুমূর্ষু জীবন পদ্ধতির পরিবর্তে নিজেদের প্রধান্যকামী সমাজবাদ, ফ্যাসিবাদ, সীনডিক্যালিজম, বলশেভিজম প্রভৃতি নানা প্রকার ইজমের মোকাবিলায় ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যাবস্থার আশ্বাস প্রদান করে। এই সব মতবাদের 'পরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে তার সাফল্য-জনক প্রয়োগের মধ্যে। সাফল্য যত বেশী এসেছে, প্রয়োগও হয়েছে ততই পূর্ণতর। প্রতিটি মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, শেষ পর্যন্ত মুসলিম বা অমুসলিম সকল রাষ্ট্রসমূহ এই জীবন পদ্ধতির মুলনীতি গুলি গ্রহণ করতে বাধ্য। কারণ ইসলামের আইনগুলি হচ্ছে স্বাভাবিক বা স্বর্গীয় আইন যা মানবিক প্রগতি নিয়ন্ত্রণ করে। এবং মানুষ, যাদের কাছে কোন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়নি অন্যান্য পন্থা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত এই জীবন পদ্ধতিতে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। ইসলাম শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি দেয়। অথচ বর্তমানে আমরা দেখি শুধু শ্রেণী সংগ্রাম, রাষ্ট্রকলহ ও অস্থিতিশীলতা, এটা নিশ্চয়ই চরম অজ্ঞতা হবে যদি কেও এটা আল্লার 'পরে বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্থাপিত এবং এক প্রেরিত পুরুষ মারফত অবতীর্ণ হয়েছে, শুধু মাত্র এই কারণে এই জীবন-পদ্ধতির দোষ ও গুণ নিয়ে আলোচনা করতেও অস্বীকার করে। এটা নিছক নাস্তিকতার অন্ধ গোঁড়ামী"।

বিশিষ্ট ইংরেজ মুসলিম চিন্তাবিদ মুহাম্মদ মার্কাডিউক পিকথল সাহেবের এ উধৃতির 'পরে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ডেলিগেট বন্ধুগণ!

আপনাদের অনুমতি হলে খেদমতে কয়েকটি কথা বিশেষ করে আরয করতে চাই। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদের জামাআতের জন্য আজকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একতা ও সংহতির। আল্লার শাশ্বত বাণী :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

এর প্রতি, বিশেষ করে এর শেষার্দ্ধের প্রতি আমার ক্ষুদ্র ও দুর্বল কণ্ঠের সকল শক্তি নিয়োগ করে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর জিহাদ আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে আমাদের সবক গ্রহণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে যদি কেউ সরদার ইয়ার মুহাম্মদ খান থেকে থাকেন বা হাণ্ডের খান সাহেবের ভূমিকা গ্রহণের দুঃস্বপ্ন যদি কেউ দেখেন তবে তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হ'তে হ'বে। সাথে সাথে হুশিয়ার হ'তে হ'বে তাঁদেরও সম্পর্কে যাঁরা মরহুম মওলানা কারামত আলী সাহেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার খাব দেখছেন। বহু সাধনা ও অশেষ কোরবানীর মাধ্যমে আজ যে জামাআতীয় ঐক্য ও সম্প্রীতি অর্জিত হয়েছে ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের খাতিরে তা হারাতে আমরা প্রস্তুত নই। যাঁরা ইমামে আ'যম হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর সকল অভিমত অন্ধভাবে অনুসরণ করতে অস্বীকার করেন তাঁদের পক্ষে স্বীয় "আসহাব" প্রীতি অদৃষ্টের মর্মান্তিক পরিহাস নয় কি? সুসংহত, পরিমার্জিত ও একতাবদ্ধ জামাআত আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে অসাধ্য সাধন করতে পারে। দলাদলি পীড়িত কাফেলা দীন ও ইসলাম বিরোধী চক্রের অক্রমণে পুর্যুদস্ত হতে বাধ্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার দ্বিতীয় আরয, পাকিস্তানের মত কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্রে প্রাচীন অবদানের কথা বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। শহরমুখী পলায়ন-পরতার যুগেও একথা স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, দেশের অধিকাংশ লোক আজও গ্রামে বাস করেন। তাঁরা দেশের মেরুদণ্ড। এঁদের জাগাতে না পারলে আমাদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীক উন্নতি সুদূর পরাহত। বড় দুঃখেই পল্লী কবি গেয়েছেন :

মোল্লা বাড়ীতে তারাবী নামায হয়না এখন আর,
বুড়ো মোল্লাজী কবে মারা গেছে, সকলই অন্ধকার।
ছেলেরা তাহার সুদূর শহরে বড় বড় কাজ করে,
বড় বড় কাজে বড় বড় নাম খেতাবে পকেট ভরে।
সুদূর গাঁয়ের কি বা ধার ধার তারাবী জামাতে হায়,
মোমের বাতিটি জ্বলিত তারা নিবেছে অবহেলায়।

—জসীমুদ্দীন

পল্লীর আলোগুলো নিভে আসছে ধীরে ধীরে। স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরা ও ভ্রাতৃ-বিরোধের আঁধার ছেয়ে ফেলছে একের পর এক পল্লীকে। জামাআতী বাঁধন হয়েছে আল্‌গা। ছায়াঘেরা, হাসিভরা, প্রাণ খোলা গ্রামগুলি আজ শহরের স্বার্থ পংকিল জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র। এগুলিকে আবার পরিশুদ্ধ করতে হবে।

এই সাথে আর একটি কথা বলা অবান্তর হ'বে না মনে করি। আমাদের আলেম-ওলামা সব পরকালের পথে মহা প্রয়াণ করছেন। আর যাঁরা থাকছেন তাঁরা যাঁরা চলে যাচ্ছেন তাঁদের শূণ্য আসন যথাযথ পূরণ করতে পারছেন না। মোল্লাজী'র ছেলেরা 'মোল্লাজী' হচ্ছেন না—কণ্ট্রাকটরজী হওয়ার কোশেশ করছেন। দেশের মাদ্রাসাগুলোতে ওস্তাদ নেই; তাদের না আছে ঘর, না আছে পড়া—লেখা করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। আর যারা সেখানে পড়তে আসছে তারা বাবার মোটাবুদ্ধি ছেলেটি। ভাল চৌকশ ছেলে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা তালিকাভুক্ত বড় চাকুরে হবেন—বাবা মার সাধ। আমি অবশ্য একথা কখনই বলছিনা যে, আমাদের দেশে প্রথম শ্রেনীর বৈজ্ঞানিক, অভিজ্ঞ চিকিৎসক, কর্মদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার সুচতুর ব্যবসায়ী, imaginative industrialist, নিষ্ঠাবান অধ্যাপক, কর্মকুশলী সরকারী চাকুরে বা দেশগত প্রাণ নাবিক সৈনিকের প্রয়োজন নেই। আমি যা বলতে চাই সে হোল, এদের সকলের প্রয়োজন আছে—সাথে সাথে প্রয়োজন রয়েছে প্রথম শ্রেণীর আলেমের। আমাদের মসজিদগুলির দিকে আজ তাকিয়ে দেখুন; আমাদের খতীব ভাইদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং এল্‌ম্ ও আমলের বিষয়ে একটু চিন্তা করুন! দেশ তখনই উন্নত হতে পারে যখন দেশের প্রতিটি অংশ সমান তালে পা ফেলে জোর কদমে এগিয়ে চলবে। যতদিন পর্যন্ত নাচমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ ও একজিবিশন প্যাণ্ডলগুলো আবাদ হয়ে মসজিদ ও মাদরাসাগুলি বরবাদ হ'তে থাকবে ততদিন দেশের কল্যাণ নেই।

একটি স্বাধীন দেশের সুস্থ মন ও সবল-দেহ নাগরিক তৈরি করার জন্য যে মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে স্কুল-কলেজ বা মাদরাসা-মকতবে তা দেয়া হ'চ্ছে না। ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার পরস্পর সম্পর্ক আমরা এখনও স্থির করে উঠ্‌তে পারিনি। ফলে দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক স্তর থেকে একদিকে যেমন আরবী ও ফারসী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলছে, অন্যদিকে

www.ahlehadeethbd.org

তেমনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ যুবকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে স্বীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয়তার প্রতি মমত্ববোধের অভাব। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এ অসম্ভব অবস্থার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। সকল বিষয়ে সরকারের উপরে দায়িত্ব চাপিয়ে ভাল মানুষের অভিনয় করা আমাদের দেশে একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কতটুকু দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তার নিষ্ফল আলোচনায় কালক্ষেপ না করে আমরা কে কতটুকু স্বীয় গ্রাম, জনপদ ও মহল্লায় শিক্ষা বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার প্রচার করতে পারি সে সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া কর্তব্য। আমাদের প্রতিটি মসজিদের সাথে একটি করে মকতব ও একটি নৈশ বিদ্যালয় ও পাঠাগার কেন থাকবে না আমি বুঝে উঠতে পারি না!

কালেমায়ে তাইয়েবার পতাকাকে সমুন্নত করার সুমহান সাধনায় ব্রতী বন্ধুগণ, কবির কথায় আপনাদের বলি;

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হ'বে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার।
—নজরুল

বিশ্বের জমাট অন্ধকার অপসারিত করে খালেস তওহীদের দীপ্ত মশাল আপনাদের তুলে ধরতে হ'বে। বিদআতের দিগন্তব্যাপী সয়লাব বন্ধ করে সুন্নতে নববীর ব্যাপক প্রচার আপনাদের করতে হবে। ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামের প্রবহমানতা অটুট রেখে আজকের বিভিন্ন মুখী সমস্যাবলীর প্রমাণ ও হাদীসভিত্তিক সমাধানের সন্ধান আপনাদের দান করতে হবে। পথ আমাদের বন্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ কিন্তু সিদ্ধান্তে আমরা অটল, বিশ্বাসে আমরা অবিচল। গত দেড় যুগ ধরে পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীস তবলীগ, তনযীম, তসনীফ ও তা'লীমি যে সকল খেদমত আঞ্জাম দিয়ে এসেছে তার বিবরণী জমঈয়তের কাইয়েমে আ'লা মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি,এ, বি,টি; সাহেবের প্রমুখাৎ শুনতে পাবেন। চলার পথে জমঈয়তের সামনে আজ এসে দাঁড়িয়েছে অনেক সমস্যা, দেখা দিয়েছে অনেক প্রশ্ন। সে সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের 'পরে নির্ভর করছে জামাআত ও জমঈয়তের ভবিষ্যৎ। আপনাদের খেদমতে আরয, আপনারা আমাদের নতুন পথের সন্ধান দান করুন। আপনাদের মিলিত প্রচেষ্টার অমৃত ফল স্বরূপ জমঈয়ত ফুলে ফলে পরিশোভিত হয়ে উঠুক। পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীস, জিন্দাবাদ! পাকিস্তান—যিন্দাবাদ !!

اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا واليك حاكمنا فاغفرلنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلننا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لااله الا انت ولا اله غيرك وصلى الله على سيدنا محمد امام الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه نجوم المهتدين واخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

আহলেহাদীস কন্‌ফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

কন্‌ফারেন্সের প্রথম দিবস মূল সভাপতি ডক্টর মওলানা মুহাম্মদ আবদুল বারী সাহেব কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রান্ত হইতে সমবেত আলেম, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী, লেখক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী ও জনসাধারণের এই বিরাট কন্‌ফারেন্স পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের নকীব হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের সহ সভাপতি প্রখ্যাত আলেম হযরত মওলানা কবীরুদ্দীন আহমদ রহমানী, পশ্চিম পাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের আমীর রাজনীতিবিদ ও সমাজ-সংগঠক হযরত মওলানা সৈয়েদ মোহাম্মদ দাউদ গযনভী এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজগত-প্রাণ অন্যান্য আলিম ওলামা ও মনীষীবৃন্দের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং আল্লার দরবারে তাঁহাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করিতেছে।

কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে সাব্‌জেক্ট কমিটির সভায় যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত এবং বিশদভাবে আলোচিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর প্রকাশ্য কন্‌ফারেন্সের শেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উত্থাপিত এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

(২) পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের এই কন্‌ফারেন্স জমঈয়তের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে ও গঠনতন্ত্রের ৩৬ ধারার ক্ষমতাবলে উক্ত গঠনতন্ত্রের নিম্নলিখিত সংশোধন করিতেছে:

গঠনতন্ত্রের ৯ ধারার খ উপধারায় শাখা জমঈয়তের কর্মসূচী রূপায়নে ও উহার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে সেক্রেটারী পদের বিশেষ গুরুত্ব অনুভূত হওয়ায় শাখা জমঈয়তের জন্য একটি সেক্রেটারীর পদ সৃষ্টি করিতেছে সংশোধনী অনুসারে খ উপধারার ৫ম ও ৬ষ্ঠ লাইন নিম্নরূপে পুনর্লিখিত হইবে:

"এইসকল সদস্য তাঁহাদের শাখা জমঈয়তের একজন প্রেসিডেন্ট, একজন সেক্রেটারী, একজন ক্যাশিয়ার এবং ছয়জন সদস্য নির্বাচিত করিবেন।"

এই কন্‌ফারেন্স গঠনতন্ত্রের ১০ ধারার (ঙ) উপধারায় উল্লিখিত অফিস সেক্রেটারীর পদটিকে অর্গানাইজিং সেক্রেটারীর পদে রূপান্তরিত করিতেছে।

(৩) পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীসের এই কনফারেন্স গঠনতন্ত্রের ১০ নং ধারার গ উপধারা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনী কমিটী কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত নিম্ন বর্ণিত দুইশত পঞ্চাশ জন সদস্য লইয়া গঠিত পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীসের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জেনারেল কমিটির অনুমোদন প্রদান করিতেছে।

কুষ্টিয়া জিলা :

(১) মৌঃ কাযী আবদুল খালেক (২) মৌঃ মুসলিমুদ্দীন শেখ (৩) মওঃ মোঃ রায়হানুল হক (৪) মওঃ আহমদ হুসাইন (৫) মৌঃ আবদুল কুদ্দুস বিশ্বাস (৬) মৌঃ আবদুস সাত্তার খাকী (৭) মৌঃ সুলতানুদ্দীন মোল্লা (৮) মৌঃ আইনুদ্দীন (৯) মৌঃ আতাউর রহমান (১০) জনাব গোলাম মোহাম্মদ।

কুমিল্লা জিলা :

(১) মওলানা মোঃ আবদুছ ছামাদ [২] মৌঃ আবদুল জলীল [৩] মওঃ আবদুল হাকীম হামিদী [৪] মওলানা মোহাঃ আবদুছ ছালাম [৫] মওলানা মোঃ ইসহাক [৬] মওলানা মোঃ ওলীউল্লাহ [৭] মৌঃ আবদুল আযীয [৮] মওলানা আবদুল হামীদ [৯] মওলানা ওমর ফারুক [১০] মওলানা আলী আসগর।

খুলনা জিলা :

[১] মওলানা মুতিউর রহমান [২] আলহাজ শেখ অবদুল করীম [৩] মৌঃ ইব্রাহীম হোসেন বি, এ, [৪] মওলানা আহমদ আলী [৫] মৌঃ সাদেক আলী বি, এ, [৬] মৌঃ আবুল খায়ের বি, এ, [৭] হাজী মোঃ বাছের [৮] ডাক্তার আবুল কাসেম [৯] আলহাজ আবদুল মালেক [১০] মৌঃ জমিরউদ্দীন আহমদ [১১] মোঃ আবদুল জলীল মোল্লা [১২] মোহাঃ রহীম বখশ [১৩] মৌঃ আবদুল গফুর [১৪] মৌঃ আজিজুর রহমান [১৫] মৌঃ আবদুছ ছাত্তার [১৬] মোহাঃ মোবারক সরদার [১৭] মোঃ আবদুল্লাহ [১৮] মোঃ মাহবুবুর রহমান সরদার।

যশোহর জিলা :

(১) মওঃ শামসুদ্দীন আহমদ (২) মোঃ আবদুর রহীম (৩) মৌঃ কফিলুদ্দীন আহমদ (৪) মৌঃ আতিয়র রহমান (৫) মওঃ ইসমাঈল হোসেন (৬) মৌঃ আবদুল্লাহ (৭) মৌঃ আবদুল আজীম (৮) মোঃ মনছুর আলী (৯) মোঃ মুহসিন আলী মোল্লা (১০) মোহাম্মদ আইয়ুব (১১) হাফেজ ইসহাক (১২) মৌঃ ভিখারুল ইসলাম (১৩) মওঃ দাউদ হোসেন (১৪) মৌঃ ফজলুল করীম (১৫) মোঃ ইসমাইল।

চট্টগ্রাম জিলা :

[১] আলহাজ মওঃ মোঃ ইসহাক (২) মোঃ খলিলুর রহমান (৩) মৌঃ আবদুর রশীদ ভূঁঞা।

ঢাকা জিলা :

(১) আলহাজ মওঃ শামসুল হক সলফী (২) মওঃ শেখ আবদুর রহীম (৩) মওঃ মোহাম্মদ আরীফ এম, এ, (৪) মওঃ মুন্তাছির আহমদ রহমানী (৫) আলহাজ মৌঃ মোঃ আকীল [৬] মৌঃ আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী [৭] মওঃ আবুল কাসেম রহমানী [৮] আলহাজ মৌঃ হেলালুদ্দীন [৯] আলহাজ মৌঃ নূর হোসেন [১০] আলহাজ মৌঃ আবদুল মাজেদ সরদার [১১] মৌঃ ওমর আলম [১২] আলহাজ মৌঃ আলাউদ্দীন [১৩] মৌঃ মোঃ ইয়াকুব বি, এল [১৪] মৌঃ কারী মুজীবুর রহমান [১৫] মৌঃ হাবীবুর রহমান [১৬] আলহাজ আহমদ হোসেন [১৭] আলহাজ শেখ আবদুল ওয়াহ্হাব [১৮] মোল্লাজী আলী আহমদ [১৯] মোঃ নূরুদ্দীন [২০] মওঃ রমযান আলী [২১] মওঃ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী [২২] আলহাজ আবদুর রাজ্জাক [২৩] মুন্সী আবদুছ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছবুর [২৪] মৌঃ মোঃ ফিরোজ [২৫] আল্‌হাজ শেঠ আবদুল কাদের [২৬] মৌঃ রইসুদ্দীন আহমদ [২৭] মৌঃ মোঃ আলীমুল্লাহ [২৮] মওঃ মাহবুবুর রহমান রহমানী [২৯] আল্‌হাজ মৌঃ সোলায়মান [৩০] মৌঃ ওমর আলী [৩১] ডাক্তার মৌঃ নেয়ামতুল্লাহ [৩২] আলহাজ মৌঃ দীন মোহাম্ম ভূঁঞা [৩৩] মুন্সী ওয়াহেদ আলী [৩৪] মৌঃ গিয়াসুদ্দীন আহমদ [৩৫] মওঃ আফলাতুন [৩৬] মওঃ মোঃ ইয়াসীন [৩৭] মৌঃ আজিজুল্লাহ [৩৮] মৌঃ তাজুদ্দীন [৩৯] মওঃ আবদুছ ছবুর [৪০] মাষ্টার সাআদতুল্লাহ ।

দিনাজপুর জিলাঃ

[১] মওঃ জহিরুদ্দীন নূরী [২] মওঃ মামুনুর রশীদ সিদ্দিকী [৩] মওঃ আশরফ আলী নূরী [৪] মৌঃ আবদুল মতীন [৫] মৌঃ সোলায়মান[৬] মৌঃ আজিজুর রহমান [৭] মওঃ শাহ আহমদ আলী (৮) মওঃ আফতাব আহমদ রহমানী (৯) মৌঃ আবদুর রশীদ (১০) ডাক্তার আবদুল হামীদ জিলানী (১১) আল্‌হাজ মওঃ আবদুল ওয়াজেদ জামালী (১২) মওঃ ফাজেল উদ্দীন (১৩) মৌঃ ডাঃ রিয়াজুদ্দীন (১৪) মৌঃ ইসমাঈল হোসেন চৌধুরী (১৫) মওঃ আবদুল কাদের (১৬) মওঃ আবদুর রহমান নূরী (১৭) মৌঃ আতিকুর রহমান (১৮) মওঃ আবদুল কাদের (১৯) মওঃ উবায়দুর রহমান [২০] মওঃ ডাক্তার মোঃ নাজির হোসেন শাহ ফকির [২১] উক্টর মওলানা মুহাম্মদ আবদুল বারী।

পাবনা জিলাঃ

(১) মওঃ মাওলা বখ্‌শ নদ্‌ভী (২) মওঃ ষিল্লুর রহমান আনসারী (৩) হাজী মোঃ আবদুছ ছোবহান (৪) আহমদ আলী মিয়া (৫) হাজী তোরাব আলী সরদার (৬) মোঃ মনসুর আলী মিয়া (৭) মৌঃ ইউসুফ আলী মালিথা (৮) হাজী শেখ আফজল হোসেন (৯) মৌঃ খবীরুদ্দীন আহমদ (১০) হাজী আবদুর রহমান মালিথা (১১) মৌঃ আকবর আলী খাঁ (১২) মওঃ আবদুল হক হক্কানী (১৩) মোঃ আবদুল মান্নান মিয়া (১৪) মওঃ হাসান আলী এম, এ, (১৫) মাষ্টার হাবিবুর রহমান (১৬) মৌঃ মহীউদ্দীন আহমদ (১৭) মওঃ আবদুর রশীদ (১৮) মওঃ আবদুল জলীল (১৯) ডাঃ বুজর্গ আহমদ (২০) হাকিম হাবীবুর রহমান (২১) মুহাঃ ময়েজুদ্দীন ।

ফরিদপুর জিলাঃ

[১] আলহাজ মওঃ আবদুর রায্‌যাক [২] এস, এম, লুৎফুর রহমান [৩] মৌঃ মোঃ হাবীবুর রহমান মোল্লা [৪] মৌঃ মকসুদ আলী শরীফ [৫] আলহাজ মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী [৬] মৌঃ সুলতান আহমদ চৌধুরী [৭] মুন্সী আবদুর রশীদ [৮] মওঃ মোঃ আবদুল কাদের ।

বগুড়া জিলাঃ

[১] মওঃ সাদ ওয়াক্কাস রহমানী [২] মৌঃ জসিমুদ্দীন বি, এ [৩] মৌঃ ইসমাঈল হোসেন [৪] মওঃ মোহাম্মদ আলী[৫]মওঃ ফজলুর রহমান [৬] মৌঃ সাঈদুর রহমান [৭] মওঃ আবদুল গফুর [৮] মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মার্চেণ্ট [৯] মওঃ মীর আবদুস সালাম [১০] মওঃ মোবারক আলী [১১] মোহসেন আলী [১২] মৌঃ ইয়াকুব আলী [১৩] মৌঃ আবদুল গফুর [১৪] মৌঃ আবদুল ওয়াজেদ তরফদার বি, এল [১৫] মওঃ ওসমান গণী [১৬] মওঃ এমদাদুল হক [১৭] মৌঃ আবদুর রশীদ [১৮] মৌঃ মোহাজ্জের রহমান [১৯] মৌঃ আবদুল্লাহ নগরী [২০] মৌঃ কসিমুদ্দীন সরকার [২১] মৌঃ জনাব আলী মণ্ডল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বরিশাল জিলা ঃ

(১) মওঃ আসাদুল্লাহেল গালেব (২) মৌঃ শরীফুদ্দীন মাষ্টার [৩] আলহাজ কাসেম আলী [৪] মৌঃ আবদুল বারী [৫] মুন্সী মোঃ আবদুস সাত্তার।

ময়মনসিংহ জিলা ঃ

(১) মওলবী মোহাঃ আবদুর রহমান (২) অধ্যাপক আবদুল গণী (৩) মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল (৪) মৌঃ আবুবকর সিদ্দীক (৫) মওলানা তমিযুদ্দীন (৬) মওলানা ফযলুর রহমান রহমানী (৭) অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী (৮) মৌঃ এস, বেলায়েত হোসেন (৯) আলহাজ অধ্যক্ষ মওলানা আবদুছ ছামাদ (১০) মওলানা আবদুছ ছাত্তার (১১) মওলানা জালালুদ্দীন (১২) মোহাঃ সাঈদ (১৩) হাফেজ মওলানা আবদুত্তাওয়াব (১৪) মৌঃ শেখ মোঃ মযকুর (১৫) মওলানা আহমদুল্লাহ রহমানী (১৬) মৌঃ আবদুল মালেক (১৭) অধ্যাপক আবদুল খালেক (১৮) মওলানা আবদুর রাযযাক (১৯) মওলানা আবদুল মালেক (২০) মওলানা নূরুল হুদা (২১) মৌঃ ইসহাকুদ্দীন (২২) মৌঃ আবদুল আলী (২৩) মোঃ আবদুছ ছামাদ সরকার (২৪) মুহাঃ নূরুয্যমান (২৫) হাফেজ মওলানা আনীসুর রহমান।

রংপুর জিলা ঃ

(১) আলহাজ মওলানা আবদুর রায্যাক (২) আলহাজ মৌঃ আনীসুদ্দীন (৩) মৌঃ আবদুর রহমান এম, পি এ (পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী) (৪) মৌঃ আবদুল মান্নান (৫) মৌঃ মোহাম্মদ মোবারক আলী (৬) শেখ শাহ মোহাম্মদ আলী (৭) হাজী মোজাহার উদ্দীন (৮) হাজী নায়েবুল্লাহ সরকার (৯) মৌঃ আবদুর রহমান (১০) মৌঃ মোহাঃ সেরাজুল হক (১১) মৌঃ খেতাবুদ্দীন বাসুনিয়া (১২) ডাক্তার দেলোয়ার হোসেন (১৩) মওলানা মাহবুবুর রহমান (১৪) মওলানা শামছুর রহমান (১৫) ডাক্তার আবদুল মান্নান (১৬) মৌঃ আবদুল জব্বার (৪৭) মৌঃ আবদুল বারী (১৮) মৌঃ মোহাঃ ইসহাক (১৯) মৌঃ আবদুছ ছালাম (২০) মওলানা আফাজুদ্দীন আহমদ (২১) মৌঃ ফজলুল বারী।

রাজশাহী জিলা ঃ

(১) মওলানা আহমদ আলী (২) মওলানা আবদুর রহমান (৩) মৌঃ আবদুস সামাদ (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট) (৪) মৌঃ মোহাম্মদ জর্জিস (৫) মৌঃ শামসুল হুদা (৬) মওলানা মোহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী (৭) মওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া (৮) মওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৯) মওঃ আবদুল হাই আনোয়ারুদ্দীন (১০) খন্দকার মকবুল হুসাইন (১১) মৌঃ মোল্লা আবুল কালাম আযাদ (১২) মৌঃ হযরতুল্লাহ (১৩) মওলানা মযহারুল ইসলাম [১৪] মৌঃ মুয়েযুদ্দীন [১৫] মওলানা মোহাম্মদ হুসাইন রহমানী (১৬] মওঃ রেযাউল্লাহ (১৭) মওঃ মতিউর রহমান (১৮) মওলানা দাউদ হোসেন (১৯) মওলানা দুরুল হুদা আইয়ূবী (২০) মওঃ সাইদুর রহমান (২১) মওলানা শামসুদ্দীন (২২) মাষ্টার লুৎফর রহমান।

সিলেট জিলা ঃ

(১) মওলানা শফীকুর রহমান নেযামী (২) মোহাম্মদ আতাউর রহমান মিয়া (৩) মওঃ শামসুল হক (৪) মওঃ মোহামদ আলী (৫) মাষ্টার আবদুর রশীদ।

[৪] পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের এই কনফারেন্স সাবজেক্ট কমিটি কতৃক সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও ১৩ জন সদস্য এবং সভাপতি কতৃক মনোনীত ১২ জন সদস্য—মোট ৩২ জন সদস্য লইয়া গঠিত কার্যকরী সংসদের অনুমোদন প্রদান করিতেছে ঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাপতি ঃ ডক্টর মাওলানা মুহাম্মদ অবদুল বারী
সহ-সভাপতি ঃ মওলানা মুহাম্মদ হুসায়ন বসুদেবপুরী, মওলানা শামসুল হক সলফী, মওলানা আফতাব আহমদ রহমানী।
জেনারেল সেক্রেটারী।
মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান
অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ঃ
মওলানা মওলাবখশ্ নদভী
সহকারী সেক্রেটারী ঃ
মওলানা আবদুল হক হক্কানী
সদস্য ঃ মওলানা সা'দ ওয়াক্কাছ রহমানী, মওলানা শেখ আবদুর রহীম, মওলানা মোহম্মদ আবদুছ ছামাদ, মওলানা মামুনুর রশীদ সিদ্দিকী, মওলানা যিল্লুর রহমান আনসারী, মওলানা আবদুল্লাহ ইব্নে ফজল, মৌলবী আবদুল আলী, আলহাজ আনীসুদ্দীন, মওলানা মুহাম্মদ হুসাইন রহমানী, মৌলবী ইব্রাহীম হুসাইন, মওলানা মোহাম্মদ আলী, আলহাজ শেঠ আবদুল কাদের, আলহাজ মৌলবী সুলায়মান, মওলানা আবুল কাসেম রহমানী, আলহাজ শেখ আবদুল ওয়াহ্হাব, আলহাজ আবদুল মাজেদ সরদার, আলহাজ নূর হুসাইন, আলহাজ মৌলবী মোহাম্মদ আকীল, মওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী, মৌলবী আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী, মৌলবী রইসুদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক আবদুল গণী, অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী, মৌলবী সিরাজুল হক, জনাব এ, টি, সাদী।

জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালকের জীবিতকালে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব যেভাবে পালিত হইত এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এযাবত উহা যেরূপ ভাবে অনুসৃত হইয়া অসিতেছে এখনও তাহাই বলবৎ থাকিবে।

[৫] পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের এই বিরাট কনফারেন্স পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান অধার্মিকতা ও সমাজ ধ্বংসকর নীতিহীনতা এবং ব্যভিচার, মদ্যপান ও অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসারে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। এই কন্‌ফারেন্স পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট উক্ত প্রসারমান দুর্নীতি ও অনাচার বন্ধ করার জন্য বিহিত ও বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের এবং তৎসহ মুসলমানগণের ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও তমদ্দুনিক জীবনে কোরআন ও হাদীসের বিধানকে **বলবৎ ও প্রতিষ্ঠা** করার জন্য জোর দাবী জানাইতেছে। এই কনফারেন্স শরাব পান ও বেশ্যাবৃত্তির লাইসেন্স বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

[৬] পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীসের এই কন্‌ফারেন্স কোরআন ও হাদীসের আলোকে পাকিস্তানের সমুদয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য জোর দাবী জানাইতেছে। এই সঙ্গে মুসলিম জনসাধারণ এবং ছাত্রবৃন্দের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি সরকারের অবহেলার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। এই কনফারেন্স ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীকে মানিয়া লইয়া সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে ছাত্রদের চিন্তার বিকাশ ও ইজতেহাদী শক্তির উন্মেষের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা সহ অবিলম্বে উহা স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানাইতেছে।

[৭) পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের এই কনফারেন্স পূর্বপাকিস্তানের স্কুলসমূহের পাঠ্যতালিকাভুক্ত দীনিয়াত গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে শুধু একটি নির্দিষ্ট মযহাবের মসলা-মাসায়েল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিক্ষাদানের এক দেশদর্শী নীতির তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। এই কনফারেন্স সরকারকে জানাইয়া দিতে চায় যে, কোরআন ও হাদীসের অনুসারী এই দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর সন্তানদিগকে জোর পূর্বক শুধু একটি ফিকহী মযহাবের মসলা মাসায়েল শিক্ষা দানের কোন অধিকার সরকারের নাই। তাই এই কনফারেন্স আহলে-হাদীসগণ কর্তৃক অনুসৃত সহীহ হাদীস ভিত্তিক মসলা-মসায়েল দীনিয়াতের কিতাব সমূহে সংযোজিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানাইতেছে। এই সঙ্গে এই কনফারেন্স পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্রাসা সমূহে কোন নির্দিষ্ট মযহাবী দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মবিধি শিক্ষাদানের পরিবর্তে মযহাব নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিতে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রদান করার নীতি গ্রহণ ও তদনুসারে নির্দেশ প্রদানের জন্য পূর্ব পাক সরকার ও মাদ্রাসা বোর্ডকে অনুরোধ জানাইতেছে।

(৮) **ভারতে মুসলিম নিধন**

এই সম্মেলন পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সুপারকল্পিত উপায়ে মুসলিম বিতাড়নের এবং ভারতে অনুষ্ঠিত ব্যাপক হত্যা ও দুঃসহ নির্যাতনের জোর প্রতিবাদ জানাইতেছে। এই সম্মেলন পাকিস্তানে আগত মজলুম মুহাজিরদিগকে অবিলম্বে পুনর্বাসন করার জন্য পাক সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মেলন ইহা নূতন করিয়া ঘোষণা করার প্রয়োজন বোধ করিতেছে যে, পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাকিস্তানের মুসলিম অধিবাসীদের একটি পবিত্র আমানত। সীমান্তের অপর পারে পাইকারী হারে মুসলিম নিধন এবং মুসলমানদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে তজ্জন্য এই সম্মেলন গভীর দুঃখ ও মর্মান্তিক বেদনা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এই সঙ্গে এই সম্মেলন মুসলমানদিগকে ধৈর্য রক্ষা করার এবং পাকিস্তানের অমুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের অনৈসলামিক পন্থা গ্রহণ না করার অনুরোধ জানাইতেছে।

(৯) **মসজিদে দরসগাহ ও পাঠাগার**

এই সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক মসজিদে কুরআন ও হাদীসের ক্লাশ চালু করিবার জন্য সকল আলেম, ইমাম ও খতীবকে এবং বিশেষ করিয়া আহলে হাদীস আলেম মণ্ডলীকে অনুরোধ জানাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মসজিদে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত গ্রন্থাদির সমবায়ে একটি করিয়া ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থা-বলম্বনের অনুরোধ জানাইতেছে। এই সম্মেলন জমঈয়তের মুখপত্র মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার ও গ্রাহক বৃদ্ধি করার জন্য সকলকে সচেষ্ট হওয়ার অনুরোধ জানাইতেছে।

(১০) **কুরআন ও হাদীসকে অগ্রাধিকার দান**

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের এই বিরাট কনফারেন্সে মুসলিম জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের পুরাপুরি অনুসরণ করিয়া ধর্মীয় সকল প্রশ্নের ফয়সালা করার এবং সর্বদা কুরআন ও হাদীসের নীতি ও বিধানকে অগ্রগণ্য করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

(১১) **ঐক্য ও সংহতি**

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের এই কনফারেন্স পূর্ব পাকিস্তানের কেতাব ও ও সুন্নাহ প্রেমিক সকল আহলেহাদীসকে সংহতি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিরোধী সর্ববিধ কার্যকলাপ সযত্নে পরিহার করিয়া তাহাদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছে।

(১২) আহলেহাদীস মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

এই কনফারেন্স প্রস্তাব করিতেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত জামাতী মাদ্রাসাসমূহকে সুসংবদ্ধ এবং একই শিক্ষা কোর্সের অধীনে সুশৃঙ্খল করার জন্য পূর্ব পাক জমঈয়তেআহলে হাদীসের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হোক এবং উহার নিয়ন্ত্রণে সকল মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক।

(১৩) আহলেহাদীস মতবাদ প্রচারার্থে পুস্তক পুস্তিকা

এই কনফারেন্স সুফারিশ করিতেছে যে, আহলেহাদীস মসলক অনুসারে ছাত্রদের বিশ্বাস গঠন, হাদীস মুতাবিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শিক্ষা অর্জন এবং চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা এবং মসলা-মাসায়েলের গ্রন্থ রচনা ও পরিবেশনের জন্য পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এই কনফারেন্স আহলেহাদীস মতবাদ এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয়মূলক বিষয়ে ছোটখাট পুস্তক পুস্তিকা রচনা ও জনসাধারণের মধ্যে উহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কেন্দ্রীয় জমঈয়তকে অনুরোধ করিতেছে।

(১৪) মাদ্রাসাতুল হাদীসের পুনর্গঠন ও সুপরিচালনা

যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে উদার দৃষ্টি-ভঙ্গীতে কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উচ্চাঙ্গের মাদ্রাসা বর্তমান সময়ে বিদ্যমান নাই, যেহেতু চিরাচরিত প্রথা অনুসারে হিন্দুস্থানে গিয়া ধর্মীয় শিক্ষালাভের পথ রুদ্ধ এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে ছাত্র প্রেরণ দুঃসাধ্য এবং যেহেতু এই অভাব পরিপূরিত না হইলে জামাতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেইহেতু অত্র কনফারেন্স এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস কর্তৃক পরিচালিত 'মাদ্রাসাতুল হাদীস'কে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে পুনর্গঠিত ও সুপরিচালিত করার জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে একটি পুনর্গঠন কমিটি গঠন করা হোক।

(১৫) মসজিদ ও প্রচার কেন্দ্র

এই কনফারেন্স সংশ্লিষ্ট আহলে-হাদীস ভ্রাতৃবৃন্দকে প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া মসজিদ এবং তথায় প্রচার কেন্দ্র স্থাপনের আহ্বান জানাইতেছে।

(১৬) কাদিয়ানী ও খৃষ্টান মিশনারী

কাদিয়ানী প্রচারক ও খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য এই কনফারেন্স মুসলমানদিগকে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে এই কনফারেন্স সরকারকে উহাদের মুকাবেলায় ইসলামের সত্য, সুন্দর ও শাশ্বত শিক্ষার ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারের নীতি অবলম্বন করার আহ্বান জানাইতেছে। এই কনফারেন্স আলেম শ্রেণী, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জমঈয়তে আহলে-হাদীসকে সাধ্যমত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুস্তক-রচনা ও প্রকাশ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানাইতেছে।

(১৭) ইসলামপন্থীদের মিলিত ফ্রন্ট

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উহার সাপ্তাহিক মুখপত্র আরাফাত জমঈয়তের চিরন্তন নীতি অনুসারে সেকুলারিষ্ট রাজনৈতিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দলগুলির মুকাবেলায় ইসলামপন্থী দলগুলির সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের যে আহ্বান জানাইয়া আসিতেছে তৎপ্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে এবং উক্ত প্রচেষ্টা চালু রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেছে।

(১৮) **আরবী ও ইসলামী শিক্ষা**

এই কনফারেন্স ম্যাট্রিক পর্যন্ত আরবী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং ডিগ্রি ক্লাস পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতে ইসলাম, ইসলামের মূলনীতি ও ইসলামী ইতিহাস শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্রদেরকে ইসলামী ভাবাপন্ন রূপে গড়িয়া তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতেছে।

(১৯) **কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠ**

কনফারেন্স প্রত্যেক শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীসের মসজিদে বালক বালিকাদিগকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা এবং সহীহ নামায শিক্ষাদানের জন্য একটি করিয়া মক্তব মাদ্রাসা স্থাপন করার এবং শাখা জমঈয়ত কর্তৃক উহা পরিচালিত করার আহ্বান জানাইতেছে।

(২০) **কাশ্মীর প্রসঙ্গে**

পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে অহলে-হাদীসের এই কনফারেন্স ৫০ লক্ষ মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের জনসাধারণের জন্মগত আযাদীর দাবীকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে ভারত কর্তৃক বলপূর্বক কাশ্মীর গ্রাস করার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের জোর প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং অবিলম্বে কাশ্মীরের নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাশ্মীরবাসীদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারতকে রাজী করাইবার জন্য জাতিসঙ্ঘের নির্ভীক ভূমিকা অবলম্বনের জোর দাবী জানাইতেছে।

(২১) **জমঈয়তের গঠনতন্ত্র পুনর্বিবেচনা কমিটী**

জমঈয়তের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলীর কতিপয় ধারা অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিয়া তৎসম্পর্কে সংশোধনীর সুপারিশ পেশ করার জন্য এই কনফারেন্স ৩ মাসের মধ্যে একটি 'গঠনতন্ত্র পুনর্বিবেচনা কমিটী গঠন' করার ভার জমঈয়ত সভাপতির উপর ন্যস্ত করিতেছে। কমিটী গঠিত হওয়ার পর ৩ মাসের মধ্যে সভাপতির নিকট তাহাদের সুপারিশ পেশ করিতে হইবে।

(২২) **মুবাল্লিগ ট্রেনিং**

আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তবলীগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এবং জ্ঞানের প্রসার ও বৃদ্ধির এই যুগে শিক্ষিত মহলে সত্য শাশ্বত আহলে হাদীস মতবাদের প্রচার সাফল্যের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় মুবাল্লিগ বাহিনীর ট্রেনিং এর বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সুতরাং এই কনফারেন্স পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসকে মুবাল্লিগ ট্রেনিং এর ব্যবস্থার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার অনুরোধ জানাইতেছে এবং এজন্য জমঈয়তের প্রেসিডেন্টকে যত শীঘ্র সম্ভব 'মুবাল্লিগ ট্রেনিং পরিকল্পনা প্রস্তুত কমিটী' গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করিতেছে।

———

www.ahlehadeethbd.org

একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি

—মোহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন

বিগত ২০শে, ২১শে ও ২২শে চৈত্র নবাবগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে প্রকৃতির লীলানিকেতন ছায়াঢাকা পাখীডাকা বিরাট আম্রকুঞ্জের শান্ত স্নিগ্ধ নির্মল পরিবেশে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস কন্‌ফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাস্তাপথের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট বাধা বিঘ্নকে উপেক্ষা করে জমঈয়তের হিতাকাংখীগণ যেভাবে জমঈয়তের আহ্বানে সাড়া দিলেন তাতে বুঝা গেল যে, জমঈয়তের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেবের দেওয়া এই পবিত্র আমানতটিকে রক্ষা করতে আহলে জামাতের প্রত্যেকেই বদ্ধপরিকর।

কনফারেন্স অনুষ্ঠানের তিন মাস পূর্বে নবাবগঞ্জ দারুল হাদীস আহমদীয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জমঈয়ত প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্গানাইজিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই এতদঞ্চলে কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে এক বিপুল সাড়া পড়ে যায়। অর্গানাইজিং কমিটীর মুষ্টিমেয় কয়েক জন সভ্যের মনে কন্‌ফারেন্সের সাফল্য সম্বন্ধে কিছু দ্বিধা সংকোচের ভাব থাকলেও জমঈয়তের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী ডি, ফিল সাহেবের দৃঢ় মনোবল ও উৎসাহ ব্যঞ্জক বাণীতে সকলের মন হতে যাবতীয় দুর্বলতা ও সংকোচের ভাব অচিরেই বিদূরিত হয়ে যায় আর সকলেই নিজ নিজ কাজে উৎসাহের সহিত লেগে যান। এই সভায় কনফারেন্সের প্রধান উদ্যোক্তা জনাব মওলানা মোহাম্মদ হোসাইন রহমানী সাহেব ঘোষণা করেন যে, মরহুম আল্লামা এই আশা করতেন যে—এতদঞ্চলে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলে তিনি খুব আনন্দিত হন। হযরত আল্লামা আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। আসুন, আমরা আমাদের এই তরুণ নির্ভিক মহাবিদ্বান নেতার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রেখে কর্মক্ষেত্রে নব উদ্যমে নেমে পড়ি। আল্লাহ আমাদের সহায়।

এরপর আরও কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতিমূলক কার্য্যাদি ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে থাকে। কন্‌ফারেন্সের জন্য জায়গা নির্বাচনের ব্যাপারে কিছুটা অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ নবাবগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের আশে পাশে কোথাও স্থান সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালান হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরে আল্লাহ পাকের অসীম করুণায় এমন একটি স্থান সংগ্রহ করা সম্ভব হয় যা পূর্বোক্ত স্থান অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয়। যার ফলে গ্রীষ্ম তাপদগ্ধ ধরণীর বুকের একপ্রান্তে বিশাল আম্রকুঞ্জের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে কনফারেন্সের তিন দিবস ব্যাপী অধিবেশন বিস্ময়কর সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হ'তে পেরেছে।

অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্বদিন কন্‌ফারেন্সের জন্য নির্বাচিত স্থান ও প্রস্তুতিমূলক কার্যাদি পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখতে পেলাম কর্মীরা সকলেই বিভিন্ন কার্যে রত। সকলের মধ্যেই এক ব্যস্ততার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট স্বয়ং যাবতীয় কার্য তদারক করছেন। বক্তৃতা মঞ্চ ও সভাস্থল বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য তখনও কোন কিছু করা হয়নি। সভাপতি সাহেব কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আহ্বান করে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। হাজী দিদার বকস, টিকরামপুরের জনৈক হাজী সাহেব এবং আরও কয়েকজন উৎসাহী কর্মী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করে ফেল্লেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই দিনই বিকাল চারটার ট্রেনে তশরীফ আনছেন পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীসের আমীর মওলানা ইসমাঈল গুজরানওয়ালা, প্রখ্যাত আলেম ও বক্তা মওলানা ইসহাক রহমানী ও হাজী ইসহাক সাহেবান। তাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য ষ্টেশনে হাজির হলেন স্বয়ং জমঈয়ত-সভাপতি, সহ সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরী এবং মাদ্রাসাতুল হাদীস, ঢাকা ও নবাবগঞ্জ দারুল হাদীস আহমদিয়ার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ। যথাসময়ে ট্রেন এসে পৌঁছল। মুহুর্মুহুঃ তকবীর ধ্বনি ও জিন্দাবাদ আওয়াজে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত হোল। সালাম মোছাফাহার পর মিছিল সহকারে তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পর দিবস শুক্রবার সকাল বেলা হতেই বিভিন্ন দিক থেকে জনসমাগম শুরু হোল। মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল গোজরানওয়ালা জুমার বিরাট জামাতে খোতবা পাঠ ও ইমামতি করলেন। সভাস্থল লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এতদঞ্চলে এরূপ ঐতিহাসিক জনসমাবেশ আর কেহই কোন দিন দেখেনাই।

চারটার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হল। অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। অতঃপর কনফারেন্সের উদ্বোধক পশ্চিম-পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের আমীর শাইখুল হাদীস মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল গুজরানওয়ালা তাঁর স্বহস্ত লিখিত সুচিন্তিত তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করে শোনালেন। তারপরেই তাঁর অভিভাষণের মুদ্রিত বাংলা তর্জমা প'ড়ে শুনালেন জমঈয়তের বিশিষ্ট কর্মী জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ সাহেব। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ এবং উদ্বোধনী ভাষণের মুদ্রিত পুস্তিকা সকলের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। অতঃপর জমঈয়তের মূল সভাপতি তাঁর স্বভাবসুলভ মাধুর্যমণ্ডিত ভাষায় তাঁর স্বহস্ত লিখিত অভিভাষণ পাঠ করে শোনালেন। এরপর সেক্রেটারী সাহেব সুদীর্ঘ পনর বৎসরের এক রিপোর্ট সভায় পেশ করেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে জমঈয়তের কার্য্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেন। এরপর জমঈয়তের প্রবীণ কর্মী ও হৈতৈষী সুকবি মাওলানা মাওলা বখস নদভী সাহেব মরহুম মাওলানা দাউদ গজনবী সাহেবের উদ্দেশ্যে একটি মর্সিয়া পাঠ করে শোনান। এরপর মাওলানা আফতাব আহমদ রহমানী তৌহীদ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি কলেমায়ে তৈয়েবার এক বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন কিন্তু সময়াভাবে তিনি তাহা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। পাবনা জেলার বিখ্যাত বাগ্মী জমঈয়তের একনিষ্ঠ সেবক মাওলানা জিল্লুর রহমান আনসারী সাহেব রেসালত সম্বন্ধে এক সুন্দর ভাষণ দান করেন। রাজশাহী জেলার ধর্মপ্রাণ A. D. C. পাকিস্তানে অনৈসলামিক কার্য্যকলাপ বৃদ্ধির কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে এবং জেল সুপার মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরপর ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় ধরে ওয়াজ ফরমায়েশ দিনাজপুরের মাওলানা জহিরুদ্দিন নূরী এবং মওলানা আবদুল ওয়াদুদ ফারুকী সাহেবান। প্রায় রাত ১২টায় মাওলানা মাওলা বখস নদভী কর্তৃক মোনাজাতের পর সভার কার্য্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

২১শে চৈত্র শনিবার বিকাল চারটা থেকে আবার সভার কার্য্য চালু হয়। এই দিন আগের দিনের চেয়ে আরও অধিক জনসমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। মওলানা মওলা বকস নদভী সাহেব আজ আহলেহাদীস আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করে, শোনালেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত আমাদের বিশিষ্ট মেহমান হাজী ইসহাক হানীফ সাহেব পাশ্চিম পাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে এক ভাষণ দান করেন। তিনি এই সভায় পূর্বপাক জমঈয়তে ১০০০ এক হাজার টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন এবং পূর্বপাক জমঈয়তের কার্য্যকলাপে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বাদ মাগরেব পবিত্র কোরআন তেলাওতের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পর বক্তৃতা আরম্ভ করেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত প্রথিতযশা আলেম, বক্তা ও সাহিত্যিক মওলানা ইসহাক রহমানী। আহলেহাদীস আন্দোলনের মূলনীতি নিয়ে তিনি এক অতি মূল্যবান ভাষণ দান করেন। তাঁর বক্তৃতার ভাষান্তরিত অনুলিখন জনসম্মুখে তৎক্ষণাৎ তুলে ধরেন আমাদের জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারী একনিষ্ঠ কর্মী ও দরদী সুসাহিত্যিক জনাব মওলবী আবদুর রহমান সাহেব।

জামালপুর কলেজের অধ্যাপক জনাব আবদুল গণী সাহেব আজ ইসলাম ও কমিউনিজম সম্বন্ধে এক মূল্যবান ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, কমিউনিজম মানুষের স্বভাবজাত ধর্মানুভূতির মূলে কুঠারাঘাত করে মানুষকে সমানাধিকারের আপাত মধুর লোভ দেখিয়ে দুনিয়াতে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে চায় তা মানব সভ্যতার পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর। মানুষের মানবোচিত জীবন ধারণের যাবতীয় অধিকারকে হরণ করে মেসিনের মত খাটিয়েও তাঁদের বহু বিঘোষিত সাম্যের রূপ তারা প্রদর্শন করতে পারেনি। অপরপক্ষে ইসলামী সমাজতন্ত্র মানুষকে প্রকৃত মানুষের মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। নানা উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

জনাব মওলানা মামুনুর রশীদ সিদ্দিকী সাহেব আজ ইসলামে নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে এক তেজোপূর্ণ ভাষণ দান করেন। প্রসঙ্গক্রমে অপর সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থান কিরূপ তার এক জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজ আমাদের সভ্যতাগর্বী শিক্ষিত সমাজ নারীকে পথে টেনে এনে যেভাবে তাদের উলঙ্গ রূপের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা শুরু করেছে তাতে নারীকে তার মর্য্যাদাপূর্ণ আসন থেকে নামিয়ে আবিলতার পঙ্কিল খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। নারীত্ব আজ ভূলুণ্ঠিত, অপমানিত, মানুষের তামাসার বস্তুতে পরিগণিত। তিনি সকলকে এর ভয়াবহ পরিনতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

এরপর জমঈয়তের সার্বক্ষণিক কর্মী প্রসিদ্ধ আলেম ও বাগ্মী মওলানা মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ সাহেব হাদীসের প্রমাণিকতা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তিনি জনসাধারণকে জমঈয়তে আহলে হাদীসের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁর মুখ থেকে কালামে পাকের যে মোহনীয় তান শ্রবণ করলাম তা ভুলতে পারব না। খুলনার মওলানা মতিউর রহমান সাহেব 'আমর বিল মা'রুফ ও নহি আনিল মুনকর' সম্বন্ধে এক রসঘন আলোচনার সৃষ্টি করেন। স্থানীয় আলেম হাফেয মওলানা ইদ্রীস সাহেব তার স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণীয় ভাষায় ওয়ায করেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে আসে। সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর মওলানা আফতাব আহমদ রহমানী কর্তৃক মোনাজাত অন্তে সভার বিরতি ঘোষণা করা হয়।

তৃতীয় দিবস রোজ রবিবার বিকাল ৪টা হতে সভার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হয়। আজ মওলানা আবদুল মতীন কাসেমী ঝড়োগতিতে আহলে হাদীস আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেন। তিনি জামাতী ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য আকুল আবেদন জানান। তারপর জামালপুরের বিখ্যাত আলেম ও বক্তা হাফিজ মওলানা আনিছুর রহমান সাহেব ছুন্নতে নববী সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, আল্লাহার নবীর সুন্নতের সনিষ্ঠ অনুসরণ ব্যতীত কেহই আল্লার ভালবাসা অর্জন করতে পারবেনা। রসূলুল্লাহর মহাজীবন ছিল কোরআনী শিক্ষার জীবন্ত আদর্শ। কোরআন ও হাদীস থেকে বহু উদ্‌ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন।

এবার আসলেন পূর্বপাকিস্তানের অনলবর্ষী বাগ্মী মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল। তকসীদে শখসী সম্বন্ধে তিনি এমন এক প্রাণবন্ত ভাষণ প্রদান করলেন যে, উপস্থিত জনতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তা শ্রবণ করতে লাগল। তিনি বললেন, ইসলাম কখনও মানুষের স্বাধীন চিন্তা শক্তিকে স্তব্ধ করেনি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাণীই শুধু নির্বিচারে অনুসরণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করতে হবে, তাছাড়া যে কোন লোক তিনি যত বড়ই বিদ্বান বা ওলী আল্লাহ হন না কেন কাহারও ব্যক্তিগত মতামতকে অপরিবর্তনীয়, অভ্রান্ত ও চিরসত্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। কুরআন ও হাদীসের কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখতে হবে। কোরআন মজীদ, হাদীস ও অনুসরণীয় ইমাম ও ফকীহদের বহু বাণী উধৃত করে তিনি জনসাধারণকে চমৎকৃত করেন। তারপর রংপুরের স্বনামধন্য বক্তা মওলানা মাহবুবুর রহমান সাহেব শির্ক ও বেদাত সম্বন্ধে এক মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। নানা-ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ছদ্মবেশে কিভাবে এই মহাব্যাধি সমাজ দেহে প্রবেশলাভ করে তাহা তিনি বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দেন।

সাবজেক্ট কমিটীর সভায় আলোচিত ও নির্বাচিত ২০।২২টি প্রস্তাব সভায় উত্থাপিত হয় এবং জনসাধারণ কর্তৃক তা সমর্থিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটী গৃহীত জমঈয়তের হিসাব নিকাশও কনফারেন্সে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। শেষে মওলানা মোহাম্মদ হুসেন রহমানী, মওলানা মোহাম্মদ হুসেন বাসুদেবপুরী এবং জেনারেল সেক্রেটারী তাদের ভাষণে মূল্যবান কথা আলোচনা করলেন। সেক্রেটারী সাহেব তাঁর আবেদনে জানালেন কনফারেন্সে যা আলোচিত হ'ল যদি তা স্মরণ রেখে প্রত্যেক নিজে আমল এবং অপরের নিকট প্রচার এবং জমঈয়তের কর্মসূচী অনুযায়ী জমঈয়তকে সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত করার ব্রত গ্রহণ করতে পারেন তবেই বলা যেতে পারে কনফারেন্স পুরাপুরি সাফল্য-মণ্ডিত হ'ল, আপনাদের পরিশ্রম সার্থক হ'ল। সর্বশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর বিদায় ভাষণ শুরু করলেন। তিনি অভ্যর্থনা কমিটীর সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক-বৃন্দ দূরাগত ডেলিগেট ও নিমন্ত্রিত মেহমান এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভার প্রথম দিন থেকে শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত—আমাদের জমঈয়তের গৌরব—পূর্ব পুরুষদের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, মহাবিদ্বান ও প্রজ্ঞাশীল আলেম ও সাহিত্যিক মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শীর (রহঃ) স্নেহসিক্ত ডঃ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী সাহেবের মুখনিসৃত মধুমাখা অমিয়বাণী শ্রবণ করে আমরা ধন্য হলাম। তাঁর অনুরোধে মওলানা মোহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরী সাহেব সর্ব সিদ্ধিদাতা আল্লাহর দরবারে সকলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর আমরা নিজ নিজ বাড়ী ফিরে আসলাম, সঙ্গে নিয়ে এলাম এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

—):০:(—

www.ahlehadeethbd.org

হজরত ঈসা (আঃ) ও ক্রুশের ঘটনা

আবদুর রহীম চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইহুদীদের ষড়যন্ত্রমূলে নকল যীশুর কথিত মৃতদেহটা গুম করিয়া দেওয়া হয়। মৃতদেহ গুম হওয়ার কথা চাপা রাখিবার জন্য তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করে। মৃত দেহটা গুম হইয়াছে বলিয়া কানাঘুষা হইতে থাকিলে,—"তখন তাহারা প্রাচীনবর্গের সহিত একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া ঐ সেনাগণকে অনেক টাকা দিল, কহিল, তোমরা বলিও যে, তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে" (মথি—২৮ : ১১—১৩)। সৈন্যগণ প্রকৃত ব্যাপার অবগত ছিল। সেইজন্য তাহারা মিথ্যা কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। বিশেষতঃ প্রহরাকার্য্যে রত থাকিয়া নিদ্রিত থাকার অজুহাত দিলে বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইহুদীগণ সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল,—"আর যদি একথা দেশাধ্যক্ষের কর্ণগোচর হয়, তবে আমরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া তোমাদের ভাবনা দূর করিব। তখন তাহারা সেই টাকা লইয়া, যেরূপ শিক্ষা পাইল, সেইরূপ কার্য্য করিল। আর ইহুদীদের মধ্যে সেই জনরব রটিয়া গেল, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে" (মথি—২৮ : ১৪, ১৫)। উপরোক্ত কথা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কথিত যীশুর দেহটী গুম হওয়ার কথা গোপন রাখিতে একটা গভীর ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। সুতরাং একথা ধারণা করা মোটেই অহেতুক হইবে না যে, ইহুদীগণ যীশুর বিচার হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কথিত দেহ গুম করা পর্য্যন্ত নানারূপ গুপ্ত ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইয়া ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়।

খৃষ্টধর্মের প্রচলিত মতের বিপরীত বিশ্বাসীগণের মধ্যে আর একটী মতের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মতাবলম্বীদের বিশ্বাস মতে আল্লাহতা'লা য়ীহুদী-ইস্ক্যারিয়তির চেহেরা পরিবর্তন করিয়া যীশুর অনুরূপ করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে যীশুর চেহারা পরিবর্তিত হইয়া অপরিচিত রূপ ধারণ করে। ইহুদীগণ য়ীহুদাকেই যীশু বিশ্বাসে ক্রুশেবিদ্ধ করিয়া হত্যা করে। কথিত যীশুর বিচার কাল হইতে ক্রুশ দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা যীশু তাহাদের মধ্যে থাকিয়া নির্বিঘ্নে অবলোকন করেন। য়ীহুদার মৃত্যু হইলে আল্লাহতা'লা যীশুকে সশরীরে জীবন্ত আকাশে উত্তোলন করিয়া লন। বর্ণাবাসের ইঞ্জিল উল্লেখিত বর্ণনাই সমর্থন করে।

উপরোক্ত মতের বিশ্বাসীগণের বক্তব্য এই যে, হজরত ঈসা (আঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে ইহুদীদের হীন ষড়যন্ত্রের কথা ওহী মারফতে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ক্রুশের ঘটনার দুইদিন পূর্বে যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বহু উপদেশ প্রদান করেন এবং ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের কথাও জ্ঞাপন করেন। এ সম্বন্ধে মথির ইঞ্জিলে ২৬ অধ্যায়ের ১ ও ২ নং বাক্যে বলা হয়,—"যখন যীশু এই সকল কথা শেষ করিলেন, তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, তোমরা জান, দুইদিন পরে নিস্তার পর্ব আসিতেছে, আর মনুষ্যপুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হইবার জন্য সমর্পিত হইতেছেন।" যীশুর ভক্তগণ ইহুদীদের হীন ষড়যন্ত্রের কথা জ্ঞাত হইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অত্যধিক উত্তেজনা প্রকাশ করেন এবং শক্তি-দ্বারা এই জঘন্য ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এ সম্বন্ধে মার্কস লিখিত ইঞ্জিলের ২২ অধ্যায়ের ৩৮ নং বাক্যে বলা হয়,—"তখন তাঁহারা কহিলেন প্রভু, দেখুন দুই খানা খড়্গ আছে।' তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, এই যথেষ্ট।" যীশু তাঁহার সমর্থক ও কথিত শিষ্যদের কপটতা সম্বন্ধে ভালরূপেই জ্ঞাত ছিলেন। বিশেষতঃ জেরুযালেমের বিরাট প্রভাবশালী ধর্মযাজক দলের শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। যীশু তাঁহার ব্যক্তব্য শেষ করিলে তথাকথিত শিষ্যদের শিরোমণি,—"পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি সকলে আপনাতে বিঘ্ন পায়, আমি কখনও বিঘ্ন পাইব না। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, এই রাত্রিতে কুকুর ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে" (মথি ২৬ঃ ৩৪)। উপরোক্ত বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যীশু তাঁহার কথিত শিষ্যদের উৎসাহ উদ্দীপনার প্রতি নির্ভর করিতে পারেন নাই।

অতঃপর যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কে তাঁহার জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে। উপস্থিত শিষ্যদের মধ্যে যীহুদা ইস্করিয়োতি স্বেচ্ছায় যীশুর জন্য আত্মত্যাগ করিবার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যীহুদার আত্মত্যাগ গ্রহণ করিবার জন্য যীশু আল্লাহতা'লার নিকট দোয়া করেন। অতঃপর যীহুদার রূপ পরিবর্তিত হইয়া যীশুর অনুরূপ হয় এবং যীশুর রূপ পরিবর্তীত হইয়া অপরিচিত হইয়া যায়। উপরোক্ত মতের সমর্থন ইসলামের মধ্যেও পাওয়া যায়। ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনে আবি হাতেম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে বয়ান করেন যে,—"যখন ইহুদী ধর্মযাজকগণ যীশুকে ধরিয়া হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে একত্রিভূত হইল, তখন আল্লাহতা'লা হজরত ঈসাকে (আঃ) সংবাদ দিলেন যে, তাঁহাকে আকাশে উত্তোলন করিয়া লওয়া হইবে। তখন হজরত ঈসা (আঃ) তাঁহার সঙ্গীগণকে বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আমার রূপ ধারণ করিতে সম্মত আছ? যে আমার রূপ ধারণ করিতে সম্মত হইবে তাহাকে বধ করা হইবে এবং সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকিবে।" জনৈক যুবক উত্তর করিল, "আমি।" অতঃপর আল্লাহতা'লা উক্ত যুবকের রূপ পরিবর্তন করিয়া যীশুর অনুরূপ করিয়া দেন। তৎপর তাহাকেই ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়।"

—[ফউযুল কবীর, হাশিয়া ৯০ পৃঃ]

বলাবাহুল্য বিপরীত বিশ্বাসীগণের মতে এই আত্মত্যাগী যুবক ছিলেন যীহুদা ইস্করিয়োতি। উপরোক্ত মত অনুসারে দেখা যায় যে, হজরত ঈসা (আঃ) যাজকগণের হাতে গ্রেপ্তার হইবার পূর্বেই অদৃশ্য হইয়াছিলেন।

প্রচলিত ইঞ্জিলের বর্ণনামতে যীহুদা ইস্করিয়োতি ইহুদীদের সহিত যোগাযোগ করিয়া ত্রিশটী রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ধর্মযাজকদের হাতে যীশুকে সমর্পণ করিয়াছিল এবং পরে স্বীয় কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু এই সব কথার কোন চাক্ষুস প্রমাণ নাই। যীহুদার কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগতি লাভ করিবার জন্য ইঞ্জিল ভিন্ন অন্য কোন উপায় পৃথিবীতে বর্তমান নাই। ইঞ্জিলের প্রণেতাদের সকলেই ছিলেন গ্যালীলী প্রদেশের অধিবাসী। অপরপক্ষে যীহুদা ছিলেন জুডিয়া প্রদেশের বাসিন্দা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহুদীগণের ঐ দুই প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পর তিক্ত প্রাদেশিকতার ভাব বিদ্যমান ছিল। ঐ দুই প্রদেশের অধি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাসীগণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিত। নিস্তার পর্বের দুইদিন পূর্বে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত্রে, ভোজের সময় যীশু শিষ্যগণকে বহু উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু শিষ্যদের উপর যীশুর উপদেশের কোন ফল হয় নাই। বরং শিষ্যগণ একে অপরের প্রতি নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব আরোপের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে — "আর তাহাদের মধ্যে এই বিবাদও উৎপন্ন হইল যে, তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।" (লুক-২২:২৪)। অতএব ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, এই "শ্রেষ্ঠত্বের" দাবীর বুনইয়াদ ছিল জঘন্য প্রাদেশিকতা। শিষ্যদের মধ্যে এরূপ জঘন্য প্রাদেশিকতা বর্তমান থাকার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, যীহুদার প্রতি ইঞ্জিল প্রণেতাগণ বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মহত্যার যে দোষ আরোপ করিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র তাঁহাকে হেয় করিবার জন্য, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপরপক্ষে যীহুদার স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ প্রকাশ করিতে গেলে ক্রুশের প্রকৃত ঘটনা ফাঁস হইয়া যাইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

প্রচলিত ইঞ্জিলের বিবরণে যীশুর পরিবর্তন হওয়ার যথেষ্ট দলিল পাওয়া যায়। যীশু তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে পিতর, যোহন ও যেকোবকে সঙ্গে লইয়া বিরলে পর্বতের উপর প্রার্থনা করিবার অবস্থায় যীশুর রূপ পরিবর্তিত হয়।—'আর তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মুখের দৃশ্য অন্যরূপ হইল, এবং তাঁহার বস্ত্র শুভ্র ও চাকচিক্যময় হইল" (লুক—৯:২৯)। ক্রুশের দুই দিন পরের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া ইঞ্জিলে বলা হয়,—"আর দেখ, সেইদিন তাঁহাদের (শিষ্যদের) দুইজন যিরূষালেম হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্তী ইম্মায়ু নামক গ্রামে যাইতেছিল, এবং তাঁহারা ঐ সকল ঘটনার বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন ও পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু আপনি নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের চক্ষু রুদ্ধ হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না" (লুক—২৪:১৩—১৬)। ক্রুশের দুইদিন পর, রবিবার দিন প্রত্যূষে মরিয়ম মগ্দলীনী যীশুর কবরে যাইয়া তাঁহার দেহটি অদৃশ্য হইয়াছে দেখিতে পান। তিনি অন্যান্য শিষ্যদিগকে এই সংবাদ দিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কবরে গিয়া মরিয়মের কথার সত্যতা উপলব্ধি করেন। শিষ্যগণ চলিয়া গেলে মরিয়ম কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে পুনঃ কবরের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ও কবরের ভিতরে দুইজন স্বর্গদূতকে দেখিতে পান। স্বর্গদূত মরিয়মকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—"তিনি তাঁহাদিগকে বলেন, লোকে আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে; কোথায় রাখিয়াছে জানি না। ইহা বলিয়া তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরিলেন, আর দেখিলেন, যীশু দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে, তিনি যীশু" (যোহন—২০:১৩,১৪)। অতএব দেখা যায় যে, একাধিকবার যীশুর রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। এমনকি তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ শিষ্যগণও তাঁহাকে চিনিতে সক্ষম হন নাই। এমতাবস্থায় একথা বিশ্বাস করা মোটেই অসংগত নয় যে, যীহুদা গ্রেপ্তার হইয়া ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ও তাঁহার মৃত্যু ঘটা পর্য্যন্ত যীশু পরিবর্তিত রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের মধ্যেই বিচরণ করিতেছিলেন।

যীহুদা ইস্কারিয়োতির ইহুদীদের সহিত ষড়যন্ত্রে শামিল থাকা সম্বন্ধে সিনোপিক গসপেল যে বর্ণনা দিয়াছে যোহনের ইঞ্জিলে ঠিক তেমন বর্ণিত হয় নাই, উপরন্তু যীহুদার আত্মহত্যা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্বন্ধে যোহনের ইঞ্জিলে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যীহুদা ও অন্যান্য এগারজন শিষ্যের মধ্যে পরস্পর তিক্ত বিদ্বেষভাব বিরাজিত ছিল। একথা মোটেই অসম্ভব নয় যে, বাইবেল প্রণেতাগণ অথবা তাঁহারা যাহাদের নিকট হইতে ক্রুশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহারা ঐ চিরাচরিত বিদ্বেষের মূলে সন্দেহ পোষণ করিয়া ষড়যন্ত্র মূলে যীহুদার নাম সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন এবং পরবর্তী সন্দেহটি মুখে মুখে বিস্তার লাভ করিয়া একান্ত সত্যরূপে প্রচলিত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে যীহুদা আত্মহত্যা করে নাই, বরং আল্লাহ তাআলা তাঁহার রূপ পরিবর্তন করিয়া যীশুর অনুরূপ করিয়া দেন। ইহুদীগণ যীশু মনে করিয়া তাঁহাকেই হত্যা করে। পরবর্তী কালে যীহুদার আর কোন সন্ধান না পাইয়া গ্যালীলীয় শিষ্যগণ অনুমানের মূলে ধারণা করে যে, যীহুদা ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে শামিল ছিল এবং পরে অনুতপ্ত হইয়া দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছে।

বিদেশী খৃষ্টান শক্তির প্রভাবাধীন এলাকার কোন কোন কোন স্থানে দুই একজন মুসলমান চিন্তাশীল ব্যক্তি আধুনিকতা ও যুক্তিবাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া "ক্রুশে যীশুর মৃত্যু হইয়াছে" অথবা "স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে" এই মতবাদ কোরআনে করীমের বিচ্ছিন্ন আয়াতের সাহায্যে সমর্থন করিবার বিফল চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোরআনে করিমে বিশেষ ভাবে ইহার বিপরীত মতের উল্লেখ থাকায় তাঁহাদের উক্ত প্রকার গোঁজা মিল দেওয়ার অপচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়। (সুরা নেসা, ১৫৬—৫৭ আয়াত দ্রষ্টব্য) তাঁহারা হয়ত বিধর্মী সরকারের ধর্মবিশ্বাসের সহিত ইসলামের ধর্মবিশ্বাসের একটা সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে লইয়া ঐরূপ পন্থা অবলম্বন প্রচেষ্টা করিয়া থাকিবেন। সুতরাং তাঁহাদের উক্তরূপ অপচেষ্টা কোন কালেই ইসলাম জগতের চিরন্তন ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের বিবরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) মোটেই ক্রুশে বিদ্ধ হননাই এবং ইহুদী নির্যাতনের দ্বারা মৃত্যু বরণ করেন নাই। উপরন্তু প্রচলিত চারি ইঞ্জিল হযরত ঈসার (আঃ) সশরীরে জীবন্ত অবস্থায় আকাশে উত্তোলন সমর্থন করে। এতদ-সত্ত্বেও প্রচলিত চারি ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করা সম্বন্ধে কতকগুলি স্পষ্ট বাক্য দৃষ্ট হয়। প্রচলিত চারি ইঞ্জিলে এইরূপ স্ব-বিরোধী কয়েকটী বাক্য থাকার কি কারণ থাকিতে পারে, এ প্রশ্নের উদয় হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। নিম্নে এ প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইল।

হজরত ঈসা (আঃ) আকাশে উত্তোলন হওয়ার পর পরই জেরুজালেম নগরে দুইটী পরস্পর বিরোধী মতের উদ্ভব হয়। প্রভাবশালী বিরাট ইহুদী জাতির মতে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। কিন্তু যীশুর সমর্থকগণের মতে ইহুদীগণ যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে পারে নাই। তদপরিবর্তে অন্য এক ব্যক্তি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। যীশু নির্বিঘ্নে জীবন্ত অবস্থায় সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হইয়াছেন। যীশুর সমর্থকগণের মতের উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তী-কালে নাসুরীয়, ইবুনি, এলুজিয়ান, বেসিলিডিয়ান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং আরও বহু খৃষ্টান উপদলের উদ্ভব হয়। ক্রমান্বয়ে ইহুদী জনসাধারণের মধ্যেও খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে। কিন্তু নবদীক্ষিত ইহুদীগণ তাঁহাদের সাবেক বিশ্বাসের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। সে কারণেই যীশুর সশরীরে আকাশে উত্তোলন হওয়ার মতটীকে তাঁহারা যীশুর মৃত্যুর পরের ঘটনারূপে বিশ্বাস করেন। যীশুর পর প্রায় চতুর্থ শতাব্দীকাল পর্যন্ত খৃষ্টান মতবাদ নির্বিঘ্নে প্রচারিত এবং সমর্থিত হইবার কোনই অবকাশ পায়নাই। বিরাট ইহুদী জাতি এবং শক্তিশালী রোমান সরকার চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমে খৃষ্টান মতবাদ দলন করিতে থাকেন। তৎকালে খৃষ্টান মতের আলোচনা ও উহার ব্যাপক প্রচারের কোন সুযোগ পাওয়া যায় নাই। চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টানগণ ইহুদীদের যাবতীয় আদর্শ বাহ্যতঃ ষোলআনা বজায় রাখিয়া কেবল মনে মনে খৃষ্টমত পোষণ করিতে পারিতেন। ইহুদীদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কথা আকারে ইঙ্গিতেও প্রকাশ করা খৃষ্টান মতাবলম্বীদের পক্ষে তৎকালে সম্ভব ছিল না। অকারণে ইহুদীদের প্রচলিত বিশ্বাস "যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়"—কথাটির বিরোধিতা করা বিচ্ছিন্ন খৃষ্টান মতাবলম্বীদের পক্ষে কোন ক্রমেই তখন সম্ভব হয় নাই। ঐ একই কারণে খৃষ্টান মতাবলম্বীগণ তাহাদের নিরাপত্তার খাতিরে ইহুদীদের প্রচলিত বিশ্বাস বজায় রাখিয়া খৃষ্টান মত ধারণ করিতে থাকে। ক্রমান্বয়ে ইহুদী ধর্ম হইতে আগত নবদীক্ষিতগণের সহিত খৃষ্টান মতবাদের এক স্বাভাবিক সমন্বয় সাধিত হয়। ফলে এক পক্ষে যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ও মৃত্যু হওয়া সমর্থিত হয়, অপর পক্ষে তাঁহার সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হওয়া স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রচলিত চারি ইন্‌জিলের প্রণেতাগণ সকলেই ইহুদী ছিলেন। ইহুদীগণের মধ্যে যাহারা হজরত ঈসাকে (আঃ) গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা তাহাদের পূর্ব বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিতে সক্ষম হন নাই। বরং অন্যান্য নবদীক্ষিতদের প্রতি তাহাদের নিজ বিশ্বাস বলবৎ করিতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন সাহেব তদীয় Decline and Fall of the Roman Empire নামক পুস্তকের ৪৩৭ পৃষ্ঠায় বলেন, "নবদীক্ষিত ইহুদীগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ-বেত্তাদের কথামত যীশুকে "মসিয়া" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে সততা ও ধর্মের ভাববাদী শিক্ষকরূপে সম্মান করিত। কিন্তু ঐসকল নবদীক্ষিত ইহুদীগণ তাহাদের রীতি নীতি দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিত। উপরন্তু বর্ধিত সংখ্যায় নবদীক্ষিত অ-ইহুদীগণের উপর তাহা বলবৎ করিতে সর্বদাই যত্নবান ছিল"। এতদ্ভিন্ন খৃষ্টানধর্মের নেতৃত্বভার শতাব্দীকালেরও অধিক সময় ইহুদীদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। গিবন সাহেব তাঁহার উল্লেখিত পুস্তকের ৪৩৮ পৃষ্ঠায় বলেন, "জরুষালেম চার্চের প্রথম ১৫ জন বিশপ সকলেই খাৎনা করা ইহুদী ছিলেন।" দুই শতাব্দীকালেরও অধিক সময় খৃষ্টানদের নিজস্ব ভিন্ন উপাসনালয় ছিলনা। খৃষ্টানগণ ইহুদীদের ধর্মমন্দিরেই উপাসনা করিত এবং তাহাদের যাবতীয় ধর্মীয় কাজ সেখানেই সম্পন্ন করিত। তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান সম্রাট আলেকজেণ্ডার সেভেরাসের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম খৃষ্টানদের নিজস্ব উপাসনালয় স্থাপিত হয় (Halley's Hand Book of Bible P.P.863 দ্রষ্টব্য)। প্রচলিত চারি ইন্‌জিলের প্রণয়ন কাল অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চার্চ পরিপূর্ণভাবে ইহুদীগণের কর্তৃত্বাধীন ছিল। অতএব একথা স্বাভাবিক যে, প্রচলিত চারি ইন্‌জিলে ইহুদী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কথা উল্লেখিত হওয়া একান্ত অসম্ভব ছিল।

প্রচলিত চারি ইন্‌জিলে প্রদত্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চারি ইন্‌জিলের প্রণেতাগণ ইহুদীদের ধর্মপুস্তক পুরাতন নিয়মের (old Testament) সাহায্য গ্রহণে যীশুর জীবনী রচনা করেন। যীশুর উক্ত জীবনী নিউ টেষ্টামেণ্ট বা ইন্‌জিলরূপ পরিচিত হইয়া আসিতেছে। রেভারেণ্ড বার্কলে সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Daily Study Bible" এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় পরিষ্কাররূপে বলেন যে, মথি ইহুদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহুদীদের জন্যই তাঁহার ইন্‌জিল (সুসমাচার) রচনা করেন। এমনি কি এই বিখ্যাত পাদ্রী পণ্ডিত মথির ইন্‌জিলকে "Gospel of the Jews" বলিয়া অভিহিত করেন [Rvnd. Barklay, Daily Study Vol. I, Intruduction-P.P XXII দ্রষ্টব)। সুতরাং একথা অবধারিত যে, প্রচলিত চারি ইন্‌জিল ইহুদী বিশ্বাসের পরিবাহকরূপে রচিত হয়। ঐ একই কারণে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, "যীশুখৃষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ও মৃত্যু হওয়ার" সম্পর্কহীন কথাটি কেবলমাত্র ইহুদী মনোভাবকে প্রতিফলিত রাখিবার জন্যই প্রচলিত চারি ইন্‌জিলে সন্নিবিষ্ট করা হয়।

"যীশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন" এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া প্রচলিত খৃষ্টান মতাবলম্বীগণ কর্মজীবনের আদর্শ হইতে ক্রমান্বয়ে বিচ্যুত হইতে থাকে। কালক্রমে তাহাদের ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে মূল করিয়া তাহারা কর্মের পথ চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দেয়। তাহাদের উক্ত রূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই তাহারা নাজাতের একমাত্র পথরূপে অবলম্বন করে। খৃষ্ট ধর্মের বুনইয়াদ হইতে পাপপুণ্যের বিচার তিরোহিত হয়। খৃষ্টানদের দৃষ্টিতে পাপ কেবলমাত্র একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা প্রচার করেন,—"যদি আপনি খৃষ্টে বিশ্বাস না করে থাকেন, তাহ'লে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আপনি মহাপাপ বা সবচেয়ে বড় পাপ ক'রেছেন। অনেকে যে ভুল করে থাকেন, আশা করি আপনি সে ভুল করবেন না। কি ভুল ?···তারা মনে করেন ধর্ম, কৃষ্টি ও নৈতিক চরিত্র দ্বারাই পরিত্রাণ লাভ করা যায়। কিন্তু তা নয়। একমাত্র যীশুকে বিশ্বাস দ্বারাই, তাঁকে নিজ নিজ ব্যক্তি জীবনে একমাত্র পরিত্রাণ কর্তারূপে গ্রহণ করিলেই পরিত্রাণ লাভ করা যায়" (ঢাকা শহরস্থ ৪নং জিন্না এভেনিউ হইতে এমেরিকান সাউদার্ণ ব্যাপটিষ্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত "সবচেয়ে বড় পাপ" নামক পুস্তিকার ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উপরোক্ত বিশ্বাসের ফলে খৃষ্টান চরিত্র জগতে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। অতি সাধারণ সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া অসাধারণ যাজক সমাজের মধ্যেও মনুষ্যত্বের পতন ঘটে। খৃষ্টধর্ম মানুষের মুক্তির অবলম্বন হওয়ার পরিবর্তে মানুষের লাঞ্ছনার ধর্মে পরিণত হয়।

উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদের দরুণ খোদ পোপের প্রাসাদেই Harlots দের রাজত্বের সূত্রপাত হয়। "মেরোযীয়া' নামে পোপ তৃতীয় সার্জিয়াসের জনৈকা পত্নী ছিল। মেরোযীয়া, তাহার ভগ্নী এবং তাহাদের মাতা থিউডোরা তাহাদের উপপতি এবং জারজ পুত্রকে পোপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহারা পোপের প্রাসাদকে ডাকাতের গুহায় পরিণত করে। এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুগকেই ইতিহাসে হারলোটসদের রাজত্ব বলা হয়। থিউডোরা তাহার ভোগলিপ্সা সাধনের জন্য তৃতীয় এনাস্টাযিয়াস, লেনডো এবং দশম জনকে রাভেনা হইতে রোমে আনয়ন করিয়া পোপের গদিতে অধিষ্ঠিত করে। পোপ দশম জনকে মেরোযীয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে। অতঃপর মেরোযীয়া চতুর্থ লিউ, সপ্তম ষ্টেফেন এবং নিজের জারজ পুত্র একাদশ জনকে পর পর পোপের সিংহাসনে স্থাপন করে। মেরোযীয়ার অপর পুত্র সপ্তম লিউ, অষ্টম ষ্টেফেন, তৃতীয় মার্টিন এবং দ্বিতীয় এগাপেটাসকে পর পর পোপের সিংহাসনে স্থাপন করে। মেরোযীয়ার জনৈক পৌত্র, পোপ দ্বাদশ জন সমস্ত প্রকার অপরাধে অপরাধী ছিল। উক্ত পোপ কুমারীদের সতিত্ব নষ্ট করে, সকল পর্যায়ের বিধবাকে ধর্ষণ করে, স্বীয় পিতার উপপত্নীকে রক্ষিতারূপে গ্রহণ করে এবং পোপের প্রাসাদকে বেশ্যালয়ে পরিণত করে। জনৈকা বিবাহিতা নারীকে ধর্ষণ করাকালে ঐ নারীর স্বামী কর্তৃক উক্ত পোপ নিহত হয়" (Halley's Bible Hand Book-P.P.881)। পোপের প্রাসাদ অভ্যন্তরে শোচনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খৃষ্টান সর্বসাধারণের নৈতিক মান সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে পরাক্রমশালী রোমান সম্রাট কনসটনটাইন প্রচলিত খৃষ্টান মতালম্বীগণ দ্বারা দীক্ষিত হইলে প্রচলিত খৃষ্টান বিশ্বাস প্রবল রাষ্ট্রীয় শক্তির পূর্ণ সহায়তা লাভ করিতে সক্ষম হয়। অতঃপর প্রচলিত খৃষ্টান মতে বিশ্বাসী প্রতাপশালী রাষ্ট্রীয় শক্তি বিরুদ্ধ বিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে জুলুম শুরু করিয়া দেয়। রাষ্ট্রীয় দলন নীতির চাপে পড়িয়া বিরুদ্ধ বিশ্বাসীগণ ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রচলিত খৃষ্টান বিশ্বাসের বিরোধী মতাবলম্বীগণ সর্বতোভাবে বিপন্ন অবস্থায় প্রায় বিলীন হইবার উপক্রম হয়। এই সময় বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার শেষ পয়গাম কোরানে করীম দুনইয়ার বুকে জলদগম্ভীর স্বরে সত্য ঘটনার ঘোষণা করিয়া বলে,—"এবং তাহাদের (ইহুদীদের) একথা বলার কারণে যে, আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে (ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া) হত্যা করিয়াছি (তাহাদের অন্তরে আল্লাইতালা ছাপ মারিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা (ইহুদীগণ) তাঁহাকে হত্যা করে নাই এবং ক্রুশেও বিদ্ধ করে নাই, বরং তাহাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটান হইয়াছিল। যাহারা (ইহুদী মতের সমর্থক খৃষ্টানদল) এ বিষয়ে মতভেদ করিয়াছে তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা কেবল কল্পনার অনুসরণকারী। নিশ্চয়ই ইহুদীগণ তাঁহাকে (হজরত ঈসাকে) হত্যা করে নাই। বরং আল্লাহতা'লা তাঁহাকে নিজের কাছে উত্তোলন করিয়া লইয়াছেন। আল্লাহতা'লা সর্বপরাক্রমশালী ও মহা প্রাজ্ঞ"। (সুরা নেছা—১৫৭, ১৫৮ আয়াত)।

—):০:(—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাণ্ডারী হুশিয়ার

॥ সইফুল ইসলাম মোহাম্মদ শফী উদ্দীন ॥

কাণ্ডারী হুশিয়ার!
যাত্রীরে নিয়ে রাত্রি নিশীথে হতে হবে খেয়া পার।
পাড়ী দিতে হবে দুর্গম মরু দুস্তর পারাবার॥
কাণ্ডারী হুশিয়ার॥

আকাশের বুকে ঘন গাঢ় মেঘ ঢেঁকেছে অন্ধকারে,
বজ্র হাঁকিছে গুরু গরজনে শার্দুল হুঙ্কারে;
রুদ্র মাতাল কাল বৈশাখী আসিতেছে ঐ ঘিরে,
বিদ্যুৎ চলে এঁকে বেঁকে ঐ আকাশের বুক চিরে।
চক্ষে লাগায় ধাঁধা;
(ওরে) লঙ্ঘিতে হবে হেলায় মোদের বিন্ধ্যাচলের বাধা॥

(অই) ডাকিছে মাদল, নামিছে বাদল ফুঁসিতেছে ঝড়ো হাওয়া।
জল-দস্যুরা করে কানাকানি
দুরন্ত ঢেউ করে হানাহানি,
চোর তস্কর খুঁজিছে সুযোগ করিবারে রাহাজানি।
—কাণ্ডারী হুশিয়ার।

সুদূর পথের যাত্রীরা কেহ করিও না শোরশার॥
সিন্ধু-ঘোটক, হাঙ্গর, কুমীর ভয়াবহ আজদাহা
হামলা করিয়া ফিরে চারিধারে ভুলাইয়া দিতে রাহা;
ক্রুদ্ধ আবেগে হয়ে মাতোয়ারা
শত্রুরা অই—করে পায়তারা
সম্মুখ রণে যুঝিতে এবার ছাড়িতেছে হুঙ্কার;
—কাণ্ডারী হুশিয়ার॥

* * * * *

(অই) জালিমের হাতে তাড়া খেয়ে ওরে আসিতেছে ওরা কা'রা?
(ওরা) 'মুস্‌লিম' শুধু এই 'অপরাধে' হয়েছে সর্বহারা॥
ঐ পিশাচের দল দিয়েছে তাড়িয়ে
ভিটে মাটি সব নিয়েছে কাড়িয়ে
ধন-জন-মাল সকলি হারিয়ে করিছে তারা হাহাকার,
আসিয়াছে ওরা আশ্রয় নিতে আমাদেরই মাঝার।
—কাণ্ডারী হুশিয়ার॥

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহলে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ

(৪৪৪ পৃষ্ঠার পর)

আবু হানিফার জেদ্দে হাদিছ করে ঝুটা ॥
জেয়াদা কি কব তারে মার সবে ঝাটা *
এহাতক জেদ তাদের পৌছিল আসিয়া ॥
ফেরেব খরিদ কৈল দিনকে বেচিয়া *
কখন শুনেছ কেহ জরুর দুধপিনা ॥
এই সব নয়া কাম দজ্জালি নিসানা *
কি কব জিয়াদা ভাই হোস করে থোড়া ॥
জিতা জানে একেবারে হইলে কেন মরা *
মজহাব আকিদা নাহি দোরস্ত জাহার ॥
নামাজ দোরস্ত নাহি পিছনে তাহার *
এই সব লোগ হইতে রহিবে তফাত ॥
হাসরের দিন তবে পাইবে সাফাত *

পুঁথিকার তার বিদ্বিষ্টমনের দীর্ঘ আলোচনায় আহলে-হাদীসগণের জন্য যে সব শব্দ নির্বাচন করিয়াছেন নিম্নে উহার কতক নমুনা পেশ করিতেছি।

খবিছ, মুর্তাদ, পামর, গাণ্ডার, কমজাত, বজ্জাত, না-মাকুল, সেরকস, কমিন, সয়তান, এজিদ, বে-এলেম, জাহেল, নমরুদ, ফেরাউন, ইহুদির মুকাল্লেদ প্রভৃতি।

মরহুম মৌলবী তমস্মল হুসেন এবং মরহুম রূপচান্দ মুনশী তাহাদের যুগ্ম-রচিত পুঁথি "ছহি দিল মোহিতে" বোধ হয় সকলের উপর টেক্কা মারিয়াছেন। পুঁথির প্রথম দিকে ৩য় পৃষ্ঠায় কুরআনের আয়াত (উধৃতিতে ভুল) এবং শেখ সাদীর একটি বয়াতের অর্থ অত্যন্ত বিকৃত করিয়া তাহারা লিখিয়াছেন,

অর্থাৎ লা মজহাবি ওহাবিয়া মোহাম্মদীয়া জাহেল ফেরকা হইতে এমত জোরে ছুটিয়া পলায়ন করা চাই যেমত কামান হইতে জোরে তীর ছুটিয়া পলায়ন করে।

অতঃপর ছহি দিল মোহিত লেখার কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে,

এইরূপ খারাবি আছে ইহাদের ॥
ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখ বিচে কিতাবের *
... ...
সে সব কেতাব পড়ে যে জন দেখিবে ॥
দাগাবাজের দাগা তার কাছে না খাটিবে *
ঐ সব কেতাব লেখা আরবী উর্দ্দুতে ॥
এজন্য গ্রামিক লোক না পারে বুঝিতে *
গ্রামবাসী উম্মি লোক বাঙ্গলা কিছু জানে ॥
উর্দ্দু আরবীর কেতাব তারা বুঝিবে কেমনে *

মোহাম্মদী 'লা মজহাবীদের' বৈশিষ্ট ও পরিচয় দিতে গিয়া লেখা হইয়াছে ঃ

তারাবির নামাজ তারা বেদাত কহিয়া ॥
বিশ রেকাত নামাজ পড়া দিল উঠাইয়া *
ঈদের নামাজ সোন্নত লিখিল ফেকাতে ॥
আওরত যাইতে কহে ঈদের মাঠেতে *
কুমারী, যুবতী, সবে যাবে চলি ॥
এমন কি যাইবেক হায়েজওয়ালী *
জানাজার নামাজ কহে পড়িতে কেরাত ॥
তকবিরের সাথে কহে উঠাইতে হাত *
এক রেকাতের পরে বৈঠক তারা করে ॥
আগে পাছে রুকুকালে হাত ঝাকি মারে *
সেরকশ ঘোড়ায় জেয়ছা দেয় দুম ঝাড়া ॥
তেয়ছাই নামাজে হাত করে তোলাপাড়া *
চিল্লিয়া আমীন কহে নামাজ বিচেতে ॥
আর যে কেরাত পড়ে এমাম পিছেতে *
এক রেকাত নামাজ তারা পড়ে বেতেরের ॥
এইমত নামাজেতে করে হের ফের *
এইরূপ বেদিল যারা আহমক গোয়ার ॥
ইহাদের সাথে দুস্তি না রাখিও আর *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খোদার দুশ্মন এরা পুরা জাহান্নামি ॥

কুফরির টিকা এদের কপালে নিশানি *
দুশ্মন চেহারা ভাই দেখিবে এদের ॥

কমিনের নেশানা ইহা কেতাবে জেকের *

এই পুঁথিতে বহু বিচিত্র আজিব আজিব কথা লিপিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। উহার বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে অবান্তর। শুধু একটি নমুনা পেশ করার লোভ সংবরণ করা গেল না। আহলে হাদীস তথা ওহাবী মোহাম্মদী তরীকার উদ্ভব কখন এবং কেমন করিয়া হইল কল্পনার বেলাগাম ঘোড়া ছুটাইয়া তাহার এক উদ্ভট কাহিনী লেখক 'ছহি দিল মোহিতের' ১২ পাতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাহিনীটি লেখকের ভাষাতেই শ্রবণ করুন।

কেতাবেতে আসিয়াছে এছাই খবর ॥
তাহার বয়ান আমি লিখি ছরাছর *
আবদুল ওহাব নামে নজদ সহরে ॥
এসেছিল রছুলের সাগ্রেদ হবার তরে *
কিন্তু রছুলোল্লা তাকে দেখিয়া নজরে *
দোয়া না করিল তিনি তাহার খাতেরে *
এজন্যতে বেদিল হয়ে সেই গোঙার ॥
চলিয়া গেল সেই দেশ আপনার *
আপনার বেটার নাম মোহাম্মদ রাখিয়া ॥
সেই নামেতে মতলবী নাম দিল প্রকাশিয়া *
রছুলের তরিক সেই বিগড়িয়া দিল ॥
মোহাম্মদিয়া ফেরকা বলে জাহির করিল *
রছুলের তরিকের উল্টা যত কাম ॥
করিতে লাগিল সেই জিদেতে তামাম *
হানিফি মজহাব সেই হেকারত করিয়া ॥
ওহাবী মোহাম্মদী তরিক দিল প্রকাশিয়া *

একজন সামান্য লেখাপড়া জানা লোকও জানে যে, আবদুল ওহাব এবং তাহার পুত্র মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব সপ্ত ও অষ্টদশ শতাব্দীর লোক অর্থাৎ রসূলুল্লার (দঃ) মৃত্যুর ১১ শত বৎসর পর তাহাদের জন্ম। দুনিয়ার ন্যায়নিষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, রসূলুল্লার (দঃ) দীনকে শের্ক, বেদআত এবং অন্যান্য কুসংস্কার ও আবর্জনা হইতে মুক্ত করিয়া মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব রসূলুল্লার (দঃ) প্রচারিত অনাবিল ইসলামের পুনঃপ্রবর্তনের দ্বারা বিশ্ব মুসলমানের মধ্যে এক বিপ্লবী জাগরণ ও নবপ্রাণ স্পন্দন আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আহলে হাদীসগণের প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ ছিল না এবং মযহাব ও অন্যান্য কতিপয় ব্যাপারে তাঁহার সহিত মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ তিনি নিজেই ছিলেন চারি মযহাবের এক মযহাব—হাম্বলী দলভুক্ত। অবশ্য তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ে আহলে হাদীসগণের মতের মিলও রহিয়াছে এবং এই মিলের জন্যই ভারতীয় আহলে হাদীসগণ রাজনৈতিক কারণে ইংরাজ সরকার কর্তৃক ওয়াহাবী নামে আখ্যায়িত এবং নির্যাতিত হয়। ইংরাজের সেই অপপ্রচার এক শ্রেণীর মোল্লা মুন্সী মৌলবীকে প্রভাবিত এবং আহলেহাদীসগণের প্রতি অন্ধ ও বিদ্বিষ্ট করিয়া সত্য হইতে তাহাদিগকে কিরূপ দূরে এবং কত নিম্নে নিক্ষেপ করিয়াছিল উপরের উদ্ধৃতি তাহারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

কিন্তু এত করিয়াও লেখক রূপচাঁদ মুন্শী কোন দিকই সামলাইতে পারেন নাই। তাহার পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, এমন কি পুত্র পৌত্র দৌহিত্র সকলেই বুঝিয়া সুঝিয়া আহলে হাদীস মত ও পথ অবলম্বন করেন। লেখক এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া যে আরয সহ তাহার পুঁথি শেষ করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"ভ্রাতাগণ অনুগ্রহ করিয়া আমার একটি আরজ শ্রবণ করিবেন। আমি একা আমার কওমের মধ্যে এই পবিত্র ধর্মে অর্থাৎ হানিফি মজহাবে দীক্ষিত আছি। আমার বেটাপুত্র সকলেই আমাকে ছাড়িয়া ওহাবী সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং আপনাদের নিকট আমার আরজ এই যে, আপনারা সকলেই অর্থাৎ যাহারা এই কেতাব পাঠ করিবেন, মেহেরবানী করিয়া আল্লা তালার ওয়াস্তে এই দোওা করিবেন যেন খোদাতালা আমার খাতেম বেলখায়ের করেন। ইহাই আপনাদের নিকট আমার একমাত্র আরজ। ইতি।

আমি এই কেতাব পাঠ করিয়া লেখকের আরয মত দোওয়া করিতেছি, আল্লাহ লেখককে মাফ করুন এবং তাহার উপর রহম করুন।

পূর্বেই বলিয়াছি 'দোররায়ে মোহাম্মদী'তে আহলে হাদীসগণের আকীদা কি তাহা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধে হানাফীগণ যে সব এ'তেরায করিয়া বিনা প্রমাণে অপবাদ ও দুর্নাম রটাইয়াছেন দলীল ও প্রমাণসহ তাহা রদ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হানাফীগণের নির্দিষ্ট মযহবের তকলীদ, কেয়াছ এবং হাদীসবিরোধী অথবা উহার সহিত অসমঞ্জস মসলাসমুহও প্রমাণপঞ্জীর সাহায্যে বাতেল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। প্রমাণের জন্য কুরআন ও হাদীস ছাড়াও ছাহাবী, মুহাদ্দিস, মুফাসসির—এমন কি চারি ইমামের বাণী ও মুহাক্কিক আলেমগণের বহু উদ্ধৃতি পেশ করা হইয়াছে। তৎকালীন পরিবেশে আম লোকের জন্য যে টেকনিক এবং যে ভাষা উপযোগী ছিল তাহাই প্রয়োগ করা হইয়াছে। বর্তমান সময়েও এই পুস্তকের উপকরণগুলি নব ভাষায় ও নব সজ্জায় সজ্জিত করিয়া গ্রন্থাকারে পরিবেশন করিতে পারিলে উহা একখানা উল্লেখযোগ্য, প্রামাণ্য, মূল্যবান ও কল্যাণপ্রদ পুস্তকরূপে প্রমাণিত হইবে।

এখন আমরা পুস্তকটির আলোচ্য বিষয়ের উপর মোটামুটি আলোকপাতের চেষ্টা করিব এবং এজন্য মাঝে মাঝে অংশ বিশেষ উধৃত করিব।

পয়ার ছন্দে চিরাচরিত প্রথায় হাম্‌দ ও নাত দিয়া পুস্তকের সূচনা করা হইয়াছে। উহার শেষ দুই পঙক্তিতে আছে ঃ

ধর হে নবির তরিক হাতে আর দাঁতে ॥
আখেরে হইবে পার এই অছিলাতে *

মসলা মাসায়েলে মযহাবপন্থীদের সহিত আহলে হাদীসগণের পার্থক্য ঘটিয়াছে—যেমন এক মযহাবের সঙ্গে অন্য মযহাবের ঘটিয়াছে। এই পার্থক্য মৌলিক নয়। কিন্তু যে মৌল বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া এই শাখা প্রশাখার পার্থক্য দেখা দিয়াছে তাহা হইল তকলীদের প্রশ্ন। তাই 'দোররায়ে মোহাম্মদী'তে সর্বপ্রথম তকলীদের প্রসঙ্গই আলোচিত হইয়াছে। লেখক তকলীদে শখছীকে বিনা দ্বিধায় হারাম এবং শের্ক বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার দাবীর প্রমাণস্বরূপ ১৭পৃঃ পর্যন্ত কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পর পর পেশ করিয়াছেন ঃ বাকারা ২ ঃ ১৭০, আ'রাফ ৭ ঃ ২৮, আনআম ৬ ঃ ১১৪, মায়েদা ৫ ঃ ১০৪, হূদ ১১ ঃ ৬২, আম্বিয়া ২১ ঃ ৫২—৫৪, শো'আরা ২৬ ঃ ৭২—৭৪, কাসাস ২৮ ঃ ৩৬, লুকমান ৩১ ঃ ২১, হাশর ৫৯ ঃ ৭, আহযাব ৩৩ ঃ ৬৬, ৬৭, নেসা ৪ ঃ ১১৫, আলে এমরান ৩ ঃ ১০৫।

আয়াতগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে বিভিন্ন তফসীরের উদ্ধৃতিও প্রদান করা হইয়াছে। ইহার পর তকলিদ এবং ইত্তেবার পার্থক্য লুগাত এবং কোরআনী আয়াত দ্বারা বুঝান হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ কর্তৃক উর্ধদেশ হইতে ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত নির্দেশ ব্যাতিরেকে হুকুম, শাসন ও ব্যবস্থা পত্র দেওয়ার কার্যকে কুরআনের ভাষায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুফ্‌র, যুলম এবং ফিসক ও ফজুররূপে বুঝান হইয়াছে (কুরআন, আলে ইমরান ৩ঃ ৩১ ও ৩২, মায়েদা—৫ঃ ৪৪, ৪৫' ৪৭, ৪৮ ও ৭৭ আয়ত)।

পুঁথির ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিয়াস এবং রায়ের অসিদ্ধতা ও অপ্রামাণিকতার আলোচনা করা হইয়াছে। স্বীয় দাবীর সমর্থনে কুরআন মজীদের সূরা আন্‌আম-৬ঃ ৫৬, ইউনুস —১০ঃ ৬৬, জাসীয়া—৪৫ঃ ১৮, রূম—৩০ঃ ২৯ আয়াতের অবতারণা করা হইয়াছে। কেয়াস ও রায়ের রদ্দে দারেমীর শাবী ও ইবনে সিরীনের রেওয়ায়ত আবু দাউদ ও দারেমী কর্তৃক বর্ণিত হযরত আলীর এই প্রসিদ্ধ হাদীসঃ

عن علی قال لو کان الدین بالرای لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلاہ وقد رائت رسول اللہ صلعم یمسح علی ظاھر خفیہ رواہ ابوداؤد والدارمی معناہ۔

প্রভৃতি এবং তফসীর কবীরে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাসের সুপ্রসিদ্ধ কউলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

কুরআন মজীদে ইব্রাহীম (আঃ) এর নামের সহিত সংযুক্ত হানীফ শব্দকে যাহারা হানিফী অথবা হানাফী মযহবের দলীলরূপে উপস্থাপিত করেন লেখক ৩২ পৃষ্ঠা হইতে ৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তাহা যুক্তি প্রমাণ বলে রদ করিয়া ইব্রাহীমী হানীফের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। এই আলোচনার উপসংহারে স্বীয় মুরীদকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উপদেশ দিয়াছেনঃ

শুনহে মুরিদ বাবা যেই রাস্তা দিয়া যাবা
দেখ খুব তদারক করে॥
কি রকমের রাস্তা সেই তালাস করিতে চাই
ঢুঁড় খুব দিনের খাতেরে॥
তদারক না করিয়া কাঁটাওয়ালা রাস্তা দিয়া
গেয়ে পিছে কুদশা ঘটিবে॥
সিধা রাস্ত ছেড়ে দিয়ে গোমরাহী রাস্তাকে নিয়ে
খুসী মন হয়ে যাও সরে?
ছাড়হে গোমরাহী রাহা কি বাহার রাস্তা আহা
ছেরাতুল মুস্তাকিম যার নাম॥
তাহার পায়রবি কর, আখেরাতে হবে পার
পাবা জান্নাত কি বাকা মোকাম॥

মওলানা এলাহী বখ্‌শ তাঁহার পুথির অবশিষ্টাংশে 'উলিল আম্‌র', 'আহলে যিক্‌র', 'সিফাতে মুস্তাকীম', কাব শরীফে চারি মসল্লা, ও তকলীদে শখসীর উৎপত্তি, চারি ইমাম কর্তৃক তকলীদ করার নিষিদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি নির্দিষ্ট মযহাব অবলম্বন রায় ও কিয়াসের অনুসরণ এবং তকলিদে শখছীকে অবৈধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কুরআন, হাদীস, ছাহাবীদের কউল মুজতাহিদ ইমাম ও বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলেমগণের মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতিদ্বারা তিনি তাহার দাবীকে বলিষ্ঠ ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন।

কেতাবের শেষাংশে লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, হানাফী ফিকার শত শত মসআলায় কুরআন ও হাদীসের খেলাফ করা হইয়াছে। এই মসলা সমূহের মধ্যে লেখক ১৬টি মসলা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি ফেকার যে গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে এবারত সহ তাহার পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করিয়া—উহা যে কুরআন অথবা হাদীসের বিপরীত তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটির উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন, তদুপরি স্থানাভাব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধু একটি উল্লেখ করিতেছি: —ক্রমশ,

www.ahlehadeethbd.org

জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্ট

[বিগত ৩রা ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল নওয়াবগঞ্জে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের আটত্রিশতম কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান যে লিখিত রিপোর্ট পাঠ করেন, উহা সাপ্তাহিক আরাফাতের ৭ম বর্ষ ৩১শ সংখ্যা, ২০শে এপ্রিল এবং ৩৫শ হইতে ৩৮শ সংখ্যা, ১৪ই জুন পর্যন্ত পুরাপুরি প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে নব বিন্যাসে উহার সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশিত হইতেছে।]

সেক্রেটারী সাহেব হাম্‌দ ও দরূদের পর তাঁহার রিপোর্টে বলেন ঃ বাংলা ১৩৫৩ সালে ৫ই, ৬ই ও ৭ই বৈশাখ রংপুর জিলার হারাগাছ বন্দরে বাংলা ও আসামের আহলে হাদীস ওলামা, নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ এক বিরাট ঐতিহাসিক কনফারেন্সে মিলিত হইয়া মরহুম হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেবের সভাপতিত্বে "নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস" নামে একটি জামাতী প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

প্রায় ৩ বৎসর পর উক্ত জমঈয়তের উদ্যোগে ১৩৫৫ সালের ২৮শে ও ২৯শে ফাল্গুন (মার্চ, ১৯৪৯ ইং) আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী মরহুমের সভাপতিত্বেই রাজশাহী শহরের উপকণ্ঠ নওদাপাড়ায় বিপুল শান-শওকতের সহিত দ্বিতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সের পর দীর্ঘ ১৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে জমঈয়তের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, জিলা সম্মেলন, কর্মী সম্মেলন এবং বিশেষ সম্মেলন অনেক অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় তীব্র প্রয়োজন অনুভূত এবং বহু চেষ্টা ও আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও কোথাও কোন প্রাদেশিক কনফারেন্স আহ্বান করা সম্ভবপর হয় নাই।

আল্লার হাযার শোক্‌র, প্রধানতঃ নওয়াবগঞ্জের আহলে জামাতের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এতদিন পর বহু বাঞ্ছিত কনফারেন্স প্রদেশের সকল এলাকার ভ্রাতৃবৃন্দ এখানে সম্মিলিত হওয়ায় আমাদের অতীত কার্যাবলী পর্যালোচনার এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারনের সুযোগ লাভ করিয়াছি। আমার কাজ—আপনাদের সম্মুখে বিগত কনফারেন্স হইতে বর্তমান কনফারেন্স পর্যন্ত আমাদের অতীত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলিয়া ধরা।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ ও উদ্দেশ্য হইতেছে ইসলামের বীজ মন্ত্র কলেমায়ে তাইয়েবা—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' এই মহাবাণীকে মানব জাতির ব্যক্তিগত, আর্থিক, দাম্পত্য, পারিপার্শ্বিক, তামাদ্দুনী, রাষ্ট্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে রূপায়িত করিয়া তোলা।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লার কালাম শাশ্বত কেতাব কুরআন মজীদ এবং উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ হাদীসে রসূলকে (দঃ) লোকদের নিকট তুলিয়া ধরা এবং জীবনের প্রতিস্তরে নিজেরা উহার অনুসরণ করা এবং অপরকে উহার অনুসরণে আগ্রহশীল ও কর্মতৎপর করিয়া তোলার জন্য পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস একটি কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে এবং সাধ্যানুসারে উহার বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাইয়া আসিয়াছে।

এই কার্যক্রমের পরিচয় জমঈয়তের গঠনতন্ত্রে পাওয়া যাইবে। বিগত ১৫ বৎসর উহা কি ভাবে অনুসৃত হইয়াছে এবং কতদূর সাফল্য অর্জন সম্ভব হইয়াছে রিপোর্টে তাহার পরিচয় মিলিবে। সাপ্তাহিক আরাফাতে কনফারেন্সে যেরূপ পঠিত হইয়াছিল ঠিক সেইরূপই কর্মতৎপরতা ও অগ্রগতির বর্ষওয়ারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে উহা দফাওয়ারী ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

জমঈয়ত উহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মসূচীকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ১। তসনীফ ২। তবলীগ ও তনযীম। ৩। তদরীস ও ৪। অন্যান্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তসনীফ ঃ

জমঈয়তের উদ্দেশ্য সাধনের প্রথম এবং অন্যতম প্রধান উপায় আদর্শের প্রচার। আবার এই প্রচারের স্থায়ী এবং অধিকতর কার্যকরী পন্থা হইতেছে গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা। কারণ এই পন্থাতেই সমাজের শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে আদর্শের সহিত সুপরিচিত করন, তাহাদের মনে চিন্তার খোরাক যোগান এবং উৎসাহ ও প্রেরণা দান সম্ভব।

এই উদ্দেশ্যেই জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট তাঁহার সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা একটি প্রিন্টিং প্রেস ক্রয়ের যোগাড়ে নিয়োজিত করেন এবং ১৯৪৯ সালে ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সহ একটি প্রেস ক্রয়ে সক্ষম হন।

১৯৪৯ সালের ২৭শে মে আহলেহাদীস জামাতের মুকুট মণি মরহুম হযরত মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী সাহেব পাবনায় "আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের" দারোদ্ঘাটন করেন।

উদ্বোধনের কিঞ্চিৎপরেই বিগত রাজশাহী কনফারেন্স ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিবরণ সম্বলিত জমঈয়তের ৩নং বুলেটিন প্রকাশিত হয়। (ইতিপূর্বে জমঈয়ত-প্রেসিডেন্টের সুলিখিত গ্রন্থ—'ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র' বগুড়া হইতে এবং 'কলেমা তৈয়েবা' ও ১নং এবং ২নং বুলেটিন পাবনায় বিভিন্ন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।) আহলে হাদীস আন্দোলনের মুখপত্ররূপে এই বৎসরের শেষের দিকে তর্জুমানুল হাদীস এর প্রকাশ শুরু হয়।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত আহলে-হাদীস পত্রিকা বহু পূর্বেই বন্ধ হইয়া যাওয়ায় জামাতের জন্য একখানা ধর্মীয় পত্রিকার একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পাকিস্তানের সুধী ও শিক্ষিত সমাজের জন্যও উচ্চাঙ্গের গবেষণাপূর্ণ ধর্মীয় মাসিক পত্রিকার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছিল। এই পত্রিকার প্রকাশ দ্বারা সেই অভাব বহুলাংশে পূর্ণ হয়। দল মত নির্বিশেষে ইসলাম পন্থী সাহিত্যিক মহলে এই পত্রিকা সাদরে গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়।

১৯৫০ সালে আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস হইতে রাজশাহীর খ্যাতনামা আলেম ও সুলেখক জনাব মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ সাহেবের 'গোর যিয়ারত' প্রকাশিত হয়। এই বৎসর মওলানা মওলা বখশ নদভী প্রেসের ম্যানেজাররূপে জমঈয়তের কাজে যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে মওলানা মরহুমের দীর্ঘ সাধনা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তা-প্রসূত গবেষণাসমৃদ্ধ, মহামূল্য ও অত্যন্ত সময়োপযোগী বৃহদাকার গ্রন্থ—"পাকিস্তানের শাসন সংবিধান" প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ সালে মওলানা মরহুমের লিখিত 'ঈদে কুরবান' পুস্তিকা এবং ভাষা সমস্যার উপর 'ভাবিয়া দেখা কর্তব্য, উহার উর্দু তর্জমা ایک لمحہ فکریہ ও ইংরাজী অনুবাদ The Problem of the Day প্রকাশিত ও সর্বত্র প্রচারিত হয়।

১৯৫৪ সনে ঈদে কুরবানের দ্বিতীয় সংস্করণ ও "তারাবীহর জামা'আত ও রাকাআত," ১৯৫৪ খৃঃ "গণপরিষদের সদস্যদের খেদমতে গুজারেশ" বাংলা, উর্দু ও ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। এই বৎসরই 'ইসলামী অর্থনীতির ক খ' এবং মরহুম মওলানা আবদুল্লাহেল বাকীর 'পীরের ধ্যান' এর প্রকাশলাভ ঘটে।

১৯৫৫ সালে জমঈয়ত-প্রেসিডেন্টের "ধন বণ্টনের রকমারী ফর্মূলা" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রসুলুল্লার (দঃ) নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তি এবং সার্বজনীনতা সম্পর্কে অনুপম —'নবুওতে মোহাম্মদী' (৩২৫ পৃঃ) প্রকাশিত হয় এই বছরেই পুস্তকাকারে ইসলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের 'অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ', 'আহলে হাদীস আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' এবং "ইসলামী জামাআত বনাম আহলে-হাদীস আন্দোলন" প্রকাশিত হয়।

দফতর ঢাকায় স্থানান্তরের পর ইসলামের সাম্য ও ঐক্যের বাণী এবং জমঈয়তের মহান আদর্শ প্রচারের জন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রয়োজন তীব্র ভাবে অনুভূত হয়। এই অভাব দূরীকরনের জন্য আল্লার

www.ahlehadeethbd.org

নাম লইয়া—১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর সাপ্তাহিক আরাফাতের যাত্রা শুরু হয়। এই বছরই মওলানা মরহুমের 'আল ইসলাম বনাম কম্যুনিজম,' "আহলে কিবলার পিছনে নামাজ" (২য় সংস্করণ) এবং "জমঈয়তের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র" (বর্ধিত—২য় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়।

১৯৫৮ সালে "তিন তালাক প্রসঙ্গ" এবং ১৯৫৯ সালে "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র প্রকাশিত হয়।

এই বছরেই "জন্মনিরোধ", "নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী" এবং "ছিয়ামে রামাযান" (৩য় সংস্করণ) এর প্রকাশ লাভ ঘটে।

১৯৬১ সালে "মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম" "আহলে কিবলার পিছনে নামায" (২য় সংস্করণ), এবং "মুছাফাহা" (২য় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়।

১৯৬২ সালে "ঈদে কুরবানের (তৃতীয় সংস্করণ) বর্ধিত কলেবরে ও অধ্যাপক মওলানা শেখ আবদুর রহীমের "নীয়াতের হাকীকত" প্রকাশিত হয়। এই বছর জমঈয়ত প্রেস হইতে মওলানা মতিয়ুর রহমানের "তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া", মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযলের "সুবহে সাদিক" এবং মওলানা আবদুছ ছামাদ সাহেবের "সত্য পথের সন্ধান' মুদ্রিত হয়।

১৯৬৩ সালে মওলানা মরহুমের তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ একত্রিত করিয়া "ফির্কা-বন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি" এবং ১৯৬৪ সালের শুরুতে "আহলে হাদীস পরিচিতি" নামে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ দুইখানা বৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত হয়। আল্লামা মরহুম এবং অন্যান্য লেখকগণের আরও বহু সংখ্যক পুস্তক প্রকাশনার জন্য নির্বাচিত হইয়া আছে। কেবল প্রেসের সামর্থের অভাবে প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে। চলতি বৎসরে মওলানা মরহুমের মসলা-মাসায়েল এবং জেনারেল সেক্রেটারীর অনুদিত 'কালাপানি' প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এসব ছাড়াও জমঈয়ত কর্তৃক আরও ছোট খাট পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

সভা-সম্মেলন ও সংগঠন ঃ

সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণ পুস্তক ও পত্র পত্রিকা পড়িতে অক্ষম। তাহাদের নিকট ইসলাম তথা আহলে হাদীস আন্দোলনের আদর্শ, নীতি ও মর্মকথা প্রচারের একমাত্র উপায় সভা সম্মেলন, বৈঠকী আলোচনা ও ওয়ায নসীহত। জমঈয়ত তাই এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধ্যমত জনসাধারণের মধ্যে তবলীগের কাজ আঞ্জাম দিয়া আসিয়াছে। এই ব্যাপারে জমঈয়তের কর্মকর্তা ও স্থায়ী কর্মীগণ ছাড়াও মফঃস্বলের জমঈয়ত-দরদী বহু কর্মী বরাবর বিভিন্নভাবে জামা'ত ও জমঈয়তের খেদমত করিয়া আসিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা দুঃসাধ্য বিধায় সংক্ষেপে শুধু জমঈয়তের কর্মকর্তা ও নিয়োজিত কর্মীদের তৎপরতার বিবরণেই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকিতে হইতেছে।

১৯৪৯ সালে রাজশাহী কনফারেন্সের পর জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী এবং অন্যান্য কর্মীগণ প্রোগ্রাম অনুসারে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ইসলামের অনাবিল শিক্ষা এবং জমঈয়তের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করেন।

১৯৫০ খৃঃ মুবাল্লেগে অমূমী মওলানা আবদুল হক হক্কানী পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুর জিলায় প্রচার কার্যে নিয়োজিত থাকেন। জমঈয়তের মুবাল্লিগ মওঃ আবু সাঈদ মোহাম্মদ বিশেষভাবে রাজশাহী জিলায়, মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী পাবনা ও উপকণ্ঠে, মওঃ মতীয়ুর রহমান খান ময়মনসিংহ ও আসামের গোয়ালপাড়া জিলায় প্রচার ও সংগঠন কার্য পরিচালনা করেন।

জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন এলাকায় ঝটিকা সফর ছাড়াও পাবনার মসজিদে শুক্রবাসরীয় কুরআন ক্লাশ নিয়মিত ভাবে পরিচালনা শুরু করেন।

১৯৫১ সালে জমঈয়তের উদ্যোগে পাবনা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শহরে হযরত ওমর (রাঃ) এবং আল্লামা ইকবালের আদর্শ ও অবদান সম্পর্কে জনসভা ও সেমিনার সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শহরের ক্রমবর্ধমান নীতিহীনতা, জুয়া এবং অনিষ্টকর আমোদ প্রমোদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে প্রচার পত্র ছড়ান এবং পিকেটিং এর ব্যবস্থা করিয়া সুফললাভ করা সম্ভব হয়।

তদানীন্তন জিলা জজ মওলানা রশীদুল হাসান সাহেবের গৃহে মওলানা মরহুম সরকারী কর্মচারী, সুধীমণ্ডলী ও ভদ্র মহিলাদের জন্য আয়োজিত রবিবাসরীয় কুরআন ক্লাস পরিচালনা শুরু করেন।

১৯৫২ সালে নিয়মিত প্রচার কার্য ছাড়াও ইকবালের উপর রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিদের মধ্যে ৩টি রৌপ্য পদক বিতরণ করিয়া উৎসাহের সঞ্চার করা হয়। জনসভায় ইকবালের কাব্যাদর্শ ও জীবনী আলোচনা করা হয়।

১৯৫৩ সালে পাবনার মওলানা আবদুল ওয়াহেদ সলফী এবং রংপুরের মৌলবী আবদুল আযীয নূতন মুবাল্লিগরূপে যোগদান করেন। এই বৎসর জমঈয়তের পুরাতন ও নূতন মুবাল্লিগ বাহিনী প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করিয়া রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, খুলনা, বগুড়া, ঢাকা, ও মোমেনশাহী জিলায় ব্যাপকভাবে সভাসম্মেলন এবং সাংগঠনিক কার্য পরিচালনা করেন। এই বৎসরই জেনারেল কমিটীর সভায় "নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস" নাম পরিবর্তন করিয়া উহার "পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীস" নামকরণ করা হয়।

১৯৫৪ সালে জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া ময়মনসিংহ ও পাবনা জিলার মধ্যবর্তী চর অঞ্চলে এবং এই উভয় জিলা ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করিয়া তবলীগে দ্বীন, তনযীমে জামাত ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। তিনি খুলনা যশোর জিলা জমঈয়তের কেন্দ্র ঝাউডাঙ্গা এবং উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন এলাকাও পরিভ্রমণ ও সভা সমিতিতে যোগদান করেন। জমঈয়তের সেক্রেটারী ঢাকা ও ময়মনসিংহ, মওঃ আবদুল হক হক্কানী বগুড়া, রংপুর ও রাজশাহী, মওঃ মতীয়ুর রহমান ময়মনসিংহ ও মৌলবী আবদুল জাব্বার বগুড়ায় প্রচার কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। জনাব ডক্টর মওলানা আবদুল বারী এইবারই সর্বপ্রথম সোৎসাহে জমঈয়তের সভায় যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালেও তবলীগ ও সংগঠনের কাজ পূর্বোৎ অব্যাহত থাকে। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় দফতর ঢাকায় স্থানান্তরের পর তবলীগের কাজ আরও জোরদার করিয়া তোলা হয়।

১৯৪৮ হইতে সাল ১৯৫৬ পর্যন্ত প্রতি বৎসর পাবনার বাঁশ বাজারস্থ জামে মসজিদে ওয়ার্কিং কমিটীর বহু অধিবেশন ছাড়াও প্রতিবৎসর খুব ধুম ধামের সহিত জেনারেল কমিটীর অধিবেশন এবং আজিমুশ শান তবলীগী জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকায় দফতর স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মওলানা মুস্তাফের আহমদ রহমানী, পরে মওলানা আবুল কাসেম রহমানী এবং আরও পরে মওলানা মীজানুর রহমান দফতরে বিশিষ্ট কর্মীরূপে যোগদান করেন। মওলানা আফতাব আহমদ রহমানী জমঈয়তের কার্যে উৎসাহ প্রদর্শন এবং বিশেষ করিয় তর্জুমানের প্রবন্ধ রচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন।

১৯৫৭ সালে ঢাকায় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রাদেশিক কর্মী সম্মেলন আহূত হয়।

এই সম্মেলনে জমঈয়তের প্রচার ও সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন ও নূতন গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা হয় এবং তদনুযায়ী সর্বত্র শাখা ও ইলাকা জমঈয়ত গঠনের কাজ শুরু করা হয়। এই বৎসর মওঃ মুস্তাকীম, মওঃ আবদুছ ছামাদ এবং মৌলবী উসমান গণী জমঈয়তের মুবাল্লিগ রূপে যোগদান করেন।

১৯৫৮ সালে ঢাকায় চারি দিবস ব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সহ সাংগঠনিক কাজ আরও জোরদার করিয়া তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত

www.ahlehadeethbd.org

হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে শাখা ও ইলাকা জমঈয়ত গঠনের কাজে প্রত্যেক জিলার কর্মীগণ তৎপর হইয়া উঠেন।

১৯৫৯ সালের বার্ষিক সম্মেলনে জামাতের সংশোধন ও সংগঠনের নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জমঈয়তের স্থায়ী সভাপতির রোগবৃদ্ধির দরুণ ডক্টর মওলানা আবদুল বারী অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। মওলানা মরহুম চিকিৎসা এবং অপারেশনের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতাল হইতে প্রেরিত এবং আরাফাতে প্রকাশিত তাঁহার 'শেষ পয়গামে' জমঈয়তের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম দরদ ও জীবনের সর্বস্ব ব্যয় করার কথা বলিয়া এই দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন যে, জামাত উহার একমাত্র বহুমূল্য আমানতটিকে খেয়ানত হইতে দিবে না।

১৯৬০ সালে ৪ঠা জুন জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট হযরতুল আল্লামা আপন প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার চির সান্নিধ্যে চলিয়া যান (ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন)

তাহার মৃত্যুর পর ১৭ই জুনের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ডক্টর মওলানা আবদুল বারী সভাপতি নির্বাচিত এবং মৌলবী আবদুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারীর পুনর্নির্বাচিত হন। (ইতিপূর্বে মওঃ আফতাব আহমদ রহমানী অস্থায়ীভাবে জেনারেল সেক্রেটারী কাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন। আরাফাত সম্পাদনার দায়িত্ব জেনারেল সেক্রেটারীর উপর অর্পিত হয়। মওঃ আফতাব আহম্মদ রহমানী তর্জুমানের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, মওলানা আবদুল্লাহ নদভী প্রভৃতির সমবায়ে প্রতিনিধিদল ময়মনসিংহ জিলার বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করিয়া জামা'তে নব প্রেরণার সঞ্চার করেন। ১৯৬১ সালের শুরুতে ঢাকায় সাড়ম্বরে জমঈয়তের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নব উৎসাহে মরহুম আল্লামার আরব্ধ কার্য তাঁহারই অনুসৃত নীতি অনুসারে চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বৎসরের শেষের দিকে জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট পাক-ভারতে ইসলামের নব জাগরণ তথা আহলে-হাদীস আন্দোলন সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণার উদ্দেশ্যে বিলাত গমন করিলে অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট মওলানা কবীরুদ্দীন আহমদ রহমানী মরহুম ভারপ্রাপ্ত সভাপতিরূপে জমঈয়ত পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং সাফল্যের সঙ্গে উহা পালন করেন।

১৯৬২ সালে জমঈয়ত কর্মীগণ প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু সভা সমিতি ও সম্মেলনে যোগদান করেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজশাহী জিলার রাণীনগরে অনুষ্ঠিত উত্তর বঙ্গ আহলেহাদীস কনফারেন্স। খুলনা জিলায় দুইটি সম্মেলন এবং দিনাজপুরে একটি সেমিনার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৩ সালের গোড়ায় রংপুর জিলার খন্দকার মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী রংপুর ও বগুড়া জিলার মুবাল্লেগরূপে যোগদান করেন।

মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল সাহেব এই বছরেই জমঈয়তের অনারারী মুবাল্লিগে অমূমী নির্বাচিত হন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ডক্টর মওলানা আবদুল বারী সাহেব স্বীয় কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি এইবার সর্বাধিক সভা সম্মেলনে যোগদান ও সভপতিত্ব করেন। তাঁহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হারাগাছ, জিলা সম্মেলনে রংপুর জিলা জমঈয়তে আহলে হাদীস এডহক কমিটী গঠিত হয়। মওলানা শেখ আবদুর রহীম সাহেব উক্ত সম্মেলনে যোগদান ছাড়াও বিভিন্ন জিলায় আরও কতিপয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই বৎসর মওলানা আবদুস সামাদ সাহেব মওলানা মুন্তাছির আহমদ সাহেবের পরিত্যক্ত পদে যোগদান করেন।

চলতি বৎসরের বিগত ৩ মাসে তবলিগী জলসা সমূহের আয়োজন ও উহাতে জমঈয়ত কর্মীদের যোগদান এবং সাংগঠনিক কাজ অব্যাহত থাকে। জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও রংপুর জিলার বহু সভায়

—[অবশিষ্টাংশ ৫০৪ (ক) পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীসের (মাদ্রাসাতুল-হাদীস সহ) আয় ও ব্যয়ের হিসাব

১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

আয়

	বাবত	টাকা	পয়সা
১।	যাকাত	৯৫২৫	·২৯
২।	ফিৎরা	১১০৮২	·৯৮
৩।	কুরবানী	৪১৫০	·০৫
৪।	উশর	১৬৬	·৭৫
৫।	মাসিক/বাৎসরিক চাঁদা	১০৮	·০০
৬।	এককালীন দান	২৭৯২	·৯২
৭।	সভার আদায়	১১০৫	·৫০
৮।	অন্যান্য	৬৩৫৯	·৯২
	মোট	৩৫২৯১	·৪১

ব্যয়

১।	যাতায়াত খরচ	৪৯৭	·৫২
২।	আদায়ী কমিশন	৯৩৭	·০৯
৩।	বেতন ও ওযীফা	১৭১৮৩	·৫৩
৪।	ডাক খরচ	২৩৬	·০৬
৫।	কাগজ	৩৩	·৬৪
৬।	কালী	১৬	·৯৯
৭।	সভার খরচ	২৩১০	·৭০
৮।	মেহমান	২৬৪	·৮০
৯।	বাড়ী ভাড়া	২৪২০	·০০
১০।	ইলেকটিক চার্জ	৮৫৮	·৮১
১১।	পুস্তক ও সংবাদপত্র	১০৭	·০৬
১২।	বিবিধ	১৯৫৮	·৬৮
	মোট	২৬৯২৪	·৮৮

১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

আয়

১।	যাকাত	১০৯৯২·৭৭
২।	ফিৎরা	৮৮৪৮·৭৭
৩।	কুরবানী	৪৪০৩·৫৬
৪।	উশর	৪৯·০০
৫।	মাসিক/বার্ষিক চাঁদা	৭৯·০০
৬।	এককালীন দান	১৪৭৬·৪৯
৭।	সভার আদায়	১৬·০০
৮।	অন্যান্য	১৫০৫·০৮
	মোট—২৭৩৭০·৬৭	

ব্যয়

১।	যাতায়াত	২৪৫·৪০
২।	আদায়ী কমিশন	৫০৯·৮
৩।	বেতন ও ওযীফা	১৮২৩১·২২
৪।	ডাক খরচ	২৬০·৭৯
৫।	কাগজ	২৩১·৬
৬।	কালী	১২·৫৪
৭।	সভার খরচ	৩৩৩·৫৪
৮।	মেহমান	৭৬·৩৬
৯।	বাড়ী বাড়া	২৪৬০·০০
১০	ইলেকট্রিক চার্জ	১০৮৪·০৬
১১।	পুস্তক ও সংবাদপত্র	২৪৫·৬৯
১২।	প্রিন্টিং চার্জ	৪৮·০০
১৩।	বিবিধ	৬৯০·৩৪
	সর্বমোট—২৪৪২৮·১৮	

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

আয়

		টাকা	পয়সা
১।	যাকাত	১০৫৮৩	·২৮
২।	ফিৎরা	৭৫২১	·৭৮
৩।	কুরবানী	৫১২৭	·২৭
৪।	উশর	৮২	·০০
৫।	মাসিক/বার্ষিক চাঁদা	২২০	·৮৭
৬।	এককালীন দান	১৫৪৭	·০৩
৭।	অন্যান্য	১৩৬৯	·৩৬
	মোট	২৬৪৪২	·৫৮

ব্যয়

১।	যাতায়াত	২৯৯ ·৩৪
২।	আদায়ী কমিশন	৭২৫ ·০৯
৩।	বেতন ও অযীফা	১৬১৬৩·৭৩
৪।	ডাক খরচ	১৮৩.৪২
৫।	কাগজ	৫০.১১
৬।	কালী	৭.৭৯
৭।	সভার খরচ	৩৫৬.৬৮
৮।	মেহমান	৮৯.২৫
৯।	বাড়ীভাড়া	২৭৬০·০০
১০।	ইলেক্ট্রিক চার্জ	৮৮৭·০১
১১।	পুস্তক ও সংবাদপত্র	৩০৭৪২
১২।	প্রিন্টিং চার্জ	৩০·৬৬
১৩।	বিবিধ	৪৭৭·৫১
	মোট	২২৩৩৮.০১

আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

আয়—

১।	প্রিন্টিং চার্জ	১৪১৯·৫৬	
২।	পুস্তক বিক্রয়	২৬৪৪·৫৯	
৩।	তর্জুমানের চাঁদা	৪০০৯·৯৬	
৪।	ঐ নগদ বিক্রয়	৫৫·২১	
৫।	ঐ বিজ্ঞাপন	১০·০০	
৬।	বিবিধ	১৯·০০	
	মোট	৮১৫৮·৩২	
৭।	আরাফাতের চাঁদা	৫৬৮৭·২২	
৮।	ঐ নগদ বিক্রয়	১৮·১৫	
৯।	ঐ এজেন্ট হইতে	১২৭৯·৫০	
১০।	বিজ্ঞাপন	১৮০·০০	
	মোট	৭১৬৪·৮৭	
	সর্বমোট	১৫৩২৩·১৯	

ব্যয়—

১।	প্রেস আসবাব ক্রয়	১৪১.৭৫
২।	টাইপ, ব্লক ইত্যাদি	২০৭৩.০০
৩।	কাগজ	২৯৬৭.৭৭
৪।	কালী	২৭৫·০৫
৫।	কর্মচারীদের বেতন	৮৬৪৯.৮০
৬।	দফতরী	৩৯০.৯৮
৭।	ডাক খরচ	২২৪০.৭৭
৮।	পুস্তক ও সংবাদপত্র	৭৭৭.৫৫
৯।	সোডা, কেরোসিন প্রভৃতি	৮২.২৭
১০।	লাইট চার্জ	৭৪.২৩
১১।	ষ্টেশনারী	৪৮৬
১১।	বিবিধ	৯১৯,৬০
	মোট	১৮৭৯৭,৩৩

www.ahlehadeethbd.org

১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

আয়		ব্যয়	
১। প্রিন্টিং চার্জ	১৯৫১·৭৫	১। প্রেস আসবাব ক্রয়	৫১৪·০০
২। পুস্তক বিক্রয়	২১৬৩·৪১	২। টাইপ ব্লক ইত্যাদি	১২২·২৩
৩। তর্জুমানের চাঁদা	৮০১·০০	৩ কাগজ	৩৬৩৮·৫৪
৪। বিবিধ	১৫৪·১০	৪। কালী	২০৭·৪৬
মোট	৫০৭০·২৬	৫। কর্মচারীদের বেতন	১০২৫৬·৭৪
৫। আরাফাতের চাঁদা	৪৭০৮·০২	৬। দফতরী	৫২৯·১৫
৬। নগদ বিক্রয়	৯৬·১২	৭। ডাক খরচ	১৬৪·৮০
৭। এজেন্ট	১০৪৯·৯৫	৮। পুস্তক ও সংবাদপত্র	৩৮১·৫৪
৮। বিজ্ঞাপন	৩৬৫·০০	৯। সোডা, কেরোসীন ইত্যাদি	৮৪·৭৭
মোট	৬২১৯·০২	১০। লাইট চার্জ	৭৪·১৬
সর্বমোট	১১২৮৯·৩৫	১১। ষ্টেশনারী	৭·৮৫
		১২। বিবিধ	১৪৪০·৪৪
		মোট	১৮৭২০·৬৮

১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

আয়		ব্যয়	
১। প্রিন্টিং চার্জ	৮৩১·৪৩	১। প্রেস আসবাব ক্রয়	৩০·৬৮
২। পুস্তক বিক্রয়	১৬৪৫·৯১	২। টাইপ ব্লক ইত্যাদি	১৮·০০
৩। তর্জুমানের চাঁদা	৩০৭৭·৫৫	৩। কাগজ	৩৬৪১·৭৬
৪। নগদ বিক্রয়	৯৪·৫০	৪। কালী	২৭০·৮১
৫। বিবিধ	২৪·৮৭	৫। কর্মচারীদের বেতন	৭৫·৯·২৩
মোট	৫৬০৪·২৬	৬। দফতরী	৫৫৫·৪১
৬। আরাফাতের চাঁদা	৪১৪৫·১১	৭। ডাক খরচ	১৫৩৩·০০
৭। নগদ বিক্রয়	৬০·৬৬	৮। পুস্তক ও সংবাদপত্র	৪৩৪·৯০
৮। এজেন্ট	১২২৫·১৬	৯। সোডা, কেরোসিন ইত্যাদি	৮৮·৫৫
৯। বিজ্ঞাপন	৩৭৭·০০	১০। লাইট চার্জ	৯৫·৯৮
মোট	৫৮০৭·৯৩	১১। ষ্টেশনারী	৮·৬১
সর্বমোট	১১৪১২.১৯	১২। বিবিধ	১০৪৫·৪৫
		মোট	১৫২৪৩·২৮

এক নজরে ৩ বৎসরের আয় ব্যয়

আয়	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩	ব্যয়	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩
জমঈয়ত (মাদ্রাসা সহ)	৩৫,২৯১·৪১	২৭,৩৭০·৬৭	২৬,৪৪২·৫৮	জমঈয়ত (মাদ্রাসাসহ)	২৬,৯২৪·৮৮	২৪,৪২৮·১৮	২২,৩৩৮·০১
প্রেস (তর্জুমান সহ)	৮,১৫৮·৩২	৫,০৭০·২৬	৫,৬০৪·২৬	প্রেস (তর্জুমান ও আরাফাত সহ)	১৮,৭৯৭·৬৩	১৮,৭২০·৬৮	১৫,২৪৩·২৮
আরাফাত	৭,১৬৪·৮৭	৬,২১৯·০২	৫,৮০৭·৯৩				
মোট	৫০,৬১৪·৬০	৩৮,৬৬০·০২	৩৭,৮৫৪·৭৭	মোট	৪৫,৭২১·৫৯	৫৩,১৪৮·৮৬	৩৭,৫৮১·২৯

তিন বৎসরের সর্বমোট আয়—১২৭,১১৯·৩৯ তিন বৎসরের সর্বমোট ব্যয়—১২৬,৪৫২·৬৬

তিন বৎসরের উদ্বৃত্ত—৬৭৬·৭৩
পূর্ব উদ্বৃত্ত— ৩২,১৪৯·১৬
মোট উদ্বৃত্ত— ৩২,৮২৫·৮৯

স্বাক্ষর—আবদুল হক হক্কানী—ভারপ্রাপ্ত হিসাব সংরক্ষক। ১-৪-৬৪

স্বাক্ষর—মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন—হিসাব পরীক্ষক ১-৪-৬৪

উপরোক্ত হিসাব বিগত ৪ঠা এপ্রিল নওয়াবগঞ্জে অনুষ্ঠিত জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় আলোচিত ও গৃহীত এবং কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে অনুমোদিত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

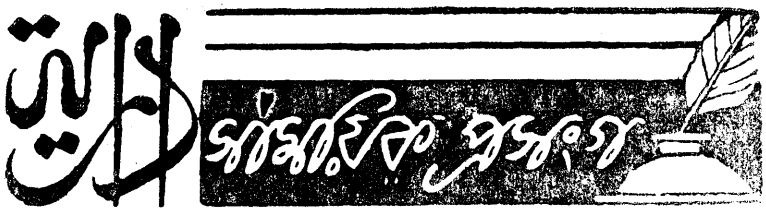

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাকিস্তানে জুয়া

বহু সাধ্য সাধনা ও আন্দোলনের পর পাকিস্তানের দেহে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে "ইসলামী" লেবাস পরান হয়। 'বিপ্লবের' ফলে সে লেবাস তাহার দেহ হইতে খসিয়া পড়ে। এক ব্যক্তির রচিত নুতন শাসনতন্ত্রে দেখা যায় খসিয়া পড়া লেবাস তাহার গায়ে উঠে নাই। অরসিক জনবৃন্দ খুশী হইতে পারিল না, তাহারা আবার আন্দোলন শুরু করিল ; ফলে পাকিস্তানের বিবস্ত্র দেহে লেবাস উঠিল, পুনঃ পাকিস্তানের নাম হইল "ইসলামী সাধারণতন্ত্র—পাকিস্তান"।

মুসলিম জনবৃন্দকে শোনান হইয়াছিল—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানে কুরআন ও সুন্নার বিধান বলবৎ করা হইবে, ইসলামে যাহা নিষিদ্ধ তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, যাহা আদিষ্ট তাহা প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সকলেই যাহাতে ইসলামী পরিবেশে কুরআন ও হাদীসের উপর 'আমল করিতে পারে তাহার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু জনগণ এখন কি দেখিতে পাইতেছে ? পরিবেশ দিন দিন মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া উঠিতেছে, ইসলামের অবশ্য কর্তব্য আদেশমূলক কাজ যথা, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রোযা প্রতিপালন করা, হজ সম্পন্ন করা, সত্য কথা বলা, ন্যায়পরায়ণ ও নীতিবান জীবন যাপন করা, ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান করা—অস্তিমূলক এই ধরণের কোন কাজেই সরকারের বিন্দুমাত্র সক্রিয় ও যথার্থ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইসলামে যাহা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ নৈতিক চরিত্রের জন্য যাহা অত্যন্ত ক্ষতিকারক, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সার্বিক সর্বনাশের যাহা আকর সেই সব না-পাক কাজ—পাক ওতন পাকিস্তানে শুধু বহালই রাখা হইতেছে না, কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসাহও প্রদান করা হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বেশ্যাবৃত্তি, মদ ও জুয়ার কথা বলা যাইতে পারে। ব্যভিচার ও মদ সম্পর্কে আমরা আরাফাত ও তর্জুমানে ইতিপূর্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। আজ জুয়া সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

কুরআন মজীদে মদ ও জুয়ার কথা উল্লেখ করিয়া একই সঙ্গে বলা হইয়াছে, "ঐ দুই বস্তুর ভিতর রহিয়াছে মহাপাপ আর (কতক) লোকের জন্য (কিছু) উপকার, কিন্তু ঐগুলির উপকার অপেক্ষা অনিষ্টের পরিমাণ অনেক বেশী।" (বাকারা ঃ ২১৯ আয়ত)

অন্যত্র এই দুই ক্ষতিকর বস্তুকে দ্ব্যর্থহীন ভাবে নিষিদ্ধ করিয়া ঘোষণা করা হয়, "হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, নিশ্চয় সকল প্রকার মাদক দ্রব্য, সর্ববিধ জুয়া সমস্ত 'আনসাব' ও 'আযলাম' জঘন্য শয়তানী কাজ, সুতরাং এই জঘন্যতা বর্জন কর—ফলে সম্ভবতঃ তোমরা মুক্তিলাভ করিবে" (মায়েদা ঃ ৯০)

কুরআনে এইরূপ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ কাজকে কোন অজুহাতেই প্রচলিত করার কোনই গুঞ্জায়েশ নাই। অথচ পাকিস্তানে জুয়া প্রতিরোধের জন্য তেমন কার্যকরী আইন নাই—অধিকন্তু ঘোড়দৌড়, cross word, prize bond প্রভৃতির নামে জুয়াকে রীতিমত প্রশ্রয় ও উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। এই সেদিন পাঞ্জাব পরিষদে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ঘোড়দৌড় বাজির উপর অর্ডিন্যান্স পাশ হইয়া গেল। শুধু তাই নয় বিরোধকারী সদস্য সরকার পক্ষ হইতে ঐ বিরোধিতার জন্য কম্যুনিষ্ট আখ্যা ও "হাকেমে ওয়াক্ত" অমান্যকারী আখ্যাপ্রাপ্ত হইলেন! ইহার চাইতে অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? আমরা সরকারের এই অন্যায় মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া শরীঅত বিরোধী সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট জোর দাবী জানাইতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

[৫০০ পৃষ্ঠার পর]

অংশ গ্রহণ করেন। আলোচ্য সময়ে জেনারেল সেক্রেটারীর সভাপতিত্বে কুমিল্লা জিলা জমঈয়তে আহলে হাদীস পুনর্গঠিত এবং মওলানা যিল্লুর রহমান ও মওলানা আফতাব আহমদ রহমানীর সভাপতিত্বে জামালপুরে অনুষ্ঠিত জিলা আহলে হাদীস কনফারেন্সে মোমেনশাহী জিলা জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠিত হয়। এই কনফারেন্সে প্রদেশের বিশিষ্ট আলেম উলামা যোগদান করেন এবং উহাতে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তদরিস :

পূর্ব পাকিস্তানে একটি উচ্চাঙ্গের দ্বীনী মাদ্রাসার অভাব সমাজ দীর্ঘদিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছিল। জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট এবং কর্মীরাও উহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন এবং এজন্যই জমঈয়তের গঠনতন্ত্রে দারুল হাদীসের প্রতিষ্ঠাকে উহার কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৫৭ সালে জমঈয়ত কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে দারুল হাদীস প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তদনুসারে প্রস্তুতি চলিতে থাকে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ডিসেম্বর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে মাদ্রাসাতুল হাদীসের দারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয়।

মওলানা আবুল কাসেম রহমানী ও মওলানা শুজাউদ্দীন রহমানী শিক্ষক নির্বাচিত হন। মাদ্রাসার সহিত কুরআন মজীদের একটি হাফেযিয়া শাখাও খোলা হয় এবং হাফেয ও ক্বারী শামসুদ্দীনের উপর উহার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

১৯৬০ সালে মাদ্রাসার দ্বিতীয় এবং ১৯৬১ সালে তৃতীয় বর্ষ খোলা হয়। যথাক্রমে মওলানা আবদুল্লাহ নদভী প্রথম শিক্ষক এবং মওলানা নুরুল হক তৃতীয় শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। এ পর্যন্ত দুইটি ব্যাচ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাহাদের ব্যয় নির্বাহার্থে মাসিক ৩০ টাকা করিয়া ওযীফা দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত কারণে প্রধান শিক্ষক বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার স্থলে যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনের চেষ্টা চলিতেছে।

সমাজ সেবা :

সমাজ সেবা ও বিপন্ন মানবতার খেদমত করা জমঈয়তের অন্যতম কর্মসূচী। তাই ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি জিলা যখন বন্যার কবলে পতিত হইয়া ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন জমঈয়ত কর্তৃক বন্যার্তদের সেবার জন্য রিলিফ ফণ্ড খোলা হয়। পশ্চিম পাক জমঈয়ত হইতে প্রাপ্ত এবং পাবনার স্থানীয় সংগ্রহ হইতে বন্যা কবলিত পাবনা, বগুড়া, রংপুর, কুমিল্লা, মোমেনশাহী, রাজশাহী এবং ঢাকা জিলার ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক মাদ্রাসা ও মসজিদের পুনর্নির্মাণ অথবা সংস্কারে উহা ব্যয়িত হয়।

১৯৫৫ সালের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য জমঈয়ত সরকারের নিকট হইতে কন্ট্রোল দরে ধান চাউল ক্রয় করিয়া উহা রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও ময়মনসিংহ জিলার দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে ও অর্ধমূল্যে বিতরণ করে।

১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম নোয়াখালি প্রভৃতি জিলার বাত্যাবিধ্বস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জামাত হইতে যে সাহায্য প্রেরিত হয় পূর্বপাক জমঈয়ত উহা উপযুক্ত স্থানে বিতরণের ব্যবস্থা করে।

জমঈয়ত ও ইসলামী শাসনতন্ত্র :

ইসলামের নামে অর্জিত হইলেও পাকিস্তানের জনসাধারণ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা মোটেই স্পষ্ট ছিল না। অনেকেই বর্তমান যুগে উহার কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং কেহ কেহ উহার অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া বসেন।

অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে আযাদী লাভের অব্যবহিত পরে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট "ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র" নামক একখানা পুস্তক রচনা করিয়া ইসলামী দস্তুর

www.ahlehadeethbd.org

সম্বন্ধে শিক্ষিত মনে রেখাপাত এবং জনমনে উৎসাহের সঞ্চার করেন।

১৯৫ সালে জমঈয়তের তরফ হইতে ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার কমিটীদ্বয়ের প্রস্তাবনা সম্পর্কে বিবেচনা এবং সংশোধনী সুপারিশ পেশ করা হয়। এই সুপারিশের সমর্থনে পাবনা ও অন্যান্য স্থানে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মওলানা মরহুমের "পাকিস্তানের শাসন সংবিধানে" ইসলামের ভিত্তিতে যে শাসনতন্ত্র পাকিস্তানে প্রবর্তিত হওয়া উচিত তাহার আকৃতি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যামূলক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়।

পরবর্তী বৎসরেও ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী অব্যাহত রাখা হয়।

১৩৫৩ ও ৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন উপলক্ষে দেশের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জমঈয়তের 'নির্বাচনী নীতি' ও 'জরুরী আবেদন' পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়।

১৯৫৫ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্রের বলিষ্ঠ দাবী ছাড়াও পৃথক নির্বাচন, পূর্ব বাঙলার 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ এবং সেকুলারিষ্টদের মুকাবিলার জন্য ইসলামপন্থী দলগুলির ঐক্য সাধনের আওয়ায চারিদিকে জোরদার করিয়া তোলা হয়। জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট এই বৎসর ঢাকায় সর্বদলীয় মুসলিম কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র, পৃথক নির্বাচন প্রভৃতির দাবীতে নেযামে ইসলাম ও মুসলিম লীগ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকার পল্টন ময়দানের পৃথক পৃথক সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন।

জমঈয়তের উদ্যোগে ১৯৫৬ সালের গোড়ায় পাবনায় জাতীয় পরিষদের স্পীকার মরহুম তমিযুদ্দীন খাঁর সভাপতিত্বে এক আজিমুশশান সর্বদলীয় ইসলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে রাজনৈতিক অরাজকতা এবং সেকুলারিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও তাহাদের মুখপত্রের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে জমঈয়ত ঘন ঘন হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে।

জমঈয়ত প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নাবলীর উত্তর সম্পর্কে জমঈয়ত দফতরে সমস্ত ইসলামপন্থী দলের মিলিত বৈঠকে এক সংসম্মত সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। এই সুপারিশ লিখিতে লিখিতেই তিনি শাহাদত বরণ করেন।

মওলানা মরহুমের মৃত্যুর পর উক্ত সুপারিশ বাংলা, উর্দু ও ইংরাজীতে ছাপাইয়া যথাস্থানে প্রেরিত ও পুস্তিকা-পত্রিকার মাধ্যমে জনসমাজে প্রচারিত হয়।

জমঈয়ত পরবর্তী কয়েক বৎসর মওলানা মরহুমের পরিগৃহীত নীতি অনুসারে কুরআন ও সুন্নার আলোকে শাসনতন্ত্রের সংশোধন এবং ইসলামপন্থী দলসমূহের ঐক্যের জন্য বিরামহীন আবেদন ও প্রচার কার্য চালাইয়া আসিতেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত সম্পর্কঃ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জমঈয়ত দ্বয় সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য এক। গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতির মধ্যেও সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে সৌহার্দ ও সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক স্থাপিত রহিয়াছে। পূর্বপাকিস্তানের বন্যা ও বাত্যায় পশ্চিম পাক জমঈয়ত আগাইয়া আসিয়াছেন আবার পশ্চিম পাকিস্তানের প্লাবনে পূর্বপাক জমঈয়ত সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ১৯৬২ সাল হইতে এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। উক্ত সনের গোড়ার দিকে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের নিমন্ত্রণক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানের ৩জন বিশিষ্ট আলেম পূর্বপাকিস্তানে আগমন করেন এবং ঢাকা সহ প্রদেশের বহু স্থানে আয়োজিত সভা সম্মেলনে যোগদান করেন। বছরের শেষের দিকে পশ্চিম পাক জমঈয়তের আহ্বানে পূর্বপাক জমঈয়তের প্রতিনিধিরূপে উহার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মরহুম মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী এবং জেনারেল সেক্রেটারী মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান লাহোর আহলেহাদীস কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং পশ্চিম পাক জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জামেয়া সলফিয়া, লয়ালপুর ছাড়াও গুজরানওয়ালা, রাওয়ালপিণ্ডি, বালাকোট, করাচী, প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে জামাতের সংযোগ স্থাপনের সুযোগ লাভ করেন। এবার পূর্বপাক জমঈয়তের আহ্বানে পশ্চিম পাক জমঈয়তের আমীর শাইখুস হাদীস মওলানা ইসমাঈল গুজরানওয়ালা, প্রচার সম্পাদক আলহাজ ইসহাক হানীফ এবং প্রসিদ্ধ আলেম মওলানা ইসহাক রহমানী তশরীফ আনয়ন করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org